THE PREACHER'S COMPANION.

সুসমাচারপ্রচারকের সহচর।

অর্থাৎ

খ্রীষ্টীয় শ্রোতাদিগকে দাতব্য ধর্ম্মোপদেশ

বিষয়ক

পরামর্শ ও দৃষ্টান্ত।

Calcutta:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS, FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY.

1851.

The following pages are intended for the use of such native preachers as are appointed to minister to Christian congregations, without having enjoyed the advantages of a regular theological education. They contain a few plain directions for the composition of sermons, illustrated by one discourse given in full, and by a series of seventy skeletons, every one of which was originally prepared for the pulpit, and has actually served as the substratum of a sermon or address in Bengáli. The series commences with twelve historical subjects, which are followed by nine sketches explanatory of the Lord's Prayer. The remaining skeletons are arranged according to the biblical order of the texts which they are intended to illustrate. Should it be discovered that some weighty topics are omitted, the author hopes that such an omission may not be regarded as designed, but attributed to the circumstance that, in making his selection, he was obliged to reject, as unfit to bear the light of publicity, very many outlines of discourses on important subjects.

May the Lord be pleased to own this little volume, and make it an instrument of spiritual good to many.

J. Wenger

নিঘণ্ট।

সুসমাচারপ্রচারকের সহচর।

ধর্ম্মপ্রচারকের কর্ত্তব্য আচরণ।

১—প্রচারক অতি বিদ্বান ও আত্মদৃষ্টিতে ধার্ম্মিক হইলেও যদি হিন্দু মুসলমানাদি অন্যমতাবলম্বিদিগকে এবং খ্রীষ্টীয়ানদিগকে গৃহে২ গিয়া উপদেশ দিতে একান্ত ইচ্ছুক না হন, তবে যে মেঘ জলে পরিপূর্ণ হইয়া বিন্দুমাত্র বারি বর্ষণ না করে, তিনি তাহার তুল্য হন। তাঁহার কর্ত্তব্য যে তিনি প্রভু যীশুর পশ্চাদ্‌গামী হন, কেননা প্রভু লোকদের গৃহে২ উপদেশ দিতেন।

২—উপদেশক বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত উপদেশ দিয়াও যদি একটি ভারি পাপকর্ম্ম করেন, তবে তাঁহার উপদেশে মনুষ্যের যত উপকার হইয়াছে, তদপেক্ষা অধিক অপকার হয়; এই হেতু প্রচারক আপনাকে খ্রীষ্টের সহিত ক্রুশে বিদ্ধ করুন।

৩—প্রচারক যদি মনুষ্যদের অন্তঃকরণে প্রবেশ করিতে চাহেন, তবে তিনি তাহাদের ঘরে২ যাউন, ও তাহাদের বাটীতে গিয়া কোন ধর্ম্মোপদেশ না দিয়া না ফিরুন, এবং তাঁহার বাক্য ঈশ্বরের ন্যায় অটল হউক। প্রভু যীশুর নিকটে উপদেশকের প্রথমে উপদেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তাহা করিলে তাঁহার উপদেশে অনেকের মঙ্গল হইতে পারে।

৪—মনুষ্যের মঙ্গল করা প্রচারকের কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু খ্রীষ্ট ব্যতিরেকে মনুষ্যের সর্ব্বনাশ হইবে, ইহা মনে রাখিয়া উপদেশক তাহাদের কাছে যীশুর প্রেম বিষয়ক কথা পুনঃ ২ প্রকাশ করুন। কিন্তু প্রচারক প্রথমতঃ নিজে খ্রীষ্টের প্রেমের বিষয় জ্ঞাত হউন, তাহা হইলে প্রভুর প্রেমরূপ স্রোত উপদেশকের অন্তঃকরণ হইতে নির্গত হইবে।

৫—উপদেশক আপনার অন্তঃকরণহইতে যদি সাংসারিক সুখাভিলাষ ও অহঙ্কার দূর না করেন, তবে প্রচারের ভার আপনার উপরে না লউন। প্রচারক খ্রীষ্টের প্রতি দৃষ্টি করুন, তিনি ধনবান হইলেও আমাদের জন্যে দরিদ্র হইলেন। এবং প্রভু হইবার নিমিত্তে না আসিয়া বরং সেবক হইলেন।

৬—প্রচারক উপদেশ দেওন কালে এমত মনে করুন, যে কি জানি এইবার আমার শেষ উপদেশ দেওয়া কিম্বা শ্রোতার শেষবার উপদেশ শ্রবণ করা হয়। ইহা ভাবিয়া ভার ফেলিবার মত উপদেশ না দিয়া, বরং ঈশ্বরের এই কথা স্মরণ করত উপদেশ দিউন, যথা, "পরমেশ্বর কহিতেছেন, তুমি যদি তাহাকে আপন পথ বিষয়ে চেতনা না দেও, তবে সেই পাপী আপন পাপে মরিবে বটে, কিন্তু আমি তোমার নিকটে তাহার রক্তপাতের পরিশোধ লইব।" অতএব প্রচারক আপন কর্ম্মেতে আলস্য ও ত্রুটি না করিয়া খ্রীষ্টের এই কথা স্মরণ করুন, যাহাতে কেহ কোন কর্ম্ম করিতে পারিবে না, এমত রাত্রি আসিতেছে।

৭—প্রচারক উপদেশ দেওন কালে আপনার প্রশংসা চেষ্টা না করিয়া বরং যাহাতে পরমেশ্বরের মহিমা প্রকাশ পায় ও পাপি লোক অশ্রুপাত পূর্ব্বক আপন পাপহইতে ফিরে এমত যত্ন করুন। এতদর্থে প্রচারক খ্রীষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন; তিনি আপন গৌরব অন্বেষণ না করিয়া স্বীয় পিতার গৌরব চেষ্টা করিলেন।

৮—শয়তান আয়ূবের বিরুদ্ধে যেমন সাক্ষ্য দিয়াছিল, তদ্রূপ পাছে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া কহে, যে আমি মনুষ্যের অমঙ্গলের নিমিত্তে যেমন চেষ্টা পাইয়াছি, এই প্রচারক তাহাদের মঙ্গলার্থে তাদৃশ যত্ন করে নাই, ইহা মনে করিয়া প্রচারক ঈশ্বরীয় তাবৎ অস্ত্রশস্ত্রে আপনাকে সুসজ্জিত করুন। তাহা করিলে তিনি শয়তানের সকল অগ্নিবাণ নির্বাণ করিতে সমর্থ হইবেন।

৯—উপদেশকের উপদেশে বিদ্যা প্রকাশ পাইলেও তাহাতে যদি খ্রীষ্টের ক্রুশীয় প্রেম প্রকাশ না পায়, তবে তাহা নিষ্ফল। অতএব প্রচারক যীশুর ক্রুশ বিষয়ক প্রসঙ্গে লজ্জিত না হউন; লজ্জিত হইলে লবণরহিত বিস্বাদু ব্যঞ্জনের ন্যায় তাঁহার উপদেশ হইবে।

১০—তোমরা যদি এ জগতীয় সুখ ত্যাগ কর, তবে স্বর্গেতে পরম সুখ প্রাপ্ত হইবা, এবং যদি ঈশ্বরের ধর্ম্মের নিমিত্তে কিছু ব্যয় কর, তবে ইহার ফল স্বর্গে পাইবা, এই রূপ উপদেশ অন্যকে দিয়া উপদেশক যদি আপনি কিছু ব্যয় না করেন, এবং সাংসারিক সুখ কিঞ্চিৎমাত্র ত্যাগ না করেন, তবে তিনি যে নিজে স্বর্গীয় সুখের আস্বাদন পাইয়াছেন, ইহা কে বলিতে পারিবে?

তিনি প্রভুর এই বাক্য স্মরণ করুন, যে কেহ আমার নিমিত্তে সকলই ত্যাগ না করে সে আমার যোগ্য নয়। উপদেশক প্রথমতঃ নিজে স্বর্গীয় সুখের স্বাদ গ্রহণ করিয়া পরে অন্যকে তদ্‌বিষয়ক উপদেশ দিউন।

১১—প্রচারকের উপদেশ যেমন শত ২ লোক শুনিতেছে, তদ্রূপ তাঁহার আচার ব্যবহার সহস্র ২ লোক দেখিতেছে, ইহা জানিয়া প্রচারক কেবল আপনার উপদেশ মনোহর বাক্যেতে সাজাইতে চেষ্টা না পাইয়া সদাচরণদ্বারা মনুষ্যদিগকে উপদেশ দিউন; কেননা প্রভু কহিয়াছেন, তোমাদের আচার ব্যবহারদ্বারা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার ধন্যবাদ হউক।

১২—প্রচারকের ইহা স্মরণ করা কর্ত্তব্য, যে আমি যে সেবাকার্য্যের ভার পাইয়াছি, তাহা আলস্যে সাংসারিক সুখাভিলাষ পরিপূর্ণ করিতে নয়, পরন্তু সর্ব্বান্তঃকরণে ধর্ম্মের ও ঈশ্বররাজ্যের বৃদ্ধ্যর্থে পাইয়াছি। আমাদের প্রভু এ জগতীয় সুখাভিলাষের চেষ্টা না করিয়া ঈশ্বররাজ্যের বৃদ্ধির চেষ্টা করিলেন।

১৩—প্রচারকেরা যদি সমস্ত অন্তঃকরণে ও সমস্ত প্রাণে আপন ২ হস্তগত কার্য্য সাধন করেন, তবে তাঁহাদের জন্যে আহা কি চমৎকার পুরস্কার রক্ষিত আছে। ফলতঃ তাঁহারা যদি এক ২ জন পাপিকে ফিরান, তবে আকাশস্থ তারার ন্যায় দীপ্তি পাইবেন। অতএব প্রচারকেরা ধর্ম্মপুস্তকের উপদেশে ধ্যান যোগে মগ্ন হউন ও নিত্য ২ প্রার্থনাদ্বারা ঈশ্বরের নিকটহইতে উপকার যাচ্ঞা করিয়া আপন কার্য্য সম্পন্ন করুন।

ধর্ম্মোপদেশ বিষয়ক পরামর্শ।

ধর্ম্মপ্রচারক যে সময়ে সভার মধ্যে উপদেশ করে, সেই সময়ে তাহার কর্ম্ম কি? ইহা অগ্রে বিবেচনা না করিলে তাহাকে সেই কর্ম্মবিষয়ক উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারা যায় না।

উপদেশ করণ সময়ে ধর্ম্মপ্রচারক যে কর্ম্ম করে, তাহার বর্ণনা পৌল করিয়াছেন, যথা, "আমরা খ্রীষ্টের "নিমিত্তে দূতের কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছি, এবং ঈশ্বর "আমাদের দ্বারা তোমাদিগকে সাধ্যসাধনা করিলে আ- "মরা খ্রীষ্টের পরিবর্ত্তে তোমাদিগকে এই বিনয় করি- "তেছি, তোমরা ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হও; কেননা "আমরা যেন খ্রীষ্টের দ্বারা ঈশ্বরীয় পুণ্যস্বরূপ হই, "এই জন্যে যাঁহার সঙ্গে পাপের কোন সম্পর্ক ছিল না, "তাঁহাকে আমাদের পরিবর্ত্তে পাপস্বরূপ করিলেন।" ২ কর ৫; ২০, ২১।

পৌলের এই কথানুসারে ধর্ম্মপ্রচারকের কর্ম্ম অতি মহৎ, এবং তদ্বিষয়ে ইহা২ বুঝা যায়।

১। ধর্ম্মপ্রচারক আপনার কল্পিত কথা না কহিয়া যে কথা শ্রোতাদিগকে কহিতে ঈশ্বর তাহাকে আজ্ঞা দেন, সেই কথা কহিবে, কারণ সে খ্রীষ্টের দূত ও ঈশ্বরের মুখস্বরূপ হয়। অতএব যাহাতে তাহার সকল কথা ধর্ম্মপুস্তকে প্রকাশিত ঈশ্বরের কথার সহিত মিলে, এমন চেষ্টা সর্ব্বদা করা তাহার উচিত। আর আমার শ্রোতা- দিগের নিকটে আমি ঈশ্বরের নামে কি২ কথা কহিব

ও কি২ সংবাদ জানাইব? অগ্রে এমন বিবেচনা করিয়া পরে উপদেশ করিবে। যে ব্যক্তি উপদেশের কথা কহিতে২ কেবল কাল যাপন করিতে কিম্বা শ্রোতাদের তুষ্টি জন্মাইতে যত্ন করে, সে বক্তামাত্র, ধর্ম্মপ্রচারক নহে।

২। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মনুষ্যদের পরিত্রাণেরই আকাঙ্খী আছেন, ইহার প্রমাণ তাঁহার অবতার ও শিক্ষা ও মৃত্যু। অতএব ধর্ম্মপ্রচারক যদি তাঁহার নিমিত্তে দূতের কর্ম্ম সম্পন্ন করে, তবে যাহাতে শ্রোতা সকল পরিত্রাণের পাত্র হইয়া উঠে, কেবল ইহার চেষ্টা করা তাহার কর্ত্তব্য। এই নিমিত্তে তাহার প্রত্যেক উপদেশ পরিত্রাণ সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ হইবে। কিন্তু পরিত্রাণ সম্বন্ধীয় অনেক কথা আছে, বিশেষতঃ পরিত্রাণহীন মনুষ্যের নির্ণয় ও তাহার ভয়ানক অবস্থা, এবং পরিত্রাণপ্রাপ্তির পথ, ও পরিত্রাণপ্রাপ্ত মনুষ্যের সুখ ও উপযুক্ত স্বভাব, এই২ সকল কথা বার২ প্রকাশ করিতে হইবে। যে উপদেশ পরিত্রাণসম্বন্ধীয় নহে, সেই উপদেশ খ্রীষ্টের অভিমত নহে, এবং খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকের যোগ্যও নহে।

৩। প্রত্যেক উপদেশে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততা ও শ্রোতাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করা প্রচারকের কর্ত্তব্য, যেহেতুক প্রেরণকর্ত্তার আজ্ঞাবহ ও বিশ্বস্ত দাস হওয়া দূতের উচিত, এবং খ্রীষ্টের ন্যায় দয়ালু হওয়া তাঁহার সেবকের উচিত। এই নিমিত্তে নির্ভয়ে ঈশ্বরের সমস্ত আদেশ শ্রোতাদিগকে জ্ঞাত করা, এবং দয়ালু বন্ধুর মত আর্দ্রচিত্ত হইয়া তাহাদিগকে বিনয় করা প্রচারকের কর্ত্তব্য।

এবং আমার শ্রোতা সকল আমার তুল্য মনুষ্য, অতএব আমার যেমন তাহাদেরও তেমনি পরিত্রাণপ্রাপ্ত হওয়া অতি আবশ্যক; এবং আমার ত্রুটিপ্রযুক্ত যদি তাহারা পরিত্রাণ অগ্রাহ্য করে, তবে তাহা অসীম দুঃখের বিষয়; কিন্তু আমার যত্নেতে যদি তাহারা পরিত্রাণ গ্রাহ্য করে, তবে তাহা অনির্ব্বচনীয় আনন্দের বিষয়; এই ২ রূপ বিবেচনা করণ পূর্ব্বক উপদেশ করা তাহার উচিত।

প্রথম খণ্ড।

শাস্ত্রীয় বচনরূপ সূত্র বিষয়ক পরামর্শ।

যাহারা ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরদত্ত জ্ঞান করে না, এমন শ্রোতাদের নিকটে প্রকাশরূপে কোন শাস্ত্রীয় বচন লইয়া উপদেশ করণের কোন ফল নাই, এই জন্যে হিন্দু মুসলমানাদি লোকদের নিকটে তাহা করা আবশ্যক নহে। কিন্তু যাহারা ধর্ম্মপুস্তক মানে এমন নামধারি খ্রীষ্টীয়ান শ্রোতাদের ও সত্যরূপে খ্রীষ্টাশ্রিত লোকদের নিকটে সূত্ররূপে কোন শাস্ত্রীয় বচন লইয়া উপদেশ করা ভাল. তাহার প্রমাণ এই ২।

১। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এবং তাঁহার প্রেরিতেরা যিহূদীয় লোকদের সাক্ষাতে তাহাই করিত। লূক ৪; ২০। প্রেরিতদের ক্রিয়া ২; ১৪।

২। শাস্ত্রীয় বচন লইয়া কথা কহিলে প্রচারক মনুষ্যদের কল্পিত কথা না কহিয়া ঈশ্বরীয় আদেশানুসারে

শিক্ষা দিতে চাহে, ইহা বুঝিয়া শ্রোতারা সমাদর পূর্ব্বক মনোযোগ করিতে উদ্যত হইবে।

৩। অগ্রে উপদেশের সূত্ররূপে শাস্ত্রীয় বচন প্রচার করিলে শ্রোতারা উপদেশের সার প্রথমাবধি জানিয়া তাহার ক্রম বুঝিয়া অনায়াসে স্মরণ করিতে পারিবে।

যে শাস্ত্রীয় বচন সূত্ররূপে গ্রাহ্য হয়, তাহার দীর্ঘতার বিশেষ পরিমাণানুসারে উপদেশ বিশেষ প্রকার হইয়া উঠে। সেই মূলবচন যদি সংক্ষিপ্ত হয়, তবে শ্রোতৃগণ তাহা অনায়াসে মনে রাখিতে পারে, এবং প্রচারক তাহার শব্দানুসারে শিক্ষা না দিয়া বরং তাহার অর্থা-নুসারে শিক্ষা দিতে পারে। ইহার উদাহরণ, "নিরন্তর প্রার্থনা কর," (১ থিষ ৫ ; ১৬) এই কথা যদি মূলবচন হয়, তবে প্রার্থনার বিষয়ে অনেক শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা মূলবচনের শব্দানুসারে হইবে না, যেহেতুক তাহার শব্দ অল্প।

যদি মূলবচনের পরিমিত দীর্ঘতা হইয়া থাকে, তবে প্রায় তাহার শব্দানুসারে শিক্ষা দেওয়া ভাল; যথা, "হে "পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, তোমরা আমার "নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব," এই কথা মূলবচন হইলে তাহার শব্দানুসারে শিক্ষা দিতে হইবে। ফলতঃ প্রথমে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোকদের, পরে যীশুর নিকটে গমনের, শেষে তাঁহার দ্বারা বিশ্রাম-প্রাপ্তির কথা কহিতে হইবে। এই যে দ্বিতীয় ধারা তাহাকে বচনানুযায়ি, প্রথমকে অর্থানুযায়ি ধারা বলিতে পারি।

মূলবচন যদি পাঁচ ছয় পদ পরিমিত হয়; তবে দুই

প্রকার শিক্ষা হইতে পারে। প্রথম এই, যাহাতে পদের ক্রমানুসারে এক ২ পদবিষয়ক কথা কহা যায়। ইহার উদাহরণ বীজবাপকের দৃষ্টান্ত, মথি ১৩; ৪-৯। এই দৃষ্টান্তকথা ধরিলে অগ্রে বীজবাপক কে, ও তাঁহার হস্তস্থিত বীজ কি, তাহা বলিতে হয়; পরে একে ২ পথ-পার্শ্বস্থ ও পাষাণময় ও কণ্টকব্যাপ্ত ও উর্ব্বরা ভূমির কথা কহিতে হয়। দ্বিতীয় ধারা এই, যাহাতে সমস্ত মূলবচনের অর্থানুসারে শিক্ষা হয়, যথা, হারাণ মেষের ও হারাণ রৌপ্যমুদ্রার দুই দৃষ্টান্ত যদি মূলবচন হয়, তবে তাহার শব্দানুসারে তাহা নহে, কিন্তু তাহার অর্থানুসারে শিক্ষা দিতে হয়, ফলতঃ দয়ালু প্রভু পাপি মনুষ্যের অবস্থাতে দুঃখিত হইয়া তাহার অন্বেষণ করেন, এবং তাহার রক্ষাতে আনন্দিত হন, এই কথা বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবে। সেই দুই দৃষ্টান্তের একই অর্থ; অতএব যদি পদানুসারে শিক্ষা দেওয়া যায়, তবে এক ২ কথা দুই ২ বার কহিতে হয়।

যদি মূলবচন অনেক পদ পরিমিত হয়, তবে তাহা নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ২ ভাগ বিষয়ে পূর্ব্বমতে শিক্ষা দিতে হইবে।

ইহার মধ্যে এই পরামর্শ মনোযোগের যোগ্য। মূল-বচন যদি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়, তবে তাহা কি প্রকার, ইহার মীমাংসা করিতে হইবে। যদি তাহা শুদ্ধ শিক্ষা হয়, তবে পদের ক্রমানুসারে এক ২ পদের কথা কহা ভাল। কিন্তু যদি তাহা ইতিহাস হইয়া থাকে, তবে একেবারে সকল পদের অর্থানুসারে কথা কহা ভাল।

কোন ২ মণ্ডলীর অধ্যক্ষ ধর্ম্মপুস্তকের কোন এক গ্রন্থের প্রথমাবধি শেষপর্য্যন্ত ধারানুক্রমে শিক্ষা দিয়া থাকে। ইহার অনেক ফল আছে, এক এই যে শ্রোতারা ধর্ম্মপুস্তক বুঝিয়া পাঠ করণে নিপুণ হয়; অন্য ফল এই যে নানা প্রকার ভারি বিষয়ে অনপেক্ষিত রূপে শিক্ষা দেওয়া যায়; অর্থাৎ যে বিষয়ে প্রচারক ভয় কিম্বা অমনোযোগ কিম্বা অনিচ্ছুকতা প্রযুক্ত শিক্ষা দিত না, এমন অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিতে হয়। এই জন্যে প্রভুর দিনের এক বেলাতে কিম্বা সপ্তাহের মধ্যে যে সময়ে ধর্ম্মোপদেশ হইয়া থাকে, সেই সময়ে এই নিয়মানুসারে শিক্ষা দেওয়া ভাল। কিন্তু তাহার কতক বাধাও আছে, ফলতঃ সকল প্রচারক এই প্রকার শিক্ষা দেওনে বড় নিপুণ নহে; এবং যে শ্রোতা সকল ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে পারে না, কিম্বা পারিলেও তাহার অর্থ অবগত হইতে ইচ্ছুক হয় না, তাহারা এই প্রকার শিক্ষাতে অসন্তুষ্ট হয়। অতএব ধর্ম্মপ্রচারক ইহাতে মনোযোগ করিয়া আপন বিচারানুসারে কর্ম্ম করিবে।

যে ধর্ম্মপ্রচারক অনেক বার উপদেশ করে নাই, সে যদি আপন কর্ম্মে নিপুণ হইবার চেষ্টাতে জিজ্ঞাসা করে, আমি কিরূপ শাস্ত্রীয় বচন মনোনীত করিব? তবে তাহার উত্তর এই। যে অবধি সভার সম্মুখে শিক্ষা দিতে তাহার সাহস না হয়, সেই সময় অবধি কোন শাস্ত্রীয় ইতিহাস কিম্বা তৎসূচক কোন বচন সূত্ররূপে ধরিয়া শিক্ষা দিউক। ইহার উদাহরণ, ক্রুশে হত চোর, কিম্বা পিত্তলময় সর্প, কিম্বা অপব্যয়ি পুত্রের দৃষ্টান্ত, কিম্বা

বনবাসের দৃষ্টান্ত। পিত্তলময় সর্পের ইতিহাস বিষয়ে যদি উপদেশ হয়, তবে যোহন ৩; ১৪, এই পদ মূলবচন হইতে পারে। আর ইব্রীয়দের প্রতি যে পত্র, তাহার ১১ অধ্যায়ে ইতিহাসসূচক অনেক বচন পাওয়া যায়। এই প্রকার উপদেশের নানা উদাহরণ এই পুস্তকের নানা স্থানে প্রকাশিত হইবে।

যে ধর্ম্মপ্রচারক বার২ শিক্ষা দিয়াছে, এবং সভার সাক্ষাতে নির্ভয়ে কথা কহিতে পারে, সে যদি জিজ্ঞাসা করে, আমি কিরূপ শাস্ত্রীয় বচন সূত্ররূপে গ্রহণ করিব? তবে তাহাকে নীচে লিখিত পরামর্শ দেওয়া যাইতে পরে।

১। যে বচনের অর্থ সন্দিগ্ধ কিম্বা প্রচারকের বোধাগম্য, তাহা গ্রহণীয় নহে।

প্রচারক আপনি যাহা না বুঝে, সেই বিষয়ে কিরূপে শ্রোতাদিগকে সুশিক্ষা দিতে পারে?

২। যে বচনের অর্থ শ্রোতাদিগকে বুঝাইয়া দিতে অতি দুষ্কর বোধ হয়, তাহাও গ্রহণীয় নহে।

ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে এই প্রকার অনেক বচন আছে, বিশেষতঃ ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের অনেক বচনের অর্থ সুনিশ্চিত হইয়াও সামান্য লোকের অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে না। সেই প্রকার কথা শিক্ষার সূত্ররূপে মনোনীত করা নির্ব্বোধের কর্ম্ম।

৩। যে বচনের প্রকৃত অর্থ শ্রোতাদের পরিত্রাণ চেষ্টার কিম্বা সদাচরণের নিমিত্তে ফলদায়ক হয় না, এমন বচন গ্রহণীয় নহে।

ইহার উদাহরণ। নানা গাথানের পরিমাণ বিষয়ক কথা, কিম্বা নানা লোকদের বংশাবলি, কিম্বা ভবিষ্যদ্বক্তাদের নানা রূপক কথা।

৪। যে রচনদ্বারা লেখকের অভিপ্রায় প্রকাশ পায় না, এমত বচন গ্রহণীয় নহে।

ইহার উদাহরণ, আদিপু ৩; ৪, "তোমরা অবশ্য মরিবা না." এই সূত্র লইয়া মনুষ্যের অমরতার বিষয়ে উপদেশ দেওয়া মূর্খের কর্ম্ম, যেহেতুক সেই বচন শয়তানের মুখহইতে নির্গত, অতএব তাহাদ্বারা মনুষ্যের অমরতার বিষয়ে প্রমাণ দিতে লেখকের অভিপ্রায় ছিল না। কিম্বা মথি ২২; ৪২, "খ্রীষ্টের বিষয়ে তোমাদের কেমন বোধ হয়?" এই কএকটি শব্দ কোন বিবেচক লোক সূত্ররূপে গ্রহণ করিবে না, যেহেতুক তাহা বচনের অর্দ্ধেকমাত্র। সম্পূর্ণ বচন এই, "খ্রীষ্টের বিষয়ে তোমাদের কেমন বোধ হয়, তিনি কাহার সন্তান?" অর্থাৎ, "খ্রীষ্ট কাহার সন্তান, এ বিষয়ে তোমাদের কি বোধ হয়?"

৫। যে বচনের প্রকৃত অর্থ উপদেশের অভিপ্রায়ের সহিত মিলে না, এমন বচন গ্রহণীয় নহে।

ইহার উদাহরণ, ঈশ্বর, এবং পিতামাতা ও শিক্ষকগণ, এই সকলের নিকটে আমরা যে উপকার পাইয়াছি, তাহার জন্যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা আমাদের কর্ত্তব্য, এই বিষয়ে উপদেশ করণ সময়ে নানা বচন গ্রহণীয় হইতে পারে, কিন্তু (রোম ১; ১৫) "সকলেরই কাছে আমি ঋণী আছি." এই বচন গ্রহণীয় নহে, যেহেতু

ভূক্ত ইহাতে পোলের অভিপ্রায় এই, ঈশ্বর আমাকে আপন ভাণ্ডারী করিয়া সকলের নিকটে বিতরণার্থে যে সুসমাচাররূপ ধন আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, তাহা সকল প্রকার লোককে দান করা আমার উচিত।

৬। অর্থানুযায়ি উপদেশ অপেক্ষা বরং বচনানুযায়ি উপদেশ ভাল, অতএব যাহাতে বচনানুযায়ি উপদেশ হইতে পারে, এমত সূত্র গ্রহণীয়।

ইহার অর্থ এই। কোন২ প্রচারক অগ্রে বিশ্বাস কিম্বা দয়া কিম্বা স্বর্গ বিষয়ক উপদেশের কথা কাগজে লিখিয়া শেষে জিজ্ঞাসা করে, এখন আমার এই যে উপদেশ প্রস্তুত হইল, তাহার সূত্ররূপে কোন্ শাস্ত্রীয় বচন লইব? তাহাতে যে পদের মধ্যে ঐ বিশ্বাসাদি শব্দ পাওয়া যায়, এমত কোন পদ দেখিলে সে হঠাৎ তাহাই মনোনীত করে। তাহা করা ভাল নহে। অগ্রে মূলবচন মনোনীত করিয়া পরে তদনুসারে উপদেশ প্রস্তুত করা ভাল।

৭। যে বচন অনায়াসে শ্রোতাদের স্মরণে থাকে এমন বচন গ্রহণীয়।

গ্রহণীয় অগ্রহণীয় মূলবচনের পরীক্ষার্থে এই যে সপ্ত লক্ষণ নির্দিষ্ট হইল, তাহা অতি স্পষ্ট। কিন্তু গ্রহণীয় মূলবচনের অনুসন্ধান কি রূপে করা যায়? ইহা যদি ধর্ম্মপ্রচারক জিজ্ঞাসা করে, তবে তদ্বিষয়ে এই২ পরামর্শ মনোযোগের যোগ্য।

১। ধর্ম্মপ্রচারক যখন আপন ভক্তির বৃদ্ধি করণার্থে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করে, তৎকালে যে শাস্ত্রীয় বচনদ্বারা তাং-

হার নিজ মন আনন্দিত কি সান্ত্বনাপ্রাপ্ত কি ভয়যুক্ত কি আর্দ্র কি শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, সেই বচন চিহ্নিত করিয়া উপদেশের সূত্ররূপে গ্রাহ্য করিবে, কারণ যে বচন তাহার পক্ষে ফলদায়ক হইয়া উঠে, তাহা শ্রোতাদের পক্ষেও ফলদায়ক হইয়া উঠিবে, ইহা অতি সম্ভব।

২। তাহার শ্রোতাদের জ্ঞানে কিম্বা আচরণে কি২ ত্রুটি আছে, এবং তাহাদের কি২ রূপ সান্ত্বনা ও পরামর্শ আবশ্যক আছে, এই সকল বিবেচনা করিয়া তাহার উপযুক্ত কোন শাস্ত্রীয় বচনের অনুসন্ধান করিবে। ইহার উদাহরণ। শ্রোতাদের মধ্যে যদি মিথ্যাকথা চলিত থাকে, তবে সেই বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবে। কিম্বা যদি তাহারা বিবাদ করণে আসক্ত হয়, তবে ঐক্য বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া ভাল। কিম্বা যদি তাহাদের ভূমিতে ধান্য না হওয়াতে মনে নানা ভাবনা জন্মে, তবে ঈশ্বর যে পিতার মত আপন লোকদের প্রতিপালনে মনোযোগ করেন, এই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া ভাল। কিন্তু শ্রোতাদের মধ্যে কেবল দুই এক জন যে দোষ করিয়াছে, এমন দোষের কথা হঠাৎ তখনই প্রচার করা অনুচিত; করিলে সেই দোষী ব্যক্তি কেবল রাগ করিবে।

৩। বিশেষ সময়ে বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা দিতে হয়। প্রভুর ভোজনের সময়ে খ্রীষ্টের মৃত্যু কিম্বা পাপক্ষমা কিম্বা ভ্রাতৃপ্রেম বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া ভাল। আর শস্যচ্ছেদনের সময়ে প্রতিপালক ঈশ্বরের দয়া, কিম্বা ঈশ্বরের শস্যচ্ছেদনস্বরূপ বিচারদিন, এই প্রকার বিষয়ে উপদেশ দিতে হইবে।

৪। সভার সাক্ষাতে যদি ধারানুক্রমে কোন শাস্ত্রীর গ্রন্থ পাঠ করা যায়, তবে যে দিনে যে অধ্যায়ের পাঠ হয়, সেই দিনে সেই অধ্যায়ের কোন এক বচন উপদেশের সূত্র হইতে পারে। যদি অদ্য মথির প্রথম অধ্যায়, আগামি প্রভুর দিনে মথির দ্বিতীয় অধ্যায়, সভার সাক্ষাতে পাঠ করা যায়, তবে অদ্য সেই প্রথম অধ্যায়ের এবং আগামি প্রভুর দিনে দ্বিতীয় অধ্যায়ের কোন এক বচন গ্রহণীয় হইতে পারে।

৫। ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন ভারি খণ্ডের এক২ বচন শৃঙ্খলমতে এক২ উপদেশের সূত্র হইতে পারে। ইহার উদাহরণ, দশ আজ্ঞার মধ্যে এক২ আজ্ঞা, কিম্বা 'হে আমাদের' স্বর্গস্থ পিতঃ' ইত্যাদি যে প্রার্থনা প্রভু আপন শিষ্যদিগকে শিখাইয়াছিলেন, সেই প্রার্থনার এক২ বচন এক২ উপদেশের সূত্র হইতে পারে।

৬। পিতর ও যোহন ও পৌল প্রভৃতি যে সকল ভক্ত লোকের বৃত্তান্ত ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, তাহাদের মধ্যে এক জনের বৃত্তান্ত লইয়া তদনুসারে তাহার স্বভাব ও সদ্গুণ ও দোষ এই সকলের বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইতে পারে। এক২ জনের বিষয়ে এক২ বার কিম্বা দুই তিন বার উপদেশ হইতে পারে।

৭। অমুক শাস্ত্রীর বচন সূত্ররূপে গ্রহণ করিলে অমুক২ বিষয়ে শ্রোতাদের অতি ফলদায়ক শিক্ষা হইতে পারে, ধর্ম্মপ্রচারক যদি কোন সময়ে এমন বোধ করে, তবে তৎক্ষণাৎ সেই বচন চিহ্নিত করিয়া আপন কাগজের পুস্তকে লিখিবে, এবং তদ্বিষয়ে কি২ শিক্ষা হইতে

পারে, তাহাও সংক্ষেপে লিখিবে। এই রূপে বার ২ করিলে মূলবচন অনুসন্ধান করণের সময়ে আপনার লিখিত সেই পুস্তকদ্বারা তাহার অনেক উপকার হইবে।

এই ২ রূপে উপযুক্ত মূলবচন অনুসন্ধান করণের অনেক পথ মিলে। ধর্ম্মপ্রচারক সর্ব্বদা কেবল এক প্রকার বিষয়ে শিক্ষা দিবে না, কিন্তু যাহাতে নানাবিধ বিষয়ে শিক্ষা হয়, এমত চেষ্টাতে নানাবিধ মূলবচন সূত্ররূপে গ্রহণ করিবে।

আর মূলবচন মনোনীত করা অতি ভারি কর্ম্ম, এই নিমিত্তে প্রার্থনা পূর্ব্বক তাহা করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় খণ্ড।

মূলবচনের ধ্যান বিষয়ক পরামর্শ।

ধর্ম্মোপদেশের সূত্র নিশ্চিত হইলে পরে প্রচারকের তদ্বিষয়ে ধ্যান করা কর্ত্তব্য। কোন অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে গেলে যেমন ইষ্টক ও কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করা আবশ্যক হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মোপদেশ করিতে গেলে বক্তব্য প্রস্তাব সকল ধ্যানদ্বারা সংগ্রহ করা আবশ্যক হয়।

১। ইহার মধ্যে প্রথম কর্ম্ম এই, প্রচারক যাহাতে মূলবচনের অর্থ অতি স্পষ্টরূপে এবং সম্পূর্ণরূপে বুঝে এমন চেষ্টা করা।

মূলবচনের অর্থ বুঝিবার নিমিত্তে প্রচারক প্রথমে তাহা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া এই ২ রূপ বিবেচনা করিবে, ইহার অর্থ কি? আর এই কথার প্রধান অভিপ্রায় কি?

পরে মূলবচনের পূর্ব্বে এবং পরে কিং কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা নিরীক্ষণ করিবে, এবং পূর্ব্বে ও পরে লিখিত সেই কথার সহিত মূলবচনের কি সম্বন্ধ আছে, তাহা নিশ্চয় করিতে চেষ্টা করিবে। কখনোং সেই কথার সহিত মূলবচনের কোন বিশেষ সম্বন্ধ থাকে না, কিন্তু কখনোং সেই সম্বন্ধের প্রতি মনোযোগ করা অতি আবশ্যক।

পরে মূলবচনের একং শব্দের বিষয়ে বিবেচনা করিবে। অমুক শব্দের অর্থ কি? আর সেই শব্দ কি জন্যে মনোনীত হইল? অন্য কোন শব্দ লিখিলে অর্থান্তর হইত কি না? বিপরীত শব্দ লিখিলে কি অর্থ হইত? এইং প্রকার বিবেচনা করিতে হয়।

এইরূপ বিবেচনা করণের উপায় তিন প্রকার। প্রথম, প্রচারকের নিজ বিচার, যেহেতুক তাহা বিনা সে কিছুই করিতে পারে না। দ্বিতীয় উপায়, সমান অর্থবিশিষ্ট অন্যং শাস্ত্রীয় বচন। সেই রূপ বচন অনুসন্ধান করা কিছু কঠিন, যেহেতুক বঙ্গ ধর্ম্মপুস্তকে যে সংগ্রহ হইয়াছে তাহা অতি অসম্পূর্ণ। অতএব যে ধর্ম্মপ্রচারক ইংরাজি ভাষা জানে, সে ইংরাজি ধর্ম্মপুস্তকে উল্লেখিত ঐরূপ সকল বচনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, এবং কংকর্ডেন্স নামক গ্রন্থমধ্যেও ঐরূপ অন্য বচনের অনুসন্ধান করিবে। যে ধর্ম্মপ্রচারক ইংরাজি ভাষা জানে না, সে সমান অর্থবিশিষ্ট যত বচন স্মরণ করে, সেই সকল দেখিবে। এই কর্ম্মের নিমিত্তে সমস্ত ধর্ম্মপুস্তক বারং অধ্যয়ন পূর্ব্বক অবগত হওয়া প্রচারকের অতি আবশ্যক।

মূলবচনের অর্থ মীমাংসা করণের তৃতীয় উপায় পরের বিচার। যে প্রচারক কেবল বঙ্গভাষা জানে সে এই উপায়রহিত, যেহেতুক অদ্যাপি ধর্ম্মপুস্তকবিষয়ক কোন টীকা এতদ্দেশীয় ভাষাতে লিখিত হয় নাই, এবং যে কএকটি ধর্ম্মোপদেশ মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, তাহা অতি অল্পসংখ্যক। কিন্তু যে প্রচারক ইংরাজি ভাষা জানে সে টীকাদি উপায়দ্বারা পরের বিচার অবগত হইতে পারে।

মূলবচনের অর্থ অনুসন্ধান করণের একটি সুন্দর উদাহরণ ফুল্লর সাহেব লিখিয়াছেন, তাহার সার ভাষান্তর করিয়া জানাই। দায়ূদের ১৪৫ গীতের ১৬ পদে লিখিত আছে, "তুমি আপন হস্ত মুক্ত করিয়া তাবৎ প্রাণির "মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিতেছ।" এই বচনের বিষয়ে উক্ত সাহেবের ধ্যান এই ২।

"হস্ত বিস্তার করণ পিতা ঈশ্বরের দয়া ও দাতৃত্ব বুঝায়। অনেক মনুষ্য কৃপণতাপ্রযুক্ত আপন২ হস্ত সংকুচিত করে। এবং হস্ত বিস্তার করা সহজ কর্ম্ম, অতএব প্রাণিগণের প্রতিপালন করা ঈশ্বরের সুসাধ্য কর্ম্ম। এক মহানগরে প্রতিদিন মনুষ্যের আহারার্থে কত দ্রব্যের ব্যয় হয়, তাহাতে এক দেশের ও সমস্ত পৃথিবীর মনুষ্যদের প্রতিপালন অতি মহৎ কর্ম্ম। আর ঈশ্বর কেবল মনুষ্যগণের প্রতিপালন করেন তাহা নহে, ভূচর ও খেচর ও জলচর যত প্রাণী, সেই সকলের প্রতিপালন ঈশ্বরের হস্ত বিস্তার করণদ্বারা হয়।

"পাপের মার্জ্জনা তাঁহার হস্ত বিস্তার করণদ্বারা হয়

না, কেবল তাঁহার রক্তব্যয়দ্বারা হয়; অতএব অন্য সকল কর্ম্মাপেক্ষা পাপের মার্জ্জনা দুষ্কর।

"ঈশ্বর যদি আমাদের হিতার্থে আপন হস্ত বিস্তার করেন, তবে পরের হিতার্থে নিজ হস্ত বিস্তার করা কি আমাদের উচিত নহে?

"ঈশ্বর আপন হস্ত বিস্তার করণদ্বারা আমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহার নিমিত্তে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা আমাদের উচিত বটে, তথাপি সেই সকল অনুগ্রহ এই সংসার সম্বন্ধীয়, এবং তিনি আপন শত্রুদিগকেও ঐহিক বিষয়ে অনুগ্রহ করেন। এই নিমিত্তে আমাদের কেবল সেই অনুগ্রহপ্রাপ্তির চেষ্টা কর্ত্তব্য নহে, পরিত্রাণবিষয়ক অনুগ্রহপ্রাপ্তির চেষ্টাও কর্ত্তব্য। যেহেতুক তিনি যেমন আমাদের প্রতিপালনার্থে হস্ত বিস্তার করেন, তদ্রূপ আমাদের পরিত্রাণার্থে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে দিয়াছেন, এবং তাঁহার গুণে আমাদিগকে চিরস্থায়ি স্নেহের পাত্র করিতে প্রস্তুত আছেন। কোন গৃহস্থ দরিদ্র লোকের প্রতিপালনার্থে এবং আপন দাসকে বেতন প্রদানার্থে হস্ত বিস্তার করেন বটে, তথাপি আপন পুত্রকে দাস অপেক্ষা অধিক স্নেহ করেন।

"ঈশ্বর তাবৎ প্রাণির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, তিনি কৃপণ নহেন। এবং যে কোন মনোবাঞ্ছা তিনি জ্ঞান তাহাই পূর্ণ করিতে প্রস্তুত আছেন, এবং নিজ স্বভাবানুসারে যে প্রাণী যাহা বাঞ্ছা করে তাহা তিনি যোগাইয়া দেন। আমার যে মনোবাঞ্ছা ঈশ্বরের অভিমত তাহা তিনি পূর্ণ করিবেন, ইহা জানিয়া আমি সান্ত্বনা পাই;

এবং আমার যে মনোবাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করেন না, তাহা পাপহইতে উৎপন্ন, ইহা বিবেচনা করিয়া আমি অনেক সুশিক্ষা পাইতে পারি।"

২। মূলবচনের অর্থ নিশ্চয় করিলে পরে প্রচারকের দ্বিতীয় কর্ম্ম এই, যেন দাতব্য উপদেশের সারকথা নিশ্চয় করে।

কখনো২ মূলবচনই উপদেশের সারকথা। ইহার উদাহরণ "নিরন্তর প্রার্থনা কর," এই শাস্ত্রীয় বচন যদি সূত্ররূপে গৃহীত হয়, তবে তাহাই ধর্ম্মোপদেশের সার-কথা হইবে।

কখনো২ মূলবচনের এক অংশমাত্র ধর্ম্মোপদেশের সারকথা হয়। ইহার উদাহরণ, "আমরা যেন খ্রীষ্টদ্বারা "ঈশ্বরীয় পুণ্যস্বরূপ হই, এই জন্যে যাঁহার সঙ্গে পা-"পের কোন সম্বন্ধ ছিল না, তাঁহাকে আমাদের নিমিত্তে "পাপস্বরূপ করিলেন।" ২ করি ৫ ; ২১। এই বচন সূত্র-রূপে গৃহীত হইলে আমাদের ঈশ্বরীয় পুণ্যস্বরূপ হওন, ও খ্রীষ্টের নির্দ্দোষতা, ও আমাদের নিমিত্তে তাঁহার পাপস্বরূপ হওন, ও আমাদের পরিত্রাণে প্রকাশিত ঈশ্বরের আশ্চর্য্য জ্ঞান, ও তাঁহার প্রেম, এই যে সকল বিশেষ২ প্রসঙ্গ, তাহার মধ্যে একটা উপদেশের সার-কথা হইতে পারে।

কখনো২ মূলবচন অপেক্ষা উপদেশের সারকথা সংক্ষিপ্ত। ইহার উদাহরণ, "মানুষের প্রতি যে পরীক্ষা "ঘটিয়া থাকে, তাহা ব্যতিরেকে তোমাদের আর কোন "পরীক্ষা ঘটে নাই; আর বিশ্বাস্য যে ঈশ্বর তিনি

"তোমাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত পরীক্ষাতে তোমাদিগকে "পড়িতে দিবেন না; কিন্তু তোমরা যেন সহ্য করিতে "পার, এই জন্যে পরীক্ষা ঘটনের সময়ে রক্ষার পথ "প্রস্তুত করিবেন।" ১ করিন্থ ১০; ১৩। এই বচন সূত্ররূপে গ্রহণ করিলে "পরীক্ষা বিষয়ক সান্ত্বনা" উপদেশের সারকথা হইতে পারে।

কখনো২ মূলবচন উপদেশের সারকথার উদাহরণমাত্র কিম্বা প্রমাণমাত্র। ইহার উদাহরণ। "দুই চটক"পক্ষী কি এক পয়সাতে বিক্রীত হয় না? তথাচ তো"মাদের পিতার অনুমতি ব্যতিরেকে তাহাদের একটিও "ভূমিতে পড়ে না; এবং তোমাদের মস্তকের কেশ "সকলও গণিত আছে।" মথি ১০; ২৯, ৩০। এই বচন সূত্ররূপে গ্রহণ করিলে পক্ষির কিম্বা কেশের মীমাংসা উপদেশের সারকথা হইবে না, কিন্তু "অতি ক্ষুদ্র বিষয়ে ঈশ্বরের মনোযোগ," এই সারকথা হইবে।

প্রচারক যে কোন বিষয়ে উপদেশ দিতে চাহে, তাহার সারকথা স্পষ্টরূপে নিশ্চয় করা অতি আবশ্যক; যেহেতুক জলযাত্রার সময়ে দুই নৌকাতে পা দেওয়া যেমন নির্ব্বোধ ব্যক্তিকের চিহ্ন হয়, তদ্রূপ উপদেশ করণের সময়ে তাহার সারকথার বিষয়ে সন্দিগ্ধ হওয়া নির্ব্বোধ প্রচারকের চিহ্ন জানিবা।

উপদেশের সারকথা যাহাতে মূলবচনের সহিত মিলে এমন চেষ্টা করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। অগ্রে সারকথা, পরে মূলবচন নিশ্চয় করিলে এই বিষয়ে বিশেষরূপে মনোযোগ করিতে হয়। আর অগ্রে মূলবচন নিশ্চয় করিলে

যে সময়ে প্রচারক দাতব্য উপদেশের সারকথা নিশ্চয় করে, সেই সময়ে যাহাতে মূলবচনের সমস্ত কথার সার সংক্ষেপে নিশ্চিত হয়, এমন চেষ্টা করা ভাল। মূলবচনের যে সারকথা তাহা যদি উপদেশের সারকথা হয়, তবে তাহাই উত্তম, যেহেতুক তাহা হইলে শ্রোতারা অধিক ফল প্রাপ্ত হইতে পারে।

যে প্রচারক উপদেশের সারকথা প্রথমাবধি নিশ্চয় না করে, সে নানা বিষয়ে নানা প্রকার ভাল কথা কহিতে পারে বটে, কিন্তু তাহার কিছু ফল হইবে না। অগ্রে লক্ষ্য নিশ্চয় না করিলে যেমন বাণ নিক্ষেপ করা নিষ্ফল হয়, তদ্রূপ অগ্রে উপদেশের প্রধান অভিপ্রায় নিশ্চয় না করিলে উপদেশ দেওয়া নিষ্ফল হইবে। ইহাতে আশ্চর্য্য এই যে অনেক প্রচারক এই বিষয়ে ত্রুটি করে। তাহারা কোন শাস্ত্রীয় বচন সূত্ররূপে গ্রহণ করে বটে, কিন্তু উপদেশের কোন বিশেষ অভিপ্রায় নিশ্চয় না করিয়া যাহা মনে পড়ে, তাহাই কহে; তাহাতে উপদেশের শেষ হইলে মনোযোগী শ্রোতাও তাহার সার কি ছিল, ইহা না বুঝাতে সন্দিগ্ধ হইয়া অসন্তুষ্ট হয়।

এই বিষয়ে কেবল আর একটি কথা কহিব, তাহা এই; এক উপদেশের একমাত্র সারকথা হওয়া আবশ্যক। যে উপদেশের সারকথা দুই তিন প্রকার আছে, তাহা কিরূপ? না, যেমন এক বাণাঘাতে দুই তিন লক্ষ্য আঘাতার চেষ্টা, তদ্রূপ।

৩। ধ্যান করণ সময়ে প্রচারকের তৃতীয় কর্ম্ম এই,

বেন উপদেশের সারকথা শ্রোতাদিগের বোধগম্য করণের উপায় অনুসন্ধান করে।

সেই উপায় নানা প্রকার। প্রথম উপায়, সামান্য নির্ণয়। দ্বিতীয় উপায় শাস্ত্রীয় নির্ণয়। তৃতীয় উপায় অংশানুক্রমিক বিবেচনা। চতুর্থ উপায় নানা উদাহরণ। পঞ্চম উপায় দৃষ্টান্তকথা। এতদ্ভিন্ন অন্য ২ উপায়ও আছে, যথা নানা বিষয়ে নানা প্রকার গুণের প্রকাশ, এবং বিস্তারিত বর্ণনা। উক্ত সকল উপায় দেখাইবার নিমিত্তে আমরা এক উদাহরণ লিখি।

বিশ্বাস কি? ইহা শ্রোতাদিগের বোধগম্য করণের নানা উপায়। প্রথম উপায়, সামান্য নির্ণয়। ঈশ্বরের বাক্য সত্য জ্ঞান করিয়া তদনুসারে ঈশ্বরের আশ্রয় লওয়া, ইহাই বিশ্বাস।

দ্বিতীয় উপায়, শাস্ত্রীয় নির্ণয়। বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয়কারী ও অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রমাণদাতা। ইব্রীয় ১১; ১।

তৃতীয় উপায়, অংশানুক্রমিক বিবেচনা। যে কেহ বিশ্বাস করে, সে প্রথমে ঈশ্বরকে সত্যবাদী জ্ঞান করে, পরে আমি পাপী এবং নরকের যোগ্যপাত্র, ইহা স্বীকার করে। পরে পাপের মার্জ্জনা না পাইলে আমার সর্ব্বনাশ অবশ্য হইবে, ইহা বুঝে। পরে খ্রীষ্ট পাপিদের প্রতি দয়া করেন, অতএব আমার প্রতিও দয়া করিবেন, এমত ভরসা করে। পরে খ্রীষ্টের মৃত্যুদ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা গিয়াছে, অতএব তাহাদ্বারা আমারও পাপক্ষমা হইতে পারে, ইহা বুঝে। পরে প্রার্থনা-

যাহারা আপন পাপের ভার খ্রীষ্টের উপরে অর্পণ করে। পরে যে কেহ খ্রীষ্টকে জামীনরূপে গ্রাহ্য করে, তাহাকে ঈশ্বর গ্রাহ্য করেন, এমন কথা তিনি বার ২ বলিয়াছেন, অতএব আমিও গ্রাহ্য হইলাম, ইহা সত্য জ্ঞান করে। পরে ইহকালের এবং পরকালের বিষয়ে ঈশ্বর যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা সকল সত্য, ইহা মনেতে স্বীকার করিয়া সান্ত্বনা পায়, এবং স্বর্গীয় সুখের অপেক্ষাতে প্রফুল্ল হয়।

চতুর্থ উপায়, নানা উদাহরণ। ইব্রাহীম, মূসা, পৌল ইহারা বিশ্বাস করিয়াছিল। অন্য সকল উদাহরণ অপেক্ষা শাস্ত্রীয় উদাহরণ উত্তম।

পঞ্চম উপায়, নানা দৃষ্টান্তকথা। শিশু মাতাকে বিশ্বাস করে। বালক পিতাকে বিশ্বাস করে। বন্ধু বন্ধুকে বিশ্বাস করে। রোগী লোক চিকিৎসককে বিশ্বাস করে। যাত্রী লোক নাবিকদিগকে বিশ্বাস করে।

নানাবিধ উপায়। নানা বিষয়ে এবং নানা সময়ে বিশ্বাসের নানা প্রকার গুণের প্রকাশ। দুঃখের ও তাড়নার ও পরীক্ষার ও প্রার্থনার ও মৃত্যুর সময়ে প্রকাশিত গুণদ্বারা বিশ্বাস আমাদের বোধগম্য হয়।

৪। ধ্যান করণ সময়ে প্রচারকের চতুর্থ কর্ম্ম এই, যেন শ্রোতাদিগকে সারকথার সত্যতা দেখাওনের উপায় অনুসন্ধান করে।

সেই সত্যতা দেখাওনের নিমিত্তে যে প্রমাণের প্রয়োজন হয়, তাহা তিন প্রকার।

প্রথম যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ, অর্থাৎ মনুষ্য আপন চেষ্টাতে

দ্বারা কি বিবেকশক্তিদ্বারা কি বুদ্ধিদ্বারা কি পরীক্ষাদ্বারা যাহা অবগত হইতে পারে, সেই সকল প্রমাণ।

দ্বিতীয়, শাস্ত্রীয় প্রমাণ, অর্থাৎ ধর্ম্মপুস্তকের বচনরূপ প্রমাণ। তৃতীয়, উদাহরণরূপ প্রমাণ। সেই উদাহরণ শাস্ত্রোদ্ধৃত হইতে পারে, এবং অন্য ২ প্রকারও হইতে পারে। কোন ২ উদাহরণদ্বারা উপদেশের সারকথা শ্রোতাদের বোধগম্যমাত্র হয়, অন্য ২ উদাহরণদ্বারা তাহার প্রামাণ্য প্রকাশ পায়। এই দুই প্রকার উদাহরণের মধ্যে কিছু বিশেষ আছে।

এই তিন প্রকার প্রমাণ ব্যতিরেকে নানা মনুষ্যের সাক্ষ্যরূপ যে প্রমাণ, তাহার প্রতিও মনোযোগ করা কখনো ২ ভাল হয়।

৫। ধ্যান করণ সময়ে প্রচারকের পঞ্চম কর্ম্ম এই, যেন শ্রোতাদের মন আকর্ষণ করণের উপায় অনুসন্ধান করে।

শ্রোতাদের মন আকর্ষণ করণের নিমিত্তে তাহাদিগকে লভ্য ফলাফল দেখাইতে হয়, যেহেতুক যাহাহইতে কুফল জন্মে, তাহা সকলের ঘৃণার্হ বোধ হয়; এবং যাহাহইতে সুফল জন্মে, সকলে তাহার ইচ্ছুক হয়। যে সুফল কিম্বা যে কুফল অন্য লোকের প্রতি বর্ত্তে, তাহার অনুসন্ধান প্রচারক করিবে না, কিন্তু নিজ শ্রোতাদের প্রতি যে ফল বর্ত্তে, তাহারই অনুসন্ধান করিবে।

সুফল তিন প্রকার, প্রথম ঐহিক সুখ ও লাভ, দ্বিতীয় মনের সান্ত্বনা ও আনন্দ ও সুস্থিরতা, তৃতীয় ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনার্থে যে শক্তি ও উদ্যোগ আবশ্যক আছে,

তাহার বৃদ্ধি। তদ্রূপ কুফলও তিন প্রকার, প্রথম ঐহিক ক্ষতি ও ক্লেশ; দ্বিতীয় মনের কাতরতা ও ভয়; তৃতীয় পাপচেষ্টার বৃদ্ধি ও ধর্ম্মচেষ্টার হ্রাস।

এবং সময়ের প্রতি মনোযোগ করিলে ফলাফল দুই প্রকার হয়, অর্থাৎ ঐহিক এবং পারত্রিক।

৬। ধ্যান করণ সময়ে প্রচারকের শেষকর্ম্ম এই, যেন আপন শ্রোতাদের অবস্থা মনে করিয়া উপদেশের সার-কথা বিষয়ক তাহাদের অজ্ঞানতা কিম্বা ভ্রান্তি কিম্বা সন্দেহ কিম্বা দোষ ইত্যাদি যে কোন ত্রুটি দেখে, তাহা পূর্ণ করণের উপায় অনুসন্ধান করে। এই বিষয়ে ধ্যান করিতে গেলে শ্রোতাদের আচার ব্যবহার ও কথোপ-কথন প্রভৃতি স্মরণ করিয়া বিবেচনা করা অতি ফলদা-য়ক হইবে। এবং অমুক ব্যক্তির ভ্রান্তি দূর করণের নিমিত্তে কিরূপ কথা কহিব? ও কিরূপ প্রমাণ দিব? এবং অমুক ব্যক্তি যেন আপন মন্দ পথ ত্যাগ করে, এই নি-মিত্তে তাহাকে কি রূপে ভয় দেখাইব? এবং কিরূপে বা সুপরামর্শ দিব? এবং অমুক ব্যক্তির ভয় ও কাতরতা দূর করণের জন্যে কি রূপ সান্ত্বনার কথা কহিব? এই২ বিষয়ে প্রচারক বিবেচনা করিবে।

ধ্যান করণের সময়ে কলম হস্তে করিয়া যাহা মনে পড়ে তাহা সংক্ষেপে লেখা ভাল হইতে পারে, তথাপি তাহা আবশ্যক নহে, কিন্তু ধ্যান করাই আবশ্যক; অগ্রে ধ্যান না করিলে উপদেশ রচনা করা অতি দুষ্কর, এবং উপদেশ দেওয়া নিষ্ফল।

তৃতীয় খণ্ড।

উপদেশের অনুক্রম বিষয়ক পরামর্শ।

উপদেশের তিন অংশ আছে, প্রথম আভাষ, দ্বিতীয় প্রধানাংশ, তৃতীয় সমাপক বাক্য। সম্প্রতি আভাষের ও সমাপক বাক্যের কথা হয় না, কেবল প্রধানাংশের কথা হইতেছে। ইহার মধ্যে আইস আমরা উপদেশের অনুক্রম নিশ্চয় করণার্থে নানা ভাগে উপদেশ বিভক্ত করণের নিয়ম বিবেচনা করি।

মূলবচনানুসারে উপদেশের বিভাগ করা অতি উত্তম, কিন্তু তাহা কিঞ্চিৎ দুষ্কর, এই জন্যে আমরা সেই বিভাগ করণের অন্য২ যে নিয়ম চলিত আছে, তাহা অগ্রে প্রকাশ করি।

সেই নিয়ম নানা প্রকার।

(১) সময়ানুক্রমিক নিয়ম। এই নিয়মানুসারে প্রথমে কি হয়, পরে কি হয়, শেষে কি হয়, তাহা প্রকাশ করা যায়। কোন ঘটনার বিবরণ বিষয়ে উপদেশ দিলে সেই নিয়মানুসারে বিভাগ করিতে হয়। ইহার উদাহরণ, অনানিয়ের ও সাফীরার বৃত্তান্ত বিষয়ে যদি উপদেশ হয়, তবে সময়ানুক্রমিক নিয়মানুসারে এই ২ ভাগ করা যাইতে পারে। ১, তাহাদের পাপ। ২, সেই পাপের প্রকাশিত হওন। ৩, সেই পাপের দণ্ড। ৪, ঐ দণ্ড হইলে মণ্ডলীর এবং অন্যান্য লোকের ভীত হওন।

(২) সামান্য বিবেচনার নিয়ম। এই নিয়মানুসারে প্রচারক প্রথমে কোন ঈশ্বরীয় আজ্ঞার কিম্বা শিক্ষা-

বচনের ভাব কি, ইহা বুঝাইয়া দেয়; পরে তাহার প্রমাণ দেয়; শেষে তাহার ফল দেখায়।

(৩) কর্ম্মের আলোচনার নিয়ম। এই নিয়মানুসারে প্রথমে সেই কর্ম্ম কি? পরে তাহা কাহার কর্ম্ম? এবং তাহা সম্পন্ন করণের ধারা কিম্বা উপায় কি? শেষে তাহার অভিপ্রায় কিম্বা ফল কি? ইহা কহিতে হয়।

(৪) সামান্য আলোচনার নিয়মানুসারে প্রথমে সাধারণ, পরে বিশেষ বিষয়ের আলোচনা করা যায়। যেমন নারিকেল ফল ভোজনার্থে প্রথমে তাহার ছোবড়া ছুলিতে হয়, পরে তাহার মধ্যস্থিত মালা ভাঙ্গিতে হয়, শেষে মালার মধ্যহইতে শাঁস উদ্ধৃত হয়।

ইহার উদাহরণ। গীত ৮৪; ৪। "যাহারা তোমার মন্দিরে বাস করে তাহারা ধন্য," এই বচনের বিষয়ে উপদেশ হইলে প্রথমে, ঈশ্বরের মন্দির কি? পরে, তন্মধ্যে বাসকারী কে? শেষে, তাহারা ধন্য কেন? এই অনুক্রমে উপদেশ হইতে পারে। যেহেতুক মন্দির ঐ ছোবড়াস্বরূপ, এবং তন্মধ্যে বাসকারিগণ মালাস্বরূপ, এবং তাহাদের ধন্যতা শাঁসস্বরূপ।

(৫) যদি কোন উপদেশের ভাগ কিঞ্চিৎ বহুসংখ্যক হয়, তবে যাহাতে সেই সকল ভাগের অনুক্রম উত্তম সোপানস্বরূপ হয়, এমন চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কখনো২ সেই সোপান দিয়া কালবৃক্ষের মূলহইতে তাহার অগ্রডাল পর্য্যন্ত উঠিতে হয়, অর্থাৎ প্রথমে, পরে, শেষে কি২ হয়, এই সময়ানুক্রমিক নিয়মানুসারে শিক্ষা দিতে হয়। ইহার উদাহরণ। বিশ্বাসী মনুষ্য খ্রীষ্টের আকারবিশিষ্ট

হয়, প্রথমে, পুনর্জন্মের সময়ে; পরে, তদবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত; পরে, মৃত্যুর সময়ে; শেষে, পুনরুত্থান সময়ে। এবং কখনো২ দূরহইতে মনুষ্যের নিকটে আসিতে হয়, অর্থাৎ যাহাদ্বারা তাহার মন আকৃষ্ট কিম্বা আর্দ্র কিম্বা ভীত কিম্বা আনন্দিত হয়, সেই প্রকার কথা শেষে কহিতে হয়, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে অন্য২ কথা কহা ভাল। ইহার উদাহরণ। আগামি ক্রোধ। তাহা ১, ঈশ্বরের ক্রোধ; ২, যথার্থ (অর্থাৎ, ন্যায্য) ক্রোধ; ৩, শুদ্ধ. ক্রোধ (অর্থাৎ দয়া বিনা কেবল ক্রোধ;) ৪, রাশীকৃত ক্রোধ; ৫, অনন্তকালীয় ক্রোধ। এই যে শেষকথা তাহা সকলের মধ্যে অতি ভয়ানক।

অন্য উদাহরণ। প্রভুর পুনরাগমন। ১, কে আসিবেন? ২, কোথাহইতে? ৩, কোথায়? ৪, কবে? ৫, কি রূপে? ৬, কি নিমিত্তে? এই স্থানেও শেষকথা সকলের মধ্যে ভয়ানক কিম্বা আনন্দজনক।

(৬) তুলনার অনৈক্য দেখাইবার নিয়ম। এই নিয়মানুসারে কেবল দুই ভাগ হয়। ইহার উদাহরণ। প্রথম, পাপি লোকের গতি; দ্বিতীয়, ধার্ম্মিক লোকের গতি। অন্য উদাহরণ। প্রথম, পাপ গুপ্ত রাখনের বিষয়ে; দ্বিতীয়, পাপ স্বীকার করণের বিষয়ে।

এই ছয় নিয়ম বিনা অন্য কোন নিয়ম নাই, এমন নহে; কিন্তু সকলের মধ্যে এই ছয়টা প্রধান। মধ্যে২ দুই নিয়ম যোগ করিতে হয়। ইহার উদাহরণ, ধনি লোকের এবং ইলিয়াসরের বৃত্তান্ত। সময়ানুক্রমিক নিয়মানুসারে তাহার দুই ভাগ হয়, অর্থাৎ ১, ইহলোকে,

এবং ২, পরলোকে তাহাদের অবস্থা। কিন্তু এক২ ভাগের মধ্যে তুলনার অনৈক্য দেখাইবার নিমিত্তে প্রথমে এক জনের, পরে দ্বিতীয় জনের অবস্থা দেখাইতে হইবে। কিম্বা একেবারে চারি ভাগ করা যাইতে পারে, অর্থাৎ ১, ইহলোকে ধনি ব্যক্তির অবস্থা; ২, ইহলোকে দীনহীন ইলিয়াসরের অবস্থা; ৩, পরলোকে সেই ইলিয়াসরের অবস্থা; ৪, পরলোকে ধনি ব্যক্তির অবস্থা।

এই২ প্রকার মিশ্রিত নিয়ম অনেক আছে। আর যে২ নিয়মানুসারে তিন ভাগ হয়, সেই২ নিয়মের তিন ভাগহইতে কেবল দুইটা গ্রাহ্য হয়, এমনও বার২ ঘটে।

উপদেশ নানা ভাগে বিভক্ত করণের এই যে কএকটি নিয়ম প্রকাশিত হইল, তাহার মধ্যে একটাও মূলবচনানুযায়ি নহে; কিন্তু বিভাগ করণের সময়ে মূলবচন আলোচনা করা অতি আবশ্যক, যেহেতুক কোন্ নিয়মানুসারে বিভাগ করিতে হয়, তাহা মূলবচন না দেখিলে নিশ্চয় করা যায় না; এবং কখনো২ মূলবচনের নানা অংশানুসারে কিম্বা শব্দানুসারে বিভাগ করা আবশ্যক হয়; এবং কখনো২ মূলবচনের অর্থ বুঝাইয়া দিবার নিমিত্তে একটি বিশেষ ভাগ করিতে হয়।

ইহার উদাহরণ, প্রেরিত ২০; ৯, ১০। এই দুই পদ দেখিবামাত্র প্রচারক বুঝিবে যে সময়ানুক্রমিক নিয়মানুসারে বিভাগ করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ ১, পৌলের যত্ন; ২, শারীরিক দুর্ব্বলতার বাধাজনক হওন; ৩, জীবনের অসারতা; ৪, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ন্যায় পৌলের দয়া প্রকাশ করণ।

মথি ১১ ; ২৮। ১, যীশু কাহাকে পরামর্শ দেন ? ২, কি পরামর্শ দেন ? ৩, সেই পরামর্শ মানিলে তাহারা কি ফল পাইবে ?

মীখা ৬ ; ৮। ১, ন্যায় করণ ; ২, দয়া ভাল বাসন ; ৩, ঈশ্বরের সহিত নম্রতাচরণ।

উপদেশের প্রধান ভাগ অল্প হউক, অর্থাৎ কেবল দুই কিম্বা তিনটা প্রধান ভাগ হউক ; কখনো২ চারিটা হইতে পারে। অধিক হইলে তাহা স্মরণে রাখা দুষ্কর হইবে। এবং যদি কোন ক্রমে অধিক হয়, তবে মূলবচনানুক্রমিক নিয়মানুসারে বিভাগ করা ভাল। ইহার উদাহরণ ২ পিতর ১ ; ৫, ৬, ৭। এই পদ ধরিলে প্রত্যয় ও সাহস ও জ্ঞান ও পরিমিত ভোগ ও ধৈর্য্য ও ঈশ্বরসেবা ও ভ্রাতৃস্নেহ ও প্রেম, এই আট ভাগ করিতে হইবে।

যে কএকটি কথাদ্বারা প্রচারক উপদেশের নানা ভাগ শ্রোতাদিগকে জানায়, সেই কথা অতি অল্প এবং অতি স্পষ্ট হউক। যদি সেই কথা মূলবচনহইতে উদ্ধৃত হয়, তবে তাহা শ্রোতাদের পক্ষে অতি উত্তম হইবে।

চতুর্থ খণ্ড।

উপদেশের উপভাগ বিষয়ক পরামর্শ।

(১) আভাষেতে শ্রোতাদের মনোযোগ ও অনুগ্রহ জন্মাইবার চেষ্টা করা প্রচারকের কর্ত্তব্য। তাহাদের অনুগ্রহ পাইবার নিমিত্তে সে আপনার প্রশংসা করিবে না, এবং আপনার দুর্ব্বলতার কথাও কহিবে না, কিন্তু

উপদেশ তাহাদের পক্ষে ফলদায়ক হইবে এই রূপ কথা কহিতে পারে।

উপদেশের আরম্ভ হইলে শ্রোতৃগণ মনে২ ইহা জিজ্ঞাসা করিবে, এই বার কোন্ বিষয়ে উপদেশ হইবে? আর প্রচারকং এই প্রসঙ্গ মনোনীত করিয়াছেন, ইহার কারণ কি? এই২ জিজ্ঞাসার উত্তর আভাষেতে দিতে হয়।

আর উপদেশের সার ও অনুক্রম যেন শ্রোতার বোধগম্য হয়, এই নিমিত্তে প্রচারক অগ্রে আভাষদ্বারা তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ করিবে।

আভাষ বিস্তারিত না হউক, এবং অস্পষ্ট না হউক। আর যে কথাদ্বারা শ্রোতাদের অসন্তোষ জন্মিতে পারে, এমন কথা আভাষেতে কহা নিতান্ত অনুচিত।

(২) সমাপক বাক্য অর্থাৎ উপদেশের শেষবাক্যও বিস্তারিত না হউক। সেই বাক্য উপদেশরূপ বাণের অগ্রভাগস্বরূপ, অতএব তাহা যেন অতি তীক্ষ্ণ হইয়া অন্তঃকরণে প্রবেশ করে, এমন চেষ্টা করা প্রচারকের উচিত। যে কথাদ্বারা শ্রোতাদের মন আকর্ষিত কিম্বা আর্দ্র কিম্বা ভীত কিম্বা আনন্দিত হয়, এমন কথা কহিতে হয়। সমাপক বাক্য যদি শ্রোতার মনে স্থান না পায়, তবে উপদেশ নিরর্থক হইল ইহা জানিবা।

যে শেষভাগে ফলাফলের বিস্তারিত বর্ণনা করা যায়, তাহার চুম্বক কথা শেষে সংগ্রহ করা অতি উত্তম। আর খ্রীষ্টধর্ম্ম দয়ার প্রকাশ, এই নিমিত্তে সর্ব্বশেষে ভয়ানক কথা অপেক্ষা বরং সান্ত্বনাদায়ক কিম্বা প্রেমসূচক কোন কথা কহা ভাল।

আর বিশ্বাসী, এবং খ্রীষ্টের অন্বেষণকারী, এবং অবিশ্বাসী, এই যে তিন প্রকার লোক শ্রোতাদের মধ্যে পাওয়া যায়, তাহাদিগের মধ্যে প্রভেদ করা উচিত। বিশ্বাসি লোকের সান্ত্বনা করণ সময়ে অবিশ্বাসির সান্ত্বনা করা অনুচিত, এবং অবিশ্বাসিকে ভয় দেখাওন সময়ে বিশ্বাসিকে ভয় দেখাওন অনুচিত।

(৩) মূলবচনের অর্থ ব্যাখ্যা করণের উপযুক্ত সময় আভাষের মধ্যে কিম্বা আভাষের পরেই পাওয়া যায়। মূলবচন যদি আপনি স্পষ্ট হয়, তবে তাহার ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক। আর যদি সংক্ষেপে তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারা যায়, তবে আভাষের মধ্যে তাহা করা ভাল। কিন্তু যদি তাহার ব্যাখ্যা করণার্থে অনেক কথার প্রয়োজন হয়, তবে সেই ব্যাখ্যা উপদেশের প্রথম ভাগ হইবে।

মূলবচনের ব্যাখ্যা করণের সময়ে আপন পাণ্ডিত্য কিম্বা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা প্রকাশ করা প্রচারকের অনুচিত, কেননা দর্প করা তাহার কর্ম্ম নহে, কিন্তু সুসমাচার প্রচার করাই তাহার কর্ম্ম।

(৪) শ্রোতাদের মধ্যে যে২ ভ্রান্তি ও আপত্তি ও ত্রুটি চলিত আছে কিম্বা চলিত না হইয়াও পরে স্থান পাইতে পারে, তাহার কথা এক২ ভাগের আরম্ভস্থানে কহিতে হয়। ইহার উদাহরণ। যে ভাগে প্রমাণ সকল প্রকাশ করা যায়, তাহার আরম্ভস্থানে অর্থাৎ প্রমাণ সকলের অগ্রে মনুষ্যদের মধ্যে চলিত নানা সন্দেহের কিম্বা আপত্তির কথা কহা যাইতে পারে। কিন্তু কখনো২

ভ্রান্তি কিম্বা সন্দেহ কিম্বা আপত্তি খণ্ডাইবার নিমিত্তে উপদেশের বিশেষ ভাগ করিতে হয়। আর মূলবচনের অর্থ প্রকাশ করিলে ও উপযুক্ত প্রমাণ সকল দিলে পরে শ্রোতাদের মধ্যে কেহ কোন প্রকার ভ্রান্তি কি আপত্তি কি সন্দেহ করিবে না, যদি এমন বোধ হয়, তবে সেই ভ্রান্তি প্রভৃতির প্রসঙ্গ অনাবশ্যক। পরিহাস পূর্ব্বক কিম্বা রাগপূর্ব্বক কোন সন্দেহ খণ্ডন করা ধর্ম্মপ্রচারকের অনুচিত। আর যে ভ্রান্তি ও আপত্তি ও ত্রুটির কথা কহা নিতান্ত অনুচিত, তাহা দুই প্রকার আছে, প্রথম, যাহা খণ্ডন করণে প্রচারকের সামর্থ্য নহে; দ্বিতীয়, যাহার বিষয়ে এমন সম্ভব নাই যে তাহা শ্রোতাদের মধ্যে কখনো স্থান পাইবে।

(৫) প্রমাণাদির শ্রেণী ইষ্টকের ভিত্তির তুল্য হউক। কোন ভিত্তি গাঁথিলে যেমন দুই কোণে কিম্বা দুই শেষভাগে অতি দৃঢ় ইষ্টক দিতে হয়, কিন্তু মধ্যে অতি দৃঢ় ইষ্টকের কোন প্রয়োজন হয় না, তদ্রূপ প্রমাণশ্রেণীর প্রথম ও শেষ প্রমাণের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু শ্রেণীর মধ্যস্থানে যে২ প্রমাণ তাহার প্রতি এত মনোযোগ করিবার প্রয়োজন হয় না। যে অতি দৃঢ় প্রমাণদ্বারা তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোকের বিশ্বাস জন্মে তাহা অন্য সকলের অগ্রে রাখিবা; আর যে অতি দৃঢ় প্রমাণদ্বারা সামান্য শ্রোতার মন আকর্ষিত হয়, তাহা সকলের শেষে রাখিবা। আর কোন২ উপদেশে শাস্ত্রীয় এবং যুক্তিসিদ্ধ দুই প্রকার প্রমাণের দুই শ্রেণী আবশ্যক হয়; আর এই দুই শ্রেণীর মধ্যে কোন্‌টা প্রথম, কোন্‌টা বা দ্বিতীয়

হইবে, তাহার বিচার প্রচারক করিবে। আর অনেক অদৃঢ় প্রমাণ অপেক্ষা দুই তিনটা দৃঢ় প্রমাণ ভাল; এবং যে প্রমাণ শ্রোতাদের বোধগম্য নহে, তাহা দৃঢ় হইলেও কোন মতে গ্রাহ্য হইতে পারে না।

(৬) যে প্রচারক অগ্রে যত্নপূর্ব্বক মূলবচনের বিবেচনা করে, সে উপদেশের অনুক্রম নিশ্চয় করিলে পরে অনায়াসে উপদেশ রচনা করিতে পারিবে, যেহেতুক বিবেচনা করণ সময়ে যাহা ২ সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহার মধ্যে উপযুক্ত অর্থাৎ শ্রোতাদের বোধগম্য ও ফলদায়ক কথা সকল মনোনীত করা ও উপযুক্ত স্থানে যোগ করা তাহার অনায়াসে সাধ্য।

আর এক ২ উপভাগ যেন উত্তম সোপানস্বরূপ হয়, অর্থাৎ প্রথম কথাদ্বারা যেন দ্বিতীয় কথা শ্রোতাদের গ্রাহ্য ও বোধগম্য হয়, এবং দ্বিতীয় কথাদ্বারা যেন তৃতীয় কথা গ্রাহ্য ও বোধগম্য হয়, এমন চেষ্টা করা অতি আবশ্যক। যে কোন কথা শ্রোতাদের বোধগম্য হয় না, কিম্বা বোধগম্য হইয়াও তাহাদের ফলদায়ক হয় না, সেই কথা উপদেশের যোগ্য নহে, ইহা প্রচারক মনে স্থির করুক। এবং এক উপদেশের মধ্যে এক কথা পুনঃ পুনঃ কহা ভাল নহে, যেহেতুক তাহা করিলে শ্রোতারা বলিবে, ঐ প্রচারক আমাদিগকে অতি স্থূলবুদ্ধি লোক জ্ঞান করে, কিম্বা সে আপনি অজ্ঞান বা অলস, এই জন্যে এক কথা পুনঃ পুনঃ কহে।

শেষ খণ্ড।

ভাষা এবং প্রস্তাব বিষয়ক পরামর্শ।

উপদেশের সারকথা ও অনুক্রম ও ভাগ সকল প্রস্তুত হইলে প্রচারক ভাষার অর্থাৎ শব্দাবলীর প্রতি মনো-যোগ করিবে।

তাহার ভাষা যেন স্পষ্ট অর্থাৎ শ্রোতৃগণের বোধগম্য হয়, ইহাতে বিশেষরূপে যত্ন করা তাহার উচিত, যেহে-তুক তাহার বক্তৃত্ব যেন প্রকাশ পায়, তাহা উপদেশের অভিপ্রায় নহে, কিন্তু শ্রোতা সকল যেন ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করে, ইহাই উপদেশের অভিপ্রায়।

এবং তাহার ভাষা যেন অশুদ্ধ না হয়, ইহাতেও মনোযোগ করিবে। যে সকল শব্দ কেবল অতি নীচ লোকদের মধ্যে চলিত হওয়াতে তুচ্ছনীয় বোধ হয়, সেই সকল শব্দ ব্যবহার করিলে শ্রোতারা তাহাকে অজ্ঞান কিম্বা অলস জানিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করিবে। যদি কোন ক্রমে এমন ঘটে যে অতি নীচ শব্দ বিনা শুদ্ধ শব্দ শ্রোতাদের বোধগম্য হয় না, তবে অবশ্য সেই নীচ কথা ব্যবহার্য্য হইবে।

আর রহস্যের কিম্বা পরিহাসের কথা নিতান্ত অব্য-বহার্য্য, যেহেতুক প্রচারকের কর্ম্ম গুরুতর হওয়াতে গম্ভীরমনা লোকের যোগ্য কথা কহা তাহার উচিত।

উপযুক্ত ভাষা শিখিবার নিমিত্তে ধর্ম্মপুস্তক বার ২ পাঠ করা শ্রেষ্ঠ উপায়। এবং তদ্ভিন্ন যদি অন্য কোন সুরচিত পুস্তক সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হয়, তবে তাহাও পাঠ করা ভাল। তাহার উদাহরণ যাত্রিকের গতি।

এবং কিং শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে, এই বিষয়ে উপদেশ করণের সময়ে সন্দিগ্ধ হওয়া ভাল নহে। যেহেতুক তাহা হইলে শ্রোতারা বলিবে, এ ব্যক্তি আমাদিগকে কি জানাইতে চাহে তাহা আপনি জানে না, এমন বোধ হয়। এবং উপদেশ করণের সময়ে যদি প্রচারক বার২ একই কথা কহে, তবে তাহার সেই পুনরুক্তিতে শ্রোতারা অসন্তুষ্ট হইয়া বলিবে, এ ব্যক্তি বাচালের ন্যায় বকে, ইহার কথা শুনিলে আমাদের কি লাভ হইবে? অতএব যাহা বক্তব্য তাহা উপদেশের পূর্ব্বে নিশ্চয় করা প্রচারকের কর্ত্তব্য। তাহা বুঝিয়া কেহ২ দাতব্য উপদেশের সমস্ত বাক্যই কাগজে লিখে; কেহ বা কেবল অল্প কথা লিখিয়া মানসিক বিবেচনা কিম্বা ধ্যানদ্বারা প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত বাক্যই নিশ্চয় করে; কেহ বা অগ্রে অল্প বাক্যমাত্র স্থির করিয়া বোধ করে, উপদেশ দেওনের সময়ে যাহা২ বক্তব্য তাহা আমি তৎকালেই অনায়াসে বুঝিব। এই বিষয়ে নিম্নলিখিত পরামর্শ মনোযোগের যোগ্য।

যে ব্যক্তি কখনো সম্পূর্ণ উপদেশের সমস্ত বাক্য কাগজে লিখে নাই, সেই ব্যক্তির উপদেশেতে নানা ত্রুটি প্রকাশ পাইবে। ফলতঃ তাহার উপদেশের দীর্ঘতার কোন নিশ্চিত পরিমাণ হইবে না, এবং তাহার ভাষা শুদ্ধ হইবে না, এবং সে নিঃসন্দেহে কথা কহিতে পারিবে না, এবং অনেক পুনরুক্তি করিবে, এবং এক উপদেশে যাহা কহিয়াছিল, তাহাই পরে আর এক বার উপদেশ করিলে পুনরায় কহিবে। অতএব মধ্যে২

কোন২ উপদেশের সমস্ত বাক্যই সম্পূর্ণরূপে কাগজে লেখা অতি আবশ্যক। আর কাগজে লিখিত উপদেশ শ্রোতৃবর্গের সাক্ষাতে পাঠ করা, কিম্বা অগ্রে তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া পরে প্রচার করা ভাল নহে। যেহেতুক তাহা করিলে শ্রোতারা বলিবে, এই ব্যক্তি আপন মনের কথা কহে না, কেবল কাগজের কথা পাঠ করে, কিম্বা পরের শিক্ষিত কথা প্রচার করে। সেই কাগজ যদি আমাদিগকে দেওয়া যায়, তবে আমরা আপনারা পাঠ করিতে পারি; এবং উত্তম উপদেশের কথা মুখস্থ করিয়া প্রচার করা দুষ্ট লোকেরও অনায়াসে সাধ্য। যে কথা প্রচারকের মনের কথা তাহাই আমরা শুনিব, কাগজের কথা কিম্বা কণ্ঠস্থ করা কথা আমরা শুনিতে চাহি না।

এমন হইলে প্রচারক কি করিতে পারে? তাহার উত্তর এই। উপদেশের সমস্ত বাক্য লেখা ভাল, ইহা পূর্ব্বে দেখিলাম, এবং তাহা করিলে প্রচারকের অনেক উপকার দর্শিবে বটে, তথাপি সেই উপায় বিনা উপদেশ দেওনে সমর্থ হওনের চেষ্টা করা তাহার আবশ্যক। অতএব সে কখনো২ উপদেশের সমস্ত কথা লিখিয়া অগ্রে দুই তিন বার পাঠ করিবে, পরে উপদেশ দেওনের সময়ে যদি সমস্ত বাক্য স্মরণ করিতে না পারে, তবে তৎকালে আপন শক্ত্যনুসারে উপযুক্ত কথা কহিবে। এবং কখনো২ উপদেশের অনুক্রম অর্থাৎ প্রধান ভাগের স্মরণার্থে কতক বাক্য কাগজে লিখিয়া অগ্রে মনে বিবেচনা করিবে, পরে উপদেশ দেওনের সময়ে আপন শক্ত্যনুসারে উপযুক্ত কথা কহিবে। যে

প্রচারক অনেক বৎসর পর্য্যন্ত নিত্য উপদেশ দিয়া থাকে, সে শেষে অল্প কথা লিখিয়াও উত্তম উপদেশ দেওনে সমর্থ হইয়া উঠে। কিন্তু নূতন প্রচারক উপদেশের অনেক কথা না লিখিলে কখনো উত্তম প্রচারক হইবে না।

এই যে পরামর্শ দেওয়া গেল, তাহার দুই প্রতিবন্ধক আছে, প্রথম আলস্য, দ্বিতীয় অহঙ্কার। যে ব্যক্তি অলস সে বলিবে এত কথা লেখা অতিশয় শ্রমের কর্ম্ম, এবং যদ্যপি আমি সেই শ্রম স্বীকার করি, তথাপি উপদেশের লিখিত কথা মুখস্থ করিতে হয় না, এ কি? সেই কথা মুখস্থ করণপূর্ব্বক প্রচার করা কঠিন, কিন্তু কণ্ঠস্থ করণ বিনা কেবল দুই তিন বার পাঠ করণ পূর্ব্বক তাহা প্রচার করা আমার অতিশয় দুঃসাধ্য বোধ হয়। যাহারা এই রূপ আলস্য করে, তাহারা কখনো ভাল প্রচারক হইবে না। এবং আমার বুদ্ধি স্থূল নহে, এত শ্রম করা অন্য লোকের আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু আমি এত শ্রম না করিয়াও ভাল প্রচারক হইয়া উঠিব, এই রূপ অহঙ্কারের কথা যে কহে, সেও ভাল উপদেশ দেওনে কখনো সমর্থ হইবে না।

আর উপদেশ দেওনের সময়ে কি২ আবশ্যক, তাহাও সংক্ষেপে বলি।

(১) শ্রোতাদের প্রতি প্রেমেতে পরিপূর্ণ মনে উপদেশ দেওয়া প্রচারকের কর্ত্তব্য, যেহেতুক তাহা হইলে শ্রোতারা উপদেশে বিরক্ত হইবে না, কিন্তু মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা শুনিবে।

(২) আর প্রচারক উপদেশের সময়ে যাহা কহে,

তাহা তাহার নিজ মনের কথা হউক, কেননা সে যদি কেবল পরের শিক্ষিত কথা কিম্বা কল্পিত কথা কহে, কিম্বা হঠাৎ যাহা মনে পড়ে তাহা কহে, তবে শ্রোতা সকল অনায়াসে তাহা বুঝিয়া কহিবে, এ ব্যক্তি যে সরলরূপে আপনি বিচার করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা কিম্বা পরামর্শ দেয় তাহা নহে; এ অজ্ঞাত কোথাকার কথা সঞ্চয় করিয়া কেবল লোক দেখান উপদেশ দেয়। প্রচারকের মুখহইতে নির্গত যে কোন কথা পরের কথা বোধ হয়, তাহা শ্রোতাদের মনে কখনো লাগিবে না, এই নিমিত্তে পরের অতি উত্তম উপদেশ অপেক্ষা প্রচারকের নিজ মনের কথা গ্রাহ্য জানিবা। আর পরের কোন উপদেশ মুখস্থ করিলেও তাহা আমার নিজ মনের কথা হইয়া উঠে না, কেবল আমি আপনি শ্রমপূর্ব্বক অনুসন্ধান ও বিবেচনা করিয়া ভালরূপে বুঝিয়া যাহা সত্য জ্ঞান করি, তাহা আমার নিজ মনের কথা হইয়া উঠে। আর সেই প্রকার উত্তম কথা যদি দুষ্ট লোকের মুখহইতে নির্গত হয়, তবে শ্রোতা সকল বলিবে, এ কেবল তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ফল, কিন্তু তাহার অন্তঃকরণে অন্য ভাব আছে। প্রচারক আপনি যাহা অন্তঃকরণে মানে না, তাহা মানিতে আমাদিগকে পরামর্শ দেয়, কিন্তু এমন কপটি লোকের বাক্যে আমরা কেন মনোযোগ করিব? অতএব উপদেশের সহিত যেন প্রচারকের দিবসিক আচরণ মিলে, এমত চেষ্টা করা তাহার কর্ত্তব্য।

(৩) আর প্রচারক আপনি এই কথা অতি গুরুতর-

রূপে জ্ঞান করে, এবং আমার মনকে লওয়াইতে নিতান্ত চেষ্টা করিতেছে, ইহা যেন শ্রোতা বুঝিতে পারে, এমত যত্ন করা প্রচারকের কর্ত্তব্য। সে যদি আপনি উদ্যোগ না দেখায়, তবে শ্রোতার উদ্যোগ কিরূপে জন্মিতে পারে? অতি প্রিয় লোকের প্রাণরক্ষার্থে যেমন সকলে উদ্যোগ পূর্ব্বক কথা কহে, তদ্রূপ শ্রোতাদের পরিত্রাণার্থে তাহাদের নিকটে উদ্যোগপূর্ব্বক সুসমাচার প্রচার করা প্রচারকের উচিত।

(৪) আর এই কথা সত্য ও গুরুতর এবং আমার হিতজনক বটে, ইহা যেন শ্রোতাকে মনে২ স্বীকার করিতে হয়, এমন চেষ্টা করা প্রচারকের উচিত।

(৫) আর শ্রোতারা যেন ক্লান্ত না হয়, এই জন্যে অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত উপদেশ করিবে না, কেবল অর্দ্ধ ঘণ্টা কিম্বা পৌনে এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত উপদেশ দিবে।

(৬) আর আমি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দূত, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া কেবল সুসমাচার অনুযায়ি কথা প্রচার করণের চেষ্টা করা প্রচারকের অতি উচিত।

উপদেশ দেওয়া অতি গুরুতর কর্ম্ম, যেহেতুক তাহা ঈশ্বরের আজ্ঞাপিত, এবং তাহা নিষ্ফল থাকিলে শ্রোতার সর্ব্বনাশ ও নরকগমন হয়, কিন্তু সফল হইলে তাহার অনন্তকালীয় পরিত্রাণ হয়। অতএব উপদেশ প্রস্তুত করণে এবং উপদেশ দেওনে যেন পবিত্র আত্মা তাহার সহায় হন, এবং সেই উপদেশ যেন প্রথমে তাহার নিজের পক্ষে, পরে শ্রোতাদের পক্ষেও ফলবান হয়, এই নিমিত্তে প্রার্থনা করা প্রচারকের অতি আবশ্যক।

উপদেশের ও তাহার বিভাগাদি প্রকাশক পাণ্ডুলেখ্যের দৃষ্টান্ত ।

মূলবচন ।

যোহন ১৬; ৭। আমি যথার্থ কহিতেছি, আমার গমন তোমাদের হিতজনক, যেহেতুক না গেলে সহায় তোমাদের নিকটে আসিবেন না, কিন্তু যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব।

উপদেশের সারকথা ।

স্বর্গে গত প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা পবিত্র আত্মার প্রাপ্তি।

উপদেশের পাণ্ডুলেখ্য ।

আভাষ।

প্রথম ভাগ। পবিত্র আত্মা কে, ইহার নির্ণয়।

দ্বিতীয় ভাগ। আমাদের সহিত পবিত্র আত্মার যে সম্পর্ক আছে, তাহার নির্ণয়।

তিনি আমাদের সাহায্য করেন।

১। ঈশ্বরের প্রতি মন ফিরাওনের কর্ম্মে।

২। ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন কর্ম্মে।

৩। ঈশ্বরেতে বিশ্বাস ও আনন্দ করণ কর্ম্মে।

৪। পরের পরমহিতের চেষ্টা করণ কর্ম্মে।

তৃতীয় ভাগ। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সহিত পবিত্র আত্মার যে সম্পর্ক আছে তাহার নির্ণয়।

১। কেবল খ্রীষ্টের অনুরোধে পবিত্র আত্মা আমাদের সাহায্য করেন। খ্রীষ্ট যদি না মরিতেন, তবে পবিত্র আত্মা আমাদের সাহায্য করিতেন না।

২। পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া তাঁহারই মহিমা প্রকাশ করেন। এবং ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত কথা বিনা কোন নূতন কথা কাহাকেও জানান না।

সমাপক বাক্য।

উপদেশ।

আভাষ।

যে রাত্রিতে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্তে মৃত্যু-ভোগ করণার্থে আপনাকে শত্রুগণের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত ছিলেন, সেই রাত্রিতে তিনি অগ্রে আপন শিষ্য-দিগকে সান্ত্বনা দিতে আবশ্যক বুঝিয়া তাঁহাদের সহিত অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা কহিয়া তাঁহাদের মনকে সুস্থির করিতে চেষ্টা করিলেন। তৎকালে তাঁহারা অতিশয় শোকার্ত্ত ছিলেন, যেহেতুক যিনি আমাদের অতি প্রিয় গুরু, তিনি আমাদের হইতে নীত হইবেন, এবং তাঁহাকে অত্যন্ত ক্লেশ ও অপমান ভোগ করিতে ও হত হইতে হইবে, তাহাতে আমাদের অসীম মনো-দুঃখ ও শত্রুজন্য ভয় হইবে; এবং যদ্যপি তিনি শে-ষেতে সকল দুঃখ উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্গেতে যাইবেন, তথাপি এমন অপূর্ব্ব বন্ধুর বিচ্ছেদে আমাদের মন তখনও শো-কান্বিত থাকিবে; কারণ তাঁহার তুল্য বন্ধু আর কো-থায় পাইব? আমরা দুর্ব্বল, তিনি আমাদের নিকটে না থাকিলে কে আমাদিগকে ধর্ম্মপথ দেখাইবে, ও পাপ-হইতে রক্ষা করিবে, ও পরীক্ষার সময়ে শয়তানের ছলহইতে উদ্ধার করিবে? এই প্রকার চিন্তা তাঁহাদের মনেতে উপস্থিত হইতে লাগিল। অতএব সেই সকল চিন্তা নিবারণার্থে তিনি তাহাদিগকে নানা সান্ত্বনার কথা কহিলেন, তাহার মধ্যে এই একটি কথা আছে, "আমি যথার্থ কহিতেছি, আমার গমন তোমাদের হিতজনক,

যেহেতুক না গেলে সহায় তোমাদের নিকটে আসিবেন না ; কিন্তু যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব।"

এই বচনদ্বারা আমাদেরও সান্ত্বনা জন্মিতে পারে। প্রভুর প্রেরিতেরা ধন্য ছিলেন, যেহেতুক তাঁহারা প্রভুকে সাক্ষাতে দেখিতেন, কিন্তু আঠারো শত বৎসরান্তে জন্ম পাইয়াছি যে আমরা, আমাদের এমত পরমভাগ্য নহে, এই প্রকার কথা কহিতে আমরা কি কখনো২ প্রবৃত্ত হই না? কিন্তু দেখ, প্রভু আপন শিষ্যদিগকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা আমাদের প্রতিও বর্ত্তে। প্রভু এই জগৎকে ত্যাগ করিয়া আমাদের দৃষ্টির অগোচর হইয়াছেন, ইহাতে আমাদের কিছু ক্ষতি হয় না, বরং লাভ জন্মে, যেহেতুক তাঁহার স্বর্গে গমন আমাদেরও হিতজনক হইয়া উঠিয়াছে। তাহার অনেক প্রমাণ আছে। একটি এই যে তিনি স্বর্গেতে সর্ব্বদা আমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিতেছেন। অন্য প্রমাণ এই যে তাঁহার স্বর্গে গমনের ফলে এক জন সহায় আমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া পরিত্রাণের চেষ্টাতে নিরন্তর আমাদের সাহায্য করেন। সেই সহায় কে? না, পবিত্র আত্মা। অতএব আইস পবিত্র আত্মার যে গুণ, এবং আমাদের ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সহিত তাঁহার যে সম্পর্ক, এই২ বিষয়ে বিবেচনা করি।

প্রথম ভাগ।

১। পবিত্র আত্মা যিনি, তিনি ঈশ্বর। ঈশ্বর একই বটেন, তথাচ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা এই তিন

কর্ম্মকর্ত্তা আছেন, এই নিগূঢ় বাক্য আমরা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি না ; কিন্তু যে ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরদত্ত তাহাতে এই কথা লিখিত আছে, অতএব এই কথা সত্য বটে। আর পিতা যেমন ঈশ্বর আছেন, ও পুত্র যেমন ঈশ্বর আছেন, পবিত্র আত্মাও তদ্রূপ ঈশ্বর আছেন। বিশ্বাসি লোকেরা পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামেতে বাপ্তাইজিত হয়, এবং তাহারা পিতা ঈশ্বরের পূর্ব্ব-লক্ষ্যানুসারে পবিত্রতাজনক আত্মার গুণে যীশু খ্রীষ্টের আজ্ঞাবহ ও তাঁহার রক্তে প্রোক্ষিত হওনার্থে মনোনীত হয়, এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও পিতার প্রেম ও পবিত্র আত্মার সহায়তা তাহাদের প্রতি বর্ত্তে। আর পবিত্র আত্মা সর্ব্বস্থানে উপস্থিত আছেন, তাহার প্রমাণ এই, স্বর্গেতে কিম্বা পৃথিবীর নানা দেশে হউক, যত পবিত্র লোক আছে, সেই সকল পবিত্র লোকের মন পবিত্র আত্মার মন্দিরস্বরূপ। তদ্ভিন্ন পবিত্র আত্মা সর্ব্বজ্ঞ, যে-হেতুক "তিনি ঈশ্বরের মর্ম্মকথাদি সর্ব্ববিষয়ে অনুসন্ধান "করিয়া থাকেন।" আর ধর্ম্মপুস্তকে যত ভবিষ্যদ্বাক্য লিখিত আছে, সেই সকলই সর্ব্বজ্ঞ পবিত্র আত্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই রূপ নানা প্রমাণদ্বারা আমরা জানিতে পারি পবিত্র আত্মা ঈশ্বর বটেন। এবং ইহার আরও প্রমাণ এই যে পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে পাপ যে-মন ভয়ানক, তদ্রূপ ভয়ানক আর কোন পাপ নাই। অননিয় ও সফীরা এই দুই জন ঈশ্বরের অর্থাৎ পবিত্র আত্মার নিকটে মিথ্যাকথা কহিলে একেবারে মরিল, কেবল তাহা নহে, ইহাও লিখিত আছে, যথা, "মনু-

"যাদের সকল প্রকার পাপ ও নিন্দার ক্ষমা হইতে পারে,
"কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে নিন্দার ক্ষমা হইতে
"পারে না। আর যে কেহ মনুষ্যপুত্রের বিরুদ্ধে কথা
"কহে, সে দোষের ক্ষমা পাইতে পারে, কিন্তু যে কেহ
"পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কথা কহে, ইহলোকে কি পর-
"লোকে তাহার সেই দোষের ক্ষমা হইতে পারে না।"
এই ভয়ানক কথাদ্বারা আমরা বুঝিতেছি, যে পাপ পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে হয়, সেই পাপের পরে আর ভারি পাপ নাই। অতএব পবিত্র আত্মা ঈশ্বর বটেন, ইহার কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

এবং পবিত্র আত্মা কোন ঈশ্বরীয় গুণ কি শক্তি-মাত্র নহেন, কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তা আছেন, ইহার অনেক প্রমাণ ধর্ম্মপুস্তকে আছে, তাহার মধ্যে কেবল এই একটি জানাইব। করিন্থীয়দের প্রতি প্রথম পত্রের ১২ অধ্যায়ের ১১ পদে লিখিত আছে, যথা "এক অদ্বিতীয় আত্মা স্বে-
"চ্ছানুসারে প্রতি জনকে অংশক্রমে শক্তি প্রদান করি-
"য়া এই সকল কর্ম্ম আপনি সাধিতেছেন।"

দ্বিতীয় ভাগ।

২। এইক্ষণে বিশ্বাসি লোকদের সহিত পবিত্র আত্মার সম্পর্ক কি তাহা বিবেচনা করি। তিনি আমাদের সহায় আছেন, অর্থাৎ আমাদের সাহায্য করেন।

তিনি আমাদের অপেক্ষা মহান, যেহেতুক তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। তাঁহার মহিমার ও শক্তির ও জ্ঞানের সীমা নাই। তিনি আমাদের মনের অবস্থা জানেন, এবং আমাদের কি২ আবশ্যক আছে তাহাও জানেন,

এবং আমাদের উপকার করিলে সম্পূর্ণরূপে করিতে পারেন।

যিনি এমত মহান তিনি আমাদের বন্ধু হইয়া আমাদের পারমার্থিক মঙ্গলের চেষ্টা করেন, এ আমাদের কেমন সৌভাগ্য। তিনি আমাদের নিকটবর্ত্তী, কেবল তাহা নহে, আমাদের মনেতে অধিষ্ঠানও করেন, তাহাতে অযোগ্য ও দুর্ব্বল ও পাপিষ্ঠ যে আমরা আমাদের মন ও শরীর তাঁহার মন্দিরস্বরূপ হয়। সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বদা নিকটবর্ত্তি যে বন্ধু এমন বন্ধু ব্যতিরেকে আর কাহার উপকার ও বন্ধুতা বহুমূল্য হইতে পারে?

তিনি আমাদের যে উপকার করেন, তাহা বিশেষ প্রকার। তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন এবং প্রতিপালনকর্ত্তা নহেন, এবং শারীরিক ও সাংসারিক বিষয়ে আমাদের উপকারও করেন না। আর তিনি আমাদের ত্রাণকর্ত্তাও নহেন এবং মহাযাজকও নহেন। তিনি আমাদের নিমিত্তে প্রাণ দেন নাই এবং প্রায়শ্চিত্তও করেন নাই, এবং তিনি যে এখন স্বর্গেতে আমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিতেছেন, তাহাও নহে। তবে তিনি আমাদের যে উপকার করেন সে কি প্রকার? না, তিনি আমাদের মনের উপকার করেন, আমাদের মনকে ধর্ম্মজ্ঞান প্রদান করেন, আমাদের মনেতে সুপ্রবৃত্তি জন্মান, আমাদের মনকে পারমার্থিক বলেতে বলবান করেন, এবং আমাদের মনকে পারমার্থিক আনন্দেতে প্রফুল্ল করেন। যেমন আলো কেবল চক্ষুদ্বারা গ্রাহ্য

হইতে পারে, তদ্রূপ পবিত্র আত্মার ফল কেবল মনদ্বারা লব্ধ হয়।

যে২ কর্ম্মে পবিত্র আত্মা আমাদের সাহায্য করেন, তাহার মধ্যে চারি কর্ম্মের কথা সংক্ষেপে কহিব।

(১) ঈশ্বরের প্রতি মন ফিরাওন কর্ম্মে পবিত্র আত্মা আমাদের সাহায্য করেন। মনুষ্যমাত্র স্বভাবতঃ পাপকে ভাল বাসে এবং ঈশ্বরকে মন্দ বাসে। কিন্তু পবিত্র আত্মা যখন কোন পাপি লোকের মনে পাপ বিষয়ে প্রবোধ জন্মান, তখন সেই ব্যক্তি বুঝে, আমি পাপী, এবং ঈশ্বরের যত আজ্ঞা সেই সকলকে লঙ্ঘন করিয়াছি। আমার স্বভাব ও আচরণ অতি ঘৃণার্হ, আমি অবশ্য ঈশ্বরের ক্রোধের পাত্র, এবং তিনি যদি আমার ক্রিয়ানুসারে আমাকে প্রতিফল দেন, তবে আমাকে নরকে যাইতে হইবে। আর যে ব্যক্তি পবিত্র আত্মার শিক্ষাদ্বারা এই রূপে পাপের বিষয়ে চেতনা পায়, সেই ব্যক্তি অতি নম্রতাপূর্ব্বক পাপ ক্ষমার চেষ্টা করিবে, এবং সুসমাচারের কথাতে মনোযোগ করিয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিবে, অর্থাৎ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পাপি লোকদের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে আপনি বলিরূপে হত হইয়াছেন, অতএব পাপী যে আমি আমার পরিত্রাণ করিতে তিনি প্রস্তুত আছেন এবং পারকও আছেন, ইহা মনে২ কহিয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শরণ লইবে, এবং আপন সকল পাপ স্বীকার করণ পূর্ব্বক আপনার ভার প্রভু যীশুতে অর্পণ করিয়া তাঁহার আশ্রয় লইবে। পরে পবিত্র আত্মাকর্ত্তৃক শিক্ষিত সেই মনুষ্য

পাপকে ঘৃণা করিয়া শয়তানের সেবা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরকে প্রেম করিতে ও তাঁহার আজ্ঞা সকল ভাল বাসিতে আরম্ভ করে। এই রূপে পবিত্র আত্মার সাহায্যেতে মনুষ্যের পুনর্জন্ম অর্থাৎ স্বভাবান্তর হয়।

(২) ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন কর্ম্মে পবিত্র আত্মা আমাদের সাহায্য করেন। যে মনুষ্য পুনর্জাত হইয়াছে, সে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করণে একেবারে বড় নিপুণ হয় না। মনুষ্য যে কর্ম্ম ব্যবহারদ্বারা শিখে নাই, সেই কর্ম্ম হঠাৎ করিতে চাহিলেও করিতে পারে না। যেমন আট কি দশ মাসের শিশু যদ্যপি হঠাৎ চলিতে ইচ্ছা করে, তথাপি পারে না, তদ্রূপ পুনর্জাত মনুষ্য ঈশ্বরের আজ্ঞাপথে গমন করিতে চাহিলেও একেবারে পারে না, কেবল ক্রমে ২ ব্যবহারদ্বারা শিখিলে তাহা করিতে পারে। আর সে একেবারে সকল পাপ ত্যাগ করিতে পারে না, বরং জন্মকালাবধি পাপের প্রতি তাহার যে অনুরাগ ছিল, তাহা অনেক কাল পর্য্যন্ত থাকে, তৎপ্রযুক্ত সে ইচ্ছা না করিলেও বার ২ পাপকর্ম্ম করে। কিন্তু পবিত্র আত্মার সাহায্যেতে মনুষ্য ক্রমে ২ পাপহইতে স্বতন্ত্র হয়। পবিত্র আত্মা তাহাকে ঈশ্বরের আজ্ঞা বুঝাইয়া দেন, এবং সেই আজ্ঞা পালন করিতে তাহার প্রবৃত্তি জন্মান, এবং পাপ করিলে তাহাকে ভয় দেখান, ও ভাল কর্ম্ম করিলে তাহাকে আনন্দিত করেন, এবং তাহাকে সাবধান হইতে শিক্ষা দেন, এবং উপযুক্ত সাহস ও শক্তি প্রদান করেন। তাহাতে যাহার স্বভাব

পূর্ব্বে কেবল মন্দ ছিল, এমত লোক উত্তরোত্তর ধার্ম্মিক ও পবিত্র হইয়া উঠে।

(৩) ঈশ্বরেতে বিশ্বাস ও আনন্দ করণ কর্ম্মে পবিত্র আত্মা আমাদের সাহায্য করেন। মনুষ্য নিজে অবিশ্বাসী হইয়া ঈশ্বরকে কঠিন জ্ঞান করে, এবং পাপ ও মৃত্যু ও বিচারদিন ও নরক মনে পড়িলে, কিম্বা ঝড় ও বানাদি ঘটিলে তাঁহাহইতে ভীত হয়। আর পাপি লোকদের পক্ষে ঈশ্বর ভয়ানক আছেন ইহা সত্য বটে, এবং ইহার অতি স্পষ্ট প্রমাণ আমাদের ত্রাণকর্ত্তার ক্লেশ ও মৃত্যুভোগ। যে ঈশ্বর আমাদের পাপ প্রযুক্ত আপন অদ্বিতীয় পুত্রের প্রতি এমন ভারি দণ্ড ঘটাইলেন, সেই ঈশ্বরহইতে পাপিকে অবশ্য ভয় করিতে হয়, ইহা প্রত্যেক পুনর্জ্জাত মানুষ উত্তমরূপে জানে। কিন্তু পবিত্র আত্মা তাহাকে সেই ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করাইয়া আনন্দিত হইতে শিক্ষা দেন, তাহাতে ঈশ্বর আমার প্রতি আর ক্রোধ করেন না, তিনি ত্রাণকর্ত্তার গুণে আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া পিতার ন্যায় আমার প্রতি স্নেহ করিতেছেন; এবং আমাকে আর শত্রু জ্ঞান না করিয়া পুত্র কিম্বা কন্যার ন্যায় জ্ঞান করাতে আমার মঙ্গলের চেষ্টা করিতেছেন; ইহকালে আমার প্রতি যে কিছু ঘটে, সেই সকলদ্বারা আমার পরম মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে; আমার প্রতি যে দুঃখ ও ক্লেশ ঘটে, তাহা কোন তিক্ত ঔষধের তুল্য বটে, কিন্তু সেই ঔষধদ্বারা আমার স্বাস্থ্য হইতেছে; আমার মৃত্যু হইলে আমি স্বর্গে যাইব, তথায় সর্ব্বতোভাবে পবিত্র হইয়া নিত্য

হর্ষে প্রফুল্ল হইব, ইত্যাদি বিবেচনা করিতে২ বিশ্বাসি লোকের মন সুস্থির হয় এবং শান্তিতে ও আনন্দেতে প্রফুল্ল হইয়া উঠে। তদ্ভিন্ন পবিত্র আত্মার নিকটে শিক্ষা পাইয়া সে ধর্ম্মপুস্তকে যত প্রতিজ্ঞার কথা লিখিত আছে, সেই সকল বুঝিতে পায়, এবং নিত্য নিকটবর্ত্তি পিতার কাছে আপন মনের কথা সকল ভাঙ্গিয়া বলিতে শিখে, এবং যীশু যেমন প্রথমাবধি আমার প্রতি দয়া করিয়া আসিতেছেন, তেমনি সদাকাল পর্য্যন্ত দয়া করিবেন, ইহারও দৃঢ় প্রমাণ পায়। তাহাতে মন প্রফুল্ল হইলে ঈশ্বর ও মনুষ্য উভয়ের প্রতি প্রেম প্রকাশ করা এবং মৃদুশীল ও শান্ত হওয়া আরও সহজ হয়।

(৪) পরের পরমহিতের চেষ্টা করণ কর্ম্মে পবিত্র আত্মা আমাদের সাহায্য করেন। মনুষ্য স্বয়ং পরের পরিত্রাণার্থে কিছু চেষ্টা করে না, কিন্তু প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যদি মনুষ্যজাতির পরিত্রাণার্থে স্বর্গকে ত্যাগ করিয়া পাপেতে পরিপূর্ণ এই পৃথিবীতে বাস করিতে এবং আপন প্রাণ পর্য্যন্ত সকলই দিতে স্বীকার করিয়াছেন, তবে পরের পরিত্রাণার্থে চেষ্টা ও শ্রম ও অর্থব্যয় করা অবশ্য আমারও কর্ত্তব্য, এমন বিবেচনা পবিত্র আত্মা বিশ্বাসি লোকের মনেতে জন্মান। আর তিনি ঐ প্রকার কর্ম্মেতে তাহাকে যত্নবান করিয়া উপযুক্ত জ্ঞান ও শক্তি প্রদান করেন। তাহাতে সকলে উপদেশক হইয়া উঠে এমন নহে, কিন্তু কেহ কথোপকথনদ্বারা, কেহ বা রোগি লোকের তত্ত্বাবধারণদ্বারা, কেহ বা সান্ত্বনা করণদ্বারা, কেহ বা অন্যের সহিত প্রার্থনা করণদ্বারা, কেহ

বা সুপরামর্শাদিদ্বারা, এই ২ প্রকার কোন উপায়দ্বারা সকলে পরের পরমহিত করণে নিপুণ হয়। আর এই রূপ কোন ২ মতে তাবৎ বিশ্বাসি লোক ঈশ্বরের সহকারী হইতে পারে, এমন কথা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে। তাহাতে যাহার যে প্রকার নিপুণতা হউক, তাহার সেই নিপুণতাকে পবিত্র আত্মার দত্ত বলিতে হয়। এবং ঐ নানা প্রকারে পরের হিতার্থে চেষ্টা করিলে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহাও পবিত্র আত্মাহইতে জন্মে, যেহেতুক বৃষ্টি না হইলে যেমন কৃষাণের শ্রম নিষ্ফল হয়, তদ্রূপ পবিত্র আত্মার সাহায্য বিনা ঐ সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইবে, কিন্তু তিনি সাহায্য করিলে অতি ক্ষুদ্র বীজহইতে অতি উত্তম ফল উৎপন্ন হয়।

উক্ত চারি কর্ম্ম বিনা অন্য২ নানা বিষয়ে পবিত্র আত্মা আমাদের সাহায্য করেন। বিশেষতঃ ধর্ম্ম প্রযুক্ত তাড়না উপস্থিত হইলে তিনি শত্রুদিগকে উত্তর দেওনার্থে আমাদিগকে জ্ঞান প্রদান করেন, এবং দুঃখের ও শোকের সময়ে আমাদিগকে সান্ত্বনা দেন, এবং প্রার্থনা করণ কর্ম্মেতে আমাদের সাহায্য করেন, যেমন লিখিত আছে, যথা, "আত্মাও আমাদের দুর্ব্বলতার "প্রতিকার করেন, ফলতঃ কিসের জন্যে প্রার্থনা করিতে "হয়, তাহা আমরা উপযুক্ত রূপে জানি না, কিন্তু আত্মা "আপনি অস্পষ্ট আর্ত্তস্বরদ্বারা আমাদের নিমিত্তে সা- "ধনা করেন।"

তৃতীয় ভাগ।

৩। এই ক্ষণে আমরা তৃতীয় ভাগেতে, প্রভু যীশু খ্রী-

ষ্টের সহিত পবিত্র আত্মার যে সম্পর্ক আছে, তদ্বিষয়ে কএকটি কথা কহিব, অর্থাৎ যে২ কথাদ্বারা আমাদের পারমার্থিক লাভ হয়, এমন কথা কহিব, নতুবা নিগূঢ় বিষয়ের অনর্থক চর্চ্চা করা আমাদের অনুচিত।

পবিত্র আত্মা কেবল খ্রীষ্টের অনুরোধে মনুষ্যদের অন্তরে অধিষ্ঠান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, এই প্রথম কথা। জলপ্লাবনের পূর্ব্বে বোধ হয় পবিত্র আত্মা মনুষ্যজাতির প্রতি অধিক দয়া করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালের মনুষ্য সকল দুষ্ট হইয়া তাঁহার অসন্তোষ জন্মাইলে তিনি পৃথিবীকে ত্যাগ করিলেন, যেমন লিপি আছে, "পরমেশ্বর কহিলেন, আমার আত্মা মনুষ্যের "সহবাসে সর্ব্বদা থাকিবেন না।" তৎকালাবধি তিনি দেবপূজক লোকদিগকে ছাড়িয়া দিয়া কেবল ইব্রাহীমের বংশজাত ইস্রায়েলীয় লোকদের মধ্যে কোন২ ব্যক্তিকে পরিত্রাণের পথ দেখাইলেন, এবং ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে আশ্চর্য্য জ্ঞান প্রদান করিয়া তাহাদের মনে বাস করিলেন, নতুবা পুরাতন নিয়মের সময়ে তিনি মনুষ্যজাতিকে প্রায় ত্যাগ করিলেন, এই জন্যে পুরাতন নিয়ম সম্বন্ধীয় ধর্ম্মগ্রন্থ সকলেতে পবিত্র আত্মার বিষয়ে অনেক কথা লিখিত হয় নাই। এবং তিনি যে তৎকালে মনুষ্যজাতিকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন নাই, তাহাও ত্রাণকর্ত্তার অনুরোধে হইয়াছিল, কারণ তৎকালে ভাবি ত্রাণকর্ত্তা বিষয়ক জ্ঞান রক্ষা করিতে ও তাঁহার গুণে কতক লোককে পরিত্রাণের পাত্র করিতে তাঁহার অভিপ্রায় ছিল।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুদ্বারা যাবৎ মনুষ্যজাতির পাপের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত না হইল, তাবৎ পবিত্র আত্মা মনুষ্যজাতিতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। এবং যে পর্য্যন্ত প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া স্বর্গে গমন না করিলেন, তাবৎ পবিত্র আত্মা দত্ত হইলেন না। পরে ত্রাণকর্ত্তা স্বর্গে গেলে পবিত্র আত্মা তাঁহার অনুরোধে মনুষ্যজাতির প্রতি অনুগ্রহ করিতে সম্মত হইলেন, এবং উপযুক্ত দিনে প্রেরিত প্রভৃতি তৎকালীয় বিশ্বাসি লোকদের মনেতে বাস করিতে লাগিলেন। তাহাতে যীশু যে সত্য ত্রাণকর্ত্তা বটেন, ইহা প্রত্যক্ষ হইল। এবং "ঈশ্বর কহিতেছেন, শেষযুগের সময়ে আমি সমু-
"দয় প্রাণির উপরে আপন আত্মার বর্ষণ করিব, তা-
"হাতে তোমাদের পুত্র কন্যাগণ ভবিষ্যদ্বাক্য বলিতে
"পারিবে, এবং তোমাদের যুবকেরা প্রত্যাদেশ পাই-
"বে, ও প্রাচীনেরা স্বপ্ন দর্শন করিবে; তৎকালে আমি
"আপনার দাস দাসীগণেতেও আপন আত্মার বর্ষণ
"করিব, তাহাতে তাহারা ভবিষ্যদ্বাক্য কহিবে," এই যে প্রতিজ্ঞা ঈশ্বর অতিপূর্ব্বকালে করিয়াছিলেন, তাহা তৎকালাবধি সিদ্ধ হইতেছে। যদ্যপি পবিত্র আত্মা এখন ভাবি ঘটনার কথা আর কাহাকেও না জানান, তথাপি তিনি এখনও স্ত্রী ও পুরুষ ও যুব ও বৃদ্ধ ও দাস ও দাসী প্রভৃতি সকল জাতীয় সকল প্রকার লোককে জ্ঞান প্রদান করিয়া পারমার্থিক কথা কহিতে এবং উত্তম প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দেন, তাহাতে তাহারা যে ঈশ্বরের শিক্ষিত লোক ইহা প্রকাশ পায়।

আর পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টের স্থানে গুরুত্বপদ পাইয়া আপনাকে কেবল খ্রীষ্টের প্রতিনিধি অর্থাৎ বদলিরূপে দেখান। "তিনি আমার মহিমা প্রকাশ করাইবেন," এই যে কথা প্রভু কহিয়াছিলেন, তদনুসারে পবিত্র আত্মা যে কোন লোকের মনে বসতি করেন, সেই লোককে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অতুল্য দয়া ও মহিমা বুঝাইয়া দেন: তাহাতে সেই ব্যক্তি প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে অতি বহুমূল্য এবং সকলের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে, বিশেষতঃ কেবল প্রভুর ক্রুশীয় মৃত্যুদ্বারা আমি পাপক্ষমা ও পরিত্রাণ পাইলাম, এই যে সারকথা তাহাই সর্ব্বদা মনে রাখে।

আর পবিত্র আত্মা যিনি, তাঁহাকে খ্রীষ্টের আত্মাও বলা যায়, এবং তিনি যাহার মনেতে বাস করেন, তাহার স্বভাবকে খ্রীষ্টের স্বভাবের তুল্য করেন, তাহাতে সে ক্রমে২ খ্রীষ্টের ন্যায় ধার্ম্মিক ও প্রেমশীল, ও নম্র ও মৃদুশীল হইয়া উঠে, এবং সেই ব্যক্তি যে খ্রীষ্টের পশ্চাদগামী ইহা সকল লোক দেখিতে পায়।

এবং পবিত্র আত্মা মনুষ্যকে কোন নূতন কথা না শিখাইয়া যে২ কথা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, কেবল সেই কথা বুঝাইয়া দেন। "তিনি আমার বিষয়ের "কথা লইয়া তোমাদিগকে বুঝাইবেন, এবং আমার "উক্ত সমস্ত কথা তোমাদিগকে স্মরণ করাইবেন," প্রভুর এই প্রতিজ্ঞানুসারে পবিত্র আত্মা পূর্ব্বে প্রেরিতদিগকে প্রভুর উক্ত কথা বুঝাইয়াছিলেন, এবং সেই কথা সকল তাহাদের স্মরণে উপস্থিত করিয়া ধর্ম্মপুস্তকে

লিখিয়া দিতে তাহাদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন, এবং এখনও ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত কথা সকল যাহাতে আমাদের বোধগম্য হয় ও আমাদের স্মরণে থাকে ও উপযুক্ত সময়ে মনে পড়ে. এমন চেষ্টা সর্ব্বদা করিতেছেন। বিশেষতঃ তিনি ধর্ম্মপুস্তকের বিপরীত কোন প্রকার কথা কখনো কাহাকে শিখান না, যেহেতুক তিনি চঞ্চল নহেন, এই জন্যে তাঁহার নিজের আদেশানুসারে লিখিত ধর্ম্মপুস্তকের বিপক্ষ হইতে পারেন না।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আপনি যদি অদ্য পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতে বাস করিয়া থাকিতে স্বীকৃত হইতেন, তবে তাঁহারও ক্লেশ হইত এবং আমাদেরও এত লাভ হইত না, কারণ তিনি এখন পর্য্যন্ত মনুষ্যের বেশ ধারণ করিলে মনুষ্যদেহপ্রযুক্ত এক সময়ে কেবল এক স্থানের লোকদিগের নিকটে বিদ্যমান হইতে পারিতেন, তাহাতে এক দেশে থাকিলে কেবল সেই দেশনিবাসিরা তাঁহার শিক্ষা পাইতে পারিত, এবং নানাদেশ ভ্রমণ করিলে বিশ্বাসি লোকেরা বার ২ তাঁহার বিচ্ছেদে দুঃখিত ও অস্থির হইত। কিন্তু খ্রীষ্টের প্রতিনিধি যে পবিত্র আত্মা তাঁহার পরিবর্ত্তে আমাদের সাহায্য করেন, তিনি মনুষ্য হন নাই, ঈশ্বরই আছেন, এই জন্যে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র উপস্থিত হইয়া এক সময়ে নানাদেশীয় লোকদের মনেতে অধিষ্ঠান করিতে পারেন; অতএব প্রভু যীশু স্বর্গে গমন পূর্ব্বক পবিত্র আত্মাকে আমাদের সহায় হওনার্থে পাঠাইয়া দিয়াছেন, ইহা আমাদের হিতজনক বটে।

সমাপক বাক্য।

এই ক্ষণে আইস আমরা সকলে আপন২ মনের পরীক্ষা করিয়া এই জিজ্ঞাসা করি, আমি পবিত্র আত্মাকে পাইয়াছি কি না? পাইলে তাঁহার গুণের ফল অবশ্য দেখা যায়, তবে সেই ফল আমার মনেতে ধরিয়াছে কি না? হে প্রিয় বন্ধুরা, এ অতি ভারি জিজ্ঞাসা, যেহেতুক পবিত্র আত্মা যাহার না হন, সে খ্রীষ্টের কেহ নহে। পবিত্র আত্মার দান ঈশ্বরের মুদ্রাস্বরূপ; যে কেহ সেই মুদ্রাতে মুদ্রাঙ্কিত না হয়, তাহাকে ঈশ্বর আপনার লোক জ্ঞান করেন না। এই নিমিত্তে নিবেদন করি, তোমরা এ বিষয়ে আপনাদের পরীক্ষা কর।

যদি তোমরা অদ্য পর্য্যন্ত পবিত্র আত্মাকে প্রাপ্ত হও নাই, তবে অবিলম্বে প্রার্থনাদ্বারা ঈশ্বরের নিকটে সেই উত্তম দান যাচ্ঞা কর। লিপি আছে, "তোমরা মন্দ "হইয়াও যদি আপন২ বালকদিগকে উত্তম দ্রব্য দিতে "জান, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা আপন যাচক- "দিগকে কি পবিত্র আত্মা দিবেন না?

আর যদি তোমরা পবিত্র আত্মাকে পাইয়াছ, তবে এই শাস্ত্রীয় বচনেতে মনোনিবেশ করিও, যথা, "ঈশ্ব- "রের যে পবিত্র আত্মাদ্বারা তোমরা মুক্তির দিন পর্য্যন্ত "চিহ্নিত হইয়াছ, তাঁহার অসন্তোষ জন্মাইও না।"

ধর্ম্মোপদেশের পাণ্ডুলেখ্য।

(১) যাকূবের স্বপ্নদর্শন।

আদিপুস্তক ২৮; ১৬; ১৭।

প্রথম ভাগ। যাকূবের তৎকালীয় অবস্থা।

১। যাকূব তৎকালে প্রথম বার পিতামাতাকে ত্যাগ করাতে তাহাদের বিচ্ছেদে কাতর ছিল।

২। সেই রাত্রিতে প্রথম বার দীনহীনতাজন্য ক্লেশ পাইল।

৩। তাহার পলায়নের কারণ মনে পড়িলে তাহার কাতরতা বৃদ্ধি পাইল।

সেই কারণ এষৌ নামক তাহার অদ্বিতীয় ভ্রাতার শত্রুতা।

সেই শত্রুতার মূল যাকূবের প্রবঞ্চনা ছিল।

এবং যাকূবের পলায়ন তাহার প্রবঞ্চনার দণ্ডস্বরূপ ছিল।

৪। এমন সময়ে কেবল পিতাহইতে প্রাপ্ত আশীর্ব্বাদ তাহার সান্ত্বনাদায়ক হইল, কিন্তু সেই আশীর্ব্বাদ কখনো সফল হইবে কি না, এ বিষয়ে যাকূবের মনে সন্দেহ জন্মিল।

দ্বিতীয় ভাগ। যাকূবের স্বপ্নদর্শন।

১। পূর্ব্বকালে ঈশ্বর স্বপ্নদ্বারা আপন ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন, কিন্তু এখন ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা তাহা জানান।

২। স্বপ্নে দৃষ্ট সোপান। তাহার তাৎপর্য্য।

ঈশ্বর মনুষ্যদিগের প্রতি মনোযোগ করেন।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সেই সোপানস্বরূপ, যেহেতুক তাঁহার দ্বারা মর্ত্যদের নিকটে ঈশ্বরের অনুগ্রহ আনীত হয়। যোহন ১ : ৫১।

এবং তিনি স্বর্গে উঠিবার পথ।

আর তিনি ঈশ্বর ও মনুষ্য দুই হওয়াতে স্বর্গ ও পৃথিবী এই উভয় সম্বন্ধীয় আছেন।

আর তাঁহার কৃত পরিত্রাণে স্বর্গদূতগণ আহ্লাদিত হন, এবং পরিত্রাণের পাত্রদের সেবা করেন।

আর প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যাকূবের বংশে জন্ম লইবেন, এই নিমিত্তে সেই সোপানের মূল যাকূবের নিকটে স্থাপিত হইয়াছিল।

৩। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা।

তাহার প্রথম কথা পরিত্রাণ বিষয়ক, দ্বিতীয় কথা ঐহিক প্রতিপালনাদি বিষয়ক, ইহার কারণ এই ২।

যাকূব যেন ত্রাণকর্ত্তার আদিপুরুষ হয়, ঈশ্বর ইহা স্থির করাতে যাকূবের প্রতি তিনি মনোযোগ করিবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না।

মনুষ্যজাতির পরিত্রাণ যেমন প্রধান বর, যাকূবের প্রতিপালন তদ্রূপ বড় বর নহে, ইহা যাকূবকে বুঝাইতে ঈশ্বরের বাঞ্ছা ছিল।

যিনি আমাদের পারমার্থিক মঙ্গলদাতা, তিনি আমাদিগকে ঐহিক মঙ্গলও দেন।

তৃতীয় ভাগ। সেই স্বপ্নদর্শনের পরে যাকূবের মনের অবস্থা।

১। যাকূব ভীত হইল, কারণ ঈশ্বরকে নিকটবর্ত্তী জানিয়া পাপী ভয় পায়।

২। যাকূব ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহ স্মরণ করিতে চেষ্টান্বিত হইল। বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলে আমাদেরও তদ্রূপ করা উচিত।

৩। যাকূব ব্রত করিল। আমরা কি তাহার মত ব্রত করিয়াছি?

চতুর্থ ভাগ। নানাবিধ শিক্ষা।

১। ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন, এবং সর্ব্বস্থান তাঁহার গৃহস্বরূপ ও স্বর্গের দ্বারস্বরূপ হইতে পারে।

২। যাকূব ব্রতের সময়ে যেরূপে ঈশ্বরীয় প্রতিজ্ঞার কথা ধরিয়াছিল, তদ্রূপ প্রার্থনার সময়ে আমাদেরও করা উচিত।

---

(২) দুঃখের সময়ে যূনসের প্রার্থনা।

যূনস ২; ৭।

প্রথম ভাগ। প্রার্থনা করণের সময়ে যূনসের অবস্থা। তাহার প্রাণ মূর্চ্ছিত ছিল।

১। সে মৎস্যের উদরে ছিল।

২। ইহা তাহার দণ্ড এবং ঈশ্বরের ক্রোধের প্রমাণ ছিল। সে ঈশ্বরহইতে পলাইবার জন্যে সমুদ্রে গিয়াছিল, তাহাতে সমুদ্রের অতি গুপ্ত স্থানেও সে ঈশ্বরের হস্তগত আছে এমত প্রমাণ পাইল।

৩। তাহার শারীরিক বল ক্ষীণ হইয়াছিল, এবং সে প্রায় হতবুদ্ধি ছিল, এবং পাপের স্মরণদ্বারা তাহার মানসিক যন্ত্রণা হইল। এই রূপে নরকে পাপির প্রাণ মূর্চ্ছিত হইবে, কিন্তু সেই স্থানে প্রার্থনা করণের সময় আর হইবে না।

দ্বিতীয় ভাগ। তাহার প্রার্থনা কি প্রকার, ইহার আলোচনা।

১। সে পুস্তকে প্রার্থনা পাঠ করিতে পারিল না।

২। তথাপি ধর্ম্মপুস্তকের, বিশেষতঃ গীতের, নানা বচন স্মরণ পূর্ব্বক প্রার্থনা করিল।

৩। সে সুন্দর বক্তৃতা না করিয়া মনের কথা ভাঙ্গিয়া কহিল।

৪। সে ঈশ্বরকে পুনরায় স্মরণ করিল। পূর্ব্বে তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া ঝড়ের সময়ে জাহাজমধ্যে নিদ্রা গিয়াছিল, পরে তাঁহার পবিত্রতা ও দয়া পুনরায় মনে পড়িল।

৫। সে ঈশ্বরের পবিত্র মন্দিরের (অর্থাৎ যিরূশালমস্থ মন্দিরের) প্রতি দৃষ্টি করিল। ৪ পদ। তদ্রূপ প্রার্থনার সময়ে খ্রীষ্টের প্রতি দৃষ্টি করা আমাদের উচিত।

তৃতীয় ভাগ। ঈশ্বরের নিকটে সেই প্রার্থনার উপস্থিত হওন।

১। বিশ্বাসি লোকের প্রার্থনা পথহারা হয় না, এবং তাহা অতি দ্রুতগামী। দান ৯; ২৩।

২। শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা ও বক্তৃত্বের

অভাব ইত্যাদি যে সকল ত্রুটি, তাহাদ্বারা প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয় না।

৩। দণ্ড পাইবার সময়ে যে ব্যক্তি বিশ্বাসপূর্ব্বক প্রার্থনা করে সেও গ্রাহ্য হয়।

৪। যূনস পাপক্ষমা ও উদ্ধার পাইল, কেবল তাহা নহে, সে আরও ভাল মানুষ হইয়া উঠিল।

চতুর্থ ভাগ। প্রবোধকথা।

১। হে পাপি, যখন পাপ ও ঈশ্বরের ক্রোধ প্রযুক্ত তোমার অতিশয় ভয় জন্মে, তখনও তাঁহার নিকটে প্রার্থনা কর।

২। হে বিশ্বাসি লোক, শারীরিক কিম্বা মানসিক পীড়াদ্বারা যখন তোমার প্রাণ মূর্চ্ছাপন্ন হয়, তখনও প্রার্থনা কর। এমত সময়ে যদ্যপি সুন্দররূপে প্রার্থনা করা তোমার অসাধ্য হয়, তথাপি যূনসের ন্যায় ঈশ্বরকে স্মরণ করা ও তাঁহার মন্দিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করা তোমার সাধ্য হইবে। রোম ৮: ২৬।

---

(৩) যূনসের লতা।

যূনস ৪; ৯।

প্রথম ভাগ। নিনিবী নগরের রক্ষাতে যূনসের ক্রোধ।

১। সে নিনিবী নগরের বিনাশ দেখিবার অপেক্ষাতে নগরের বাহিরে গিয়াছিল, কিন্তু তন্নিবাসিদের অনুতাপ হওয়াতে তাহাদের বিনাশের অপে-

ক্ষাতে থাকা তাহার উপযুক্ত ছিল না। যিহি ৩৩; ১৪. ১৬।

২। নগরের রক্ষাতে সে ক্রুদ্ধ হইল তাহার কারণ এই।

(১) নগরের রক্ষাদ্বারা যূনসের কথা মিথ্যা হওয়াতে লোকেরা তাহাকে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বক্তা জ্ঞান করিবে, তাহার এমত ভয় হইল।

(২) এমত দুষ্ট দেবপূজকেরা যদি রক্ষা পায়, তবে পাপি সকল দুঃসাহসী হইবে, তাহার এই ভয় হইল।

৩। মনের এই রূপ মন্দ অবস্থাতে সে প্রার্থনা করিল, কিন্তু তাহার সেই প্রার্থনাও মন্দ, ইহার প্রমাণ।

(১) পরের প্রতি দয়া করণার্থে তুমি আমার অন্যায় করিতেছ, এই প্রকার দোষ ঈশ্বরেতে আরোপ করিল।

(২) ঈশ্বর আমাকে এই জগতে থাকিতে বলিলেও আমি থাকিতে চাহি না, এই রূপ কথা বলিল।

দ্বিতীয় ভাগ। দুঃখহইতে অর্থাৎ দুঃখের মূল যে পাপ তাহাহইতে যূনসকে রক্ষা করণার্থে ঈশ্বরের উপায়।

১। রোগি লোকের অবস্থাতে যেমন কোন কবিরাজ মনোযোগ করেন, তদ্রূপ ঈশ্বরও নিজ লোকের মানসিক অবস্থাতে মনোযোগ করিয়া বিশেষ সময়ে বিশেষ ঔষধ তাহাকে দেন। যূনসের পক্ষে ঐ লতা ঔষধস্বরূপ হইল।

২। অগ্রে যূনস সেই লতাতে অতিশয় আহ্লাদিত হইল, পরে তাহা ম্লান হইলে অতিশয় কাতর হইল।

৩। সেই লতাদ্বারা ঈশ্বর তাহাকে যে শিক্ষা দিলেন, তাহা এই।

(১) চঞ্চল বস্তুতে আসক্ত হইলে মন চঞ্চল হয়, কেবল আনন্দিত ও কাতর হয় তাহা নহে, কিন্তু জীবন ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম ঘৃণা করে, এবং ঈশ্বরেতেও অসন্তুষ্ট হয়।

(২) লতার প্রতি মমতা করা যদি তোমার উপযুক্ত বোধ হয়, তবে পাপিগণের প্রতি মমতা করা ঈশ্বরের আরও উপযুক্ত।

তৃতীয় ভাগ। প্রবোধকথা।

১। ঈশ্বর যেমন যূনসকে ঐ লতা দিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমাদিগকেও সন্তানরূপ কিম্বা মঙ্গলরূপ লতা দিয়া থাকেন।

২। আমাদের সেই সকল লতা ম্লান হইতে পারে।

৩। আমাদের লতা ম্লান হইলে আমাদের মনের ভাব প্রকাশ পায়, এবং আমাদের সুশিক্ষা হইতে পারে।

৪। লতার ছায়াতে মনকে আসক্ত করা আমাদের অনুচিত, এবং লতা ম্লান হইলে সুশিক্ষারূপ ফলের অন্বেষণ করা আমাদের কর্ত্তব্য।

(৪) পিত্তলময় সর্প।

যোহন ৩; ১৪, ১৫।

পিত্তলময় সর্পের বিবরণ গণনাপুস্তকের ২১ অধ্যায়ের ৬ পদে পাওয়া যায়। তাৎকালিক ঘটনা পরিত্রাণপ্রাপ্তির দৃষ্টান্ত ছিল।

প্রথম ভাগ। ইস্রায়েল লোকদের পীড়া পাপের দৃষ্টান্ত।

১। সেই পীড়ার কারণ কি ছিল? না, বিষধরের দংশন। সেই রূপ সর্পবেশধারি শয়তানদ্বারা পাপ এই জগতে আসিয়াছিল; আর শয়তান সর্পের ন্যায় খল ও দুরন্ত।

২। সেই পীড়া যেমন সাংঘাতিক অর্থাৎ মৃত্যুজনক ছিল, তদ্রূপ পাপহইতে শরীরের মৃত্যু হয়, এবং দ্বিতীয় মৃত্যু অর্থাৎ পরকালীয় সর্ব্বনাশ হয়।

৩। সেই পীড়া বিষজ্বালা প্রযুক্ত যেমন অতি ক্লেশজনক ছিল, তদ্রূপ পাপ অতি ক্লেশজনক, যেহেতুক তাহাতে ইহকালে মন ভীত ও ত্রাসযুক্ত হয়, এবং পরকালে নরকজ্বালার যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়।

দ্বিতীয় ভাগ। ইস্রায়েল লোকদের রক্ষা পরিত্রাণের দৃষ্টান্ত।

১। ঈশ্বর রক্ষাকর্ত্তা। তিনি দয়া না করিলে রক্ষার উপায়মাত্র হইত না।

২। পিত্তলময় সর্প যীশুর দৃষ্টান্ত।

(১) পিত্তলময় সর্পেতে বিষ নাই, এবং যীশুতে পাপ নাই।

(২) পিত্তলময় সর্পের এবং বিষযুক্ত সর্পের আকার এক। তদ্রূপ ত্রাণকর্ত্তা যীশু পাপি মনুষ্যের বেশ ও স্বভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন; কেবল তাহা নহে, যীশু পাপস্বরূপ হইয়া সর্পের ন্যায় শাপগ্রস্ত হইলেন, যেহেতুক আমাদের তাবৎ অপরাধের ভার তাঁহার মস্তকে বর্ত্তিল। ২ কর ৫; ২১। গাল ৩; ১৩।

৩। পিত্তলময় সর্পের উত্থাপিত হওন যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যুর দৃষ্টান্ত।

(১) সর্পের শব দণ্ডে টাঙ্গান হওয়া আনন্দের বিষয়, যেহেতুক তাহা সর্পের মৃত্যুর প্রমাণ। তদ্রূপ যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যু আনন্দের বিষয়, যেহেতুক পাপ নষ্ট হইয়াছে, ইহা তদ্দারা সপ্রমাণ হয়।

(২) সর্প উত্থাপিত হওয়াতে সকলে তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল, তদ্রূপ ক্রুশে হত যীশু সকলের নিকটে প্রকাশিত হন, এবং তিনি বিশ্বাসি লোকদের ধ্বজাস্বরূপ।

৪। পিত্তলময় সর্পের প্রতি দৃষ্টিপাত করা বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত।

(১) ঈশ্বরীয় কথা মনে সত্যজ্ঞান করিবামাত্রে পীড়ার নিবারণ হইয়াছিল, তাহা নয়, কিন্তু সেই কথা সত্যজ্ঞান করিয়া দৃষ্টিপাত করিলে পীড়া

নিবারণ হইল। তদ্রূপ যীশু ত্রাণকর্ত্তা হইয়া পাপিদের জন্যে মরিয়াছেন, ইহা স্বীকার করিবামাত্রে পরিত্রাণ হয়, এমন নহে; কিন্তু ইহা স্বীকার করণ পূর্ব্বক তাঁহার কাছে পরিত্রাণের অপেক্ষাতে প্রার্থনা করিলে পরিত্রাণ হয়।

(২) ঐ রূপে দৃষ্টিপাত করণদ্বারা সুস্থতা হইল, ইহা আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু সত্য। তদ্রূপ খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করণদ্বারা পরিত্রাণ হয়, ইহাও অতি আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু সত্য।

(৩) দৃষ্টিপাত করা কঠিন ছিল না, তদ্রূপ খ্রীষ্টে বিশ্বাস করা দুষ্কর কর্ম্ম নহে, ইহাতে ঈশ্বরের দয়া প্রকাশ পায়। মুমূর্ষু লোকও দৃষ্টিপাত করিলে রক্ষা পাইল, তদ্রূপ যে ব্যক্তি অতিশয় পাপিষ্ঠ, সেও বিশ্বাস করিলে পরিত্রাণ পায়।

(৪) দৃষ্টিপাত করিতে বিলম্ব করা অতি মূর্খের কর্ম্ম। যাহারা দৃষ্টিপাত করিল না, তাহারা নিজ দোষে মরিল।

---

(৫) অন্যায়কারি বিচারকর্ত্তাদ্বারা বিধবার রক্ষা।

লূক ১৮; ৬।

প্রথম ভাগ। সেই বিধবার এবং ধার্ম্মিক লোকের মধ্যে তুলনা।

১। ধার্ম্মিক লোকদের মধ্যে অনেকে দীনহীন বিধবা লোক, তাহারা এই দৃষ্টান্তহইতে বিশেষ সান্ত্বনা পাইতে পারে।

২। প্রত্যেক ধার্ম্মিক লোকের মন কোন ২ সময়ে ঐ বিধবাস্বরূপ হয়, ফলতঃ সে,

(১) শোকান্বিত, অর্থাৎ নানা দুঃখপ্রযুক্ত শোকান্বিত হয়।

(২) শত্রুদ্বারা ক্লিষ্ট, অর্থাৎ নিজ মন্দ অভিলাষ, এবং দুষ্ট লোক এবং শয়তান, এই সকলদ্বারা ক্লিষ্ট হয়।

(৩) দুর্ব্বল হয়। আমরা সকলে বলহীন।

৩। আর এমন সময়ে ঈশ্বর কখনো ২ অন্যায়ি বিচারকর্ত্তাস্বরূপ বোধ হন, অর্থাৎ তিনি অন্যায়কারী নহেন, কিন্তু মানুষ তাঁহার বিষয়ে সন্দেহ করে, কেননা,

(১) দুষ্ট লোকের ঐহিক সুখ হয়, এবং ধার্ম্মিক লোকের ঐহিক দুঃখ হয়।

(২) প্রার্থনার ফল অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রকাশ পায় না।

দ্বিতীয় ভাগ। এমন সময়ে ঐ বিধবার ন্যায় প্রার্থনা করা বিশ্বাসি লোকের কর্ত্তব্য।

১। সেই বিধবা বিচারকর্ত্তার নিকটে কাঁদিল, অর্থাৎ স্পষ্ট কথাদ্বারা আপন দুঃখ তাহাকে জানাইল। ঈশ্বরের নিকটে মনের কথা জ্ঞাত করাই প্রার্থনা। সেই কথা প্রকাশ করণার্থে বক্তৃত্বের আবশ্যক নয়; ঐ বিধবার ন্যায় কাঁদিলে হয়।

২। সেই বিধবা ক্লান্ত হইল না, কিন্তু বার ২ নিবেদন করিত। অনবরত প্রার্থনা করা আমাদেরও

উচিত। এই বিষয়ে ভিক্ষুক লোক আমাদিগকে শিক্ষা দেয়, যেহেতুক তাহারা ভিক্ষা করিতে ক্লান্ত হয় না।

৩। সেই বিধবার বিশ্বাস ছিল, অর্থাৎ ঐ বিচারকর্ত্তা আমার রক্ষা করিলে করিতে পারে, কিন্তু তাহা বিনা আর কেহ পারে না, ইহা মনে স্থির করিয়াছিল। এবং শেষে সে আমার প্রার্থনা শুনিবে, এমত ভরসাও করিল।

তৃতীয় ভাগ। ঐ বিচারকর্ত্তা অপেক্ষা ঈশ্বর প্রার্থনা শুনিতে অধিক প্রবৃত্ত আছেন।

১। সে দুষ্ট এবং অন্যায়ী ছিল, কিন্তু ঈশ্বর পবিত্র এবং ন্যায়বান।

২। সে নির্দ্দয় ছিল, কিন্তু ঈশ্বর দয়াবান্।

৩। সে কেবল আপন সুখের চেষ্টা করিত, কিন্তু ঈশ্বর নিজ লোকের সুখ চেষ্টা করেন।

৪। সে ঐ বিধবাকে নিকটে আসিতে বলিল না, কিন্তু ঈশ্বর আমাদিগকে আপনার নিকটে আসিতে নিমন্ত্রণ করেন।

৫। আমি তোমার প্রার্থনা শুনিব, ইহা সে ঐ বিধবাকে পূর্ব্বে বলে নাই, কিন্তু ঈশ্বর আমাদিগকে তাহা বলিয়াছেন।

৬। সেই বিচারকর্ত্তার নিকটে বিধবার উকিল কেহ ছিল না, কিন্তু ঈশ্বরের পুত্র আপন পিতার নিকটে আমাদের উকিল আছেন।

(৬) ক্রুশে বদ্ধ চোর।

লূক ২৩; ৩৯-৪৩।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যখন ক্রুশে টাঙ্গান ছিলেন, তখন দুঃখসাগরে মগ্ন হইয়াও পরের প্রতি প্রেম প্রকাশ করিলেন, বিশেষতঃ তৎকালেও পাপি লোককে পরিত্রাণ দিতে প্রস্তুত ও পারক ছিলেন।

প্রথম ভাগ। ঐ ক্রুশে বদ্ধ চোর অতি পাপিষ্ঠ লোক ছিল।

১। সে এক জন দস্যু অর্থাৎ ডাকাইত ছিল।

২। তাহাতে বোধ হয় অনেক বৎসর পর্য্যন্ত দস্যুবৃত্তি করিয়া অনেক মনুষ্যকে বধ করিয়াছিল।

৩। ক্রুশে টাঙ্গান হইলেও সেই ব্যক্তি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নিন্দা করিয়াছিল। মথি ২৭; ৪৪। মার্ক ১৫; ৩২।

দ্বিতীয় ভাগ। মরণের কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বে সেই ব্যক্তি মন ফিরাইল, ইহার প্রমাণ।

১। সে আপনাকে পাপিষ্ঠ জানিয়া আপন অপরাধ স্বীকার করিল। লূক ২৩; ৪১।

২। সে খ্রীষ্টকে ক্রুশে টাঙ্গান দেখিয়াও তাঁহাতে বিশ্বাস করিল।

(১) খ্রীষ্ট আমাকে পরিত্রাণ দিতে পারেন, ইহা মনে স্থির করিল।

(২) তিনি নিষ্পাপ হইয়াও পাপিষ্ঠ যে আমি, আমাকে গ্রাহ্য করিবেন, এমন ভরসা করিল।

৩। সে নম্রতা পূর্ব্বক অল্প কথাদ্বারা খ্রীষ্টের নিকটে পরিত্রাণ প্রার্থনা করিল।

৪। সে সাহস পূর্ব্বক অনেক লোকের সাক্ষাতে খ্রী-
ষ্টের নাম স্বীকার করিল।

৫। তাহার মনে প্রেম জন্মিল।

(১) খ্রীষ্টের প্রতি প্রেম জন্মিল, এই জন্যে খ্রী-
ষ্টের নিন্দা শুনিতে পারিল না।

(২) আপন সঙ্গি দস্যুর প্রতি প্রেম জন্মিল, এই
জন্যে তাহাকে চেতনা দিতে চেষ্টা করিল।

তৃতীয় ভাগ। খ্রীষ্ট তাহাকে গ্রাহ্য করিয়া পরিত্রাণ
দিলেন।

১। ইহার প্রমাণ। যীশু তাহাকে কহিলেন, অদ্যই
তুমি আমার সঙ্গে (পরলোকের) সুখস্থানে উপ-
স্থিত হইবা।

২। সেই ব্যক্তি কেন গ্রাহ্য হইল, ইহার মীমাংসা।

(১) পূর্ব্বে তাহার কোন পুণ্য ছিল না।

(২) অল্প কাল পর্য্যন্ত যে মনস্তাপ করিয়া-
ছিল, সেই মনস্তাপের গুণে গ্রাহ্য হইল তা-
হাও নহে।

(৩) খ্রীষ্টের দয়া প্রযুক্ত গ্রাহ্য হইল।

(৪) সে উপযুক্ত রূপে পাপস্বীকার ও বিশ্বাস
ও প্রার্থনাদ্বারা সেই দয়ার পাত্র হইতে চেষ্টা
করিয়াছিল।

চতুর্থ ভাগ। এই বিবরণহইতে আমরা কি২ শিক্ষা
পাইতে পারি?

১। যে ব্যক্তি পাপি লোকদের মধ্যে প্রধান, সেও
পরিত্রাণ পাইতে পারে।

২। মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মন ফিরাইলে পরিত্রাণ হইতে পারে।

৩। তথাপি ইহাতে কেহ দুঃসাহসী না হউক, এবং কেহ বিলম্ব না করুক।

৪। সেই চোর যে প্রকার চেষ্টা করিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছিল, সেই প্রকার চেষ্টা করিলে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তদ্ভিন্ন পরিত্রাণের অন্য কোন উপায় নাই।

---

(৭) পীলাতের স্বভাব।

মথি ২৭; ২৪।

প্রথম ভাগ। পীলাতের সদ্গুণ।

১। সে যিহূদীয়দের হিংসা বুঝিল।

২। খ্রীষ্ট যে নির্দোষ, ইহা বুঝিয়া স্বীকার করিল।

৩। খ্রীষ্টকে রক্ষা করিতে তাহার চেষ্টা ছিল।

৪। সেই দিনে তাহার মন কিঞ্চিৎ আর্দ্র অর্থাৎ নরম হইল।

(১) সে সত্যধর্ম্মের জ্ঞান পাইবার বাঞ্ছা প্রকাশ করিল।

(২) আপন ভার্য্যার স্বপ্নদর্শনে মনোযোগ করিল।

(৩) কি জানি যীশু ত্রাণকর্ত্তা এবং ঈশ্বরের পুত্র বটেন, ইহা ভাবিয়া ভয় পাইল।

(৪) সে খ্রীষ্টের দুঃখেতে দুঃখিত হইল।

(৫) এবং খ্রীষ্টের বিষয়ে কৈসরের নিকটে পত্র লিখিয়া অতি উত্তম সাক্ষ্য দিল। ইহার প্রমাণ

যদ্যপি ধর্ম্মপুস্তকে পাওয়া যায় না, তথাপি পূর্ব্বকালীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকদের রচিত নানা গ্রন্থে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় ভাগ। পীলাতের দোষ।

১। পীলাত যিহূদীয়দের হইতে ভীত ছিল, অর্থাৎ আমি পূর্ব্বে তাহাদিগের অতিশয় উপদ্রব করিয়াছি, অতএব তাহারা যদি আমার নামে নালিশ করে, তবে সেই উপদ্রব প্রকাশ পাইলে আমি অবশ্য পদচ্যুত হইয়া দণ্ড পাইব, এই রূপ ভয় করিল।

২। সে ঈশ্বর এবং জগতের লোক, উভয়কে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিল। ইহার প্রমাণ।

(১) প্রথমে সে আপনি বিচার না করিয়া হেরোদের এবং যিহূদীয়দের উপরে সেই বিচারের ভার দিতে চাহিল।

(২) পরে যীশু এবং বরব্বা, ইহাদের মধ্যে কাহার রক্ষা হইবে, তাহা নিশ্চয় করিতে যিহূদীয়দিগকে অনুমতি দিল।

(৩) পরে খ্রীষ্টের প্রাণদণ্ড যেন করিতে না হয়, এই আশাতে তাঁহাকে কশাদ্বারা প্রহার করাইল।

(৪) শেষে তাঁহার প্রাণদণ্ড করিয়াও আপনার অসম্মতি দেখাইবার জন্যে আপন হস্ত ধুইল।

তৃতীয় ভাগ। পীলাতের আচরণের ফল।

১। সে যীশুকে রক্ষা না করিয়া তাঁহার ক্লেশ অতিশয় বাড়াইল।

২। সে অল্প কালের পরে পদচ্যুত হইয়া বিদেশে আপনার প্রাণ আপনি নষ্ট করিল, সুতরাং নরকে গেল।

চতুর্থ ভাগ। নানা শিক্ষা।

১। মন নরম হইলেই মনের পরিবর্ত্তন হইল, এমন নহে।

২। জগতের লোকদিগকে তুষ্ট করণের চেষ্টা ভয়ের বিষয়।

৩। দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত দুষ্ট হওয়া শেষে পরিত্রাণের বাধা হইয়া উঠে।

৪। যে দিনে মন নরম হয়, সেই দিনে মন না ফিরাইলে তাহা আরও কঠিন হইয়া উঠে।

---

(৮) কুরীণীয় শিমোনের বিবরণ।

মার্ক ১৫; ২১।

আভাষ। খ্রীষ্ট তৎকালে অতি দুর্ব্বল হইয়া কষ্টে ক্রুশ বহন করিতেছিলেন।

প্রথম ভাগ। কুরীণীয় শিমোনের বৃত্তান্ত।

১। কুরীণী মিসরদেশের পশ্চিমে স্থিত এক দেশ, তাহা যিরুশালমহইতে প্রায় ৩০০ ক্রোশ দুর।

২। শিমোন নিস্তারপর্ব্বের জন্যে যিরুশালমে আসিয়াছিল এমন বোধ হয়।

৩। কোন গ্রামহইতে নগরের নিকটে আসিবার সময়ে সে হঠাৎ লোকারণ্য দেখিয়া নিকটে গেল।

৪। তখন রোমীয় সৈন্যগণ তাহাকে বিদেশীয় ও

নিরুপায় বুঝিয়া বলেতে ধরিয়া তাহার স্কন্ধে সেই ক্রুশকাঠের ভার দিল।

৫। এই রূপ অপমানে ও অন্যায়ে শিমোন প্রথমে বিরক্ত হইল এমন বোধ হয়।

দ্বিতীয় ভাগ। এই ঘটনাতে ঈশ্বরের অভিপ্রায়।

১। শিমোন যেন যীশুকে জ্ঞাত হইতে পারে।

২। শিমোনের ও তাহার পরিবারের পরিত্রাণ যেন হয়। তাহার স্ত্রীর ও তাহার পুত্র রুফের কথা ধর্ম্মপুস্তকে পাওয়া যায়। রোম ১৬; ১৩।

৩। মিসর ও কুরীণীদেশে সুসমাচার যেন ব্যাপে।

৪। শিমোনের ও তাহার দুই পুত্রের নামের উল্লেখ-দ্বারা অনেকে যেন খ্রীষ্টের মৃত্যুর এক স্পষ্ট প্রমাণ পায়।

৫। খ্রীষ্টের ক্রুশ বহন করা অর্থাৎ তাঁহার নিমিত্তে অপমান ও ক্লেশ স্বীকার করা তাবৎ বিশ্বাসি লোকের উচিত ইহার ভাব যেন বুঝা যায়।

তৃতীয় ভাগ। শিমোনের সৌভাগ্যের বিবেচনা।

১। শিমোন অতি আশ্চর্য্যরূপে যীশুকে জানিতে পাইল।

২। সেই দিনে শিমোন বিনা আর কেহ যীশুর কোন উপকার করিতে পারিল না।

চতুর্থ ভাগ। শিক্ষা।

যীশুর ক্রুশ বহন করা প্রথমে অপমানের ও ক্লেশের কর্ম্ম বোধ হয়, কিন্তু পরে তাহা অনন্ত-কালীয় সৌভাগ্যের আরম্ভ হইয়া উঠে।

(৯) থোমার অবিশ্বাস।

যোহন ২০; ২৪,২৯।

প্রথম ভাগ। দুর্ব্বল বিশ্বাসের বর্ণনা।

১। দুর্ব্বল বিশ্বাসের মধ্যে কিঞ্চিৎ বিশ্বাস গুপ্ত আছে, ইহার প্রমাণ থোমা।

(১) খ্রীষ্টের প্রতি প্রেম দেখা যায়।

(২) ধর্ম্মবাক্যের সত্যতা যেন প্রকাশ পায়, ইহার বাঞ্ছা দেখা যায়।

(৩) ধর্ম্মবাক্য নিতান্ত মিথ্যা, ইহা থোমা বলিল না।

২। দুর্ব্বল বিশ্বাসের মধ্যে অবিশ্বাস আছে।

(১) থোমা পরের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিল, অর্থাৎ আমি আপনি যাহার সাক্ষী নহি তাহা সত্য জ্ঞান করিব না, ইহা বলিল।

(২) থোমা কেবল আপনার বাঞ্ছিত প্রমাণ গ্রাহ্য করিতে সম্মত হইল, অর্থাৎ অন্য কোন প্রকার দৃঢ় প্রমাণ আমি গ্রাহ্য করিব না, কেবল আমি যে প্রমাণ চাহি তাহাইমাত্র গ্রাহ্য করিব।

দ্বিতীয় ভাগ। দুর্ব্বল বিশ্বাসের বিষয়ে যীশুর অসন্তোষ।

১। যীশু বিশ্বাসের দূর্ব্বলতা দেখেন।

২। তিনি তাহাতে অসন্তুষ্ট হন।

(১) থোমা যে অবিশ্বাসী ইহা কহিলেন।

(২) অবিশ্বাস ত্যাগ করিতে তাহাকে আজ্ঞা করিলেন।

(৩) অন্য শিষ্যদের সাক্ষাতে তাহাকে অনুযোগ করিলেন।

৩। যাহার বিশ্বাস দুর্ব্বল তাহার প্রতি তিনি দয়া করিলে করিতে পারেন, কিন্তু সর্ব্বদা দয়া করিবেন, এমত অঙ্গীকার করেন নাই।

তৃতীয় ভাগ। শিক্ষা।

১। থোমার অবিশ্বাসদ্বারা আমাদের বিশ্বাস জন্মিতে পারে, কারণ সে যীশুর পুনরুত্থানের অতি স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াছিল।

২। আমাদের বিশ্বাস যখন দুর্ব্বল হয়, তখন ঐ ক্লিষ্ট বালকের পিতা যেরূপ প্রার্থনা করিয়াছিল, তদ্রূপ প্রার্থনা করা আমাদের উচিত (মার্ক ৯; ১৪।)

---

(১০) স্তিফানের মৃত্যু।

প্রেরিত ৭; ৫৯, ৬০।

১। মরণের সময়ে কোন২ ধার্ম্মিক লোকের অতিশয় ক্লেশ হয়।

২। সেই ক্লেশের সময়েও সে বিশ্বাসচক্ষু দিয়া স্বর্গের দর্শন পাইতে পারে, তথাপি তাহা সকলের হয় না। কিন্তু স্তিফানকে আপনার নিকটে গ্রহণ করিবার জন্যে যীশু যেমন দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিলেন, তদ্রূপ এখনও বিশ্বাসি লোককে গ্রহণ করণার্থে প্রস্তুত আছেন। ঈশ্বর ইলিয়াসরকে স্বর্গে লইবার জন্যে আপন দূতগণকে পাঠাইয়াছিলেন।

৩। স্বর্গীয় সুখের সার খ্রীষ্টের সহবাস। খ্রীষ্টের প্রতি যাহার ভক্তি ও প্রেম না থাকে, সে কেন স্বর্গে যাইবে?

৪। বিশ্বাসি লোক মরণের সময়ে প্রার্থনা করে। স্তিফান প্রভু যীশুর নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিল। এবং মরণের সময়ে যীশু যেরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, স্তিফানও তদ্রূপ প্রার্থনা করিল।

৫। মরণের সময়ে মনের যে উপযুক্ত অবস্থা তাহার চিহ্ন।

(১) খ্রীষ্ট স্বয়ং ঈশ্বর, ইহা জানিয়া তাঁহার উপরে সমস্ত ভার দেওয়া।

(২) খ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যু ধ্যান করা।

(৩) মনুষ্যদের প্রতি প্রীতিভাব করা।

---

(১১) ফীলিক্সের ব্যাকুলতা।

প্রেরিত ২৪; ২৫।

প্রথম ভাগ। পৌলের ঈশ্বরীয় বাক্য প্রচার করণ।

১। পৌল খ্রীষ্টধর্ম্মের সারকথা, অর্থাৎ খ্রীষ্টের মরণে বিশ্বাস করিলে পরিত্রাণ হয়, এই কথা প্রচার করিয়াছিল, ইহার সন্দেহ নাই।

২। তথাপি পাপ বিষয়ে শ্রোতাদের মনে যেন ভয় জন্মে, এই তাহার বিশেষ অভিপ্রায় ছিল।

(১) তাহার শ্রোতা ফীলিক্স উৎকোচগ্রাহি শাসনকর্ত্তা ছিল। সে ও তাহার ভার্য্যা উভয়ে

ব্যভিচারি লোক ছিল, কারণ সেই দ্রুষিল্লা পরের স্ত্রী ছিল। তাহারা দুই জন সর্ব্ববিষয়ে অতি দুষ্ট।

(২) এই কারণ পৌল ন্যায়ের ও পরিমিত ভোগের (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দমনের) ও শেষবিচারের বিষয়ে কথা কহিল।

(৩) ইহাতে দেখা যায় যে তাহাদিগের মন ফিরাইতে পৌলের অভিপ্রায় ছিল। যদি কেবল কাল কাটাইতে কিম্বা বক্তৃতা দেখাইতে চাহিত, তবে ঐ কথা কহিত না।

দ্বিতীয় ভাগ। ফীলিক্সের ভয়।

১। ফীলিক্স যে ভয় করিবে ইহা অতি অসম্ভব, কারণ সে দেশের শাসনকর্ত্তা ও রাজার প্রতিনিধি ছিল, কিন্তু পৌল তখন কারাবদ্ধ ছিল।

২। মিথ্যাধর্ম্মের কথা শ্রবণ ও আলোচনা করিলে পাপির মনে ভয় জন্মে না, কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মের কথা শুনিলে তাহার ভয় জন্মে, কারণ সেই ধর্ম্ম সত্য বটে, তাহার মন এমত সাক্ষ্য দেয়।

৩। পূর্ব্বকৃত পাপ ও আগামি ক্রোধ এই উভয় মনে পড়িলে দুষ্ট লোক ইহকালেও ভয় পায়, তবে বিচারদিনে সে কোথায় দাঁড়াইবে?

তৃতীয় ভাগ। সেই ভয়ের নির্ম্মূলতা।

১। ধর্ম্মবাক্য শুনিলে যাহার ভয় হয়, তাহার মনঃপরিবর্ত্তনের ভরসা হইতে পারে বটে, তথাপি ভয় হইলেই মনঃপরিবর্ত্তন হইল, এমত নহে।

২। ফীলিক্সের ভয় নিষ্ফল রহিল। তাহার কারণ এই ২।

(১) সেঁ বিলম্ব করিল। আমি কখনো পাপ ত্যাগ করিব না, এমন কথা না বলিয়া সে মনে ২ বলিল, আমি আরও বিলম্ব করিব।

(২) সে মিথ্যা ওজরদ্বারা আপনাকে ভুলাইল, অর্থাৎ সম্প্রতি আমার অবকাশ নাই ইহা বলিল।

(৩) সে ভয় করণের সময়েও লোভ ও পরস্ত্রী এই দুইয়েতে আসক্ত রহিল।

চতুর্থ ভাগ। প্রবোধকথা।

১। পাপের বিষয়ে আমার মনে বার ২ ভয় হইয়াছে, অতএব বোধ হয় আমার মনঃপরিবর্ত্তন হইয়াছে, এমন কথা কেহ যেন না বলে।

২। আমি শেষে ঈশ্বরের প্রতি ফিরিব, কিন্তু সম্প্রতি ফিরিতে পারি না, এমন কথা যেন কেহ না বলে।

---

(১২) পৌলের কথা।

প্রেরিত ২৭; ২৩।

প্রথম ভাগ। পৌল ঈশ্বরের লোক ছিল, ইহার প্রমাণ।

১। সে ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু ছিল।

২। খ্রীষ্ট আপন প্রাণ ব্যয় করিয়া তাহাকে কিনিয়াছিলেন, আর পৌল তাহা বুঝিয়া ঈশ্বরের লোক হইতে স্বীকার করিয়াছিল।

৩। পৌল ঈশ্বরের দাস হইয়া তাঁহাদ্বারা বিশেষ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় ভাগ। পৌল ঈশ্বরের সেবা করিত, ইহার প্রমাণ।

১। সে যাজকের ন্যায় ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা ও তাঁহার প্রশংসা করিত।

২। সে পুত্রের ন্যায় আপন পিতা ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ ছিল।

৩। সে বিশ্বস্ত দাসের ন্যায় ঈশ্বরের আদেশানুসারে আপন বিশেষ কর্ম্ম করিত।

তৃতীয় ভাগ। পৌলের সৌভাগ্য।

১। ঈশ্বর তাহাকে আপনার লোক জানিয়া তাহার প্রতি মনোযোগ করিতেন।

২। ঈশ্বরের স্বভাব জ্ঞাত হওয়াতে পৌল আশঙ্কার সময়েও স্থিরমনা থাকিল।

৩। ঈশ্বর তাহার অনুরোধে ও তাহার দ্বারা আরও অনেক লোকের প্রতি দয়া করিলেন।

---

(১৩) মথি ৬; ৯। হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ।

প্রভুর উপদিষ্ট প্রার্থনা আমাদের প্রার্থনার নমুনা জানিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

১। পিতা ঈশ্বরের নিকটে পুত্রের নামে প্রার্থনা করা চলিত থারা বটে, তথাপি আমরা বিশেষ সময়ে পুত্রের নিকটে এবং পবিত্র আত্মার নিকটেও প্রার্থনা করিতে পারি।

২। ঈশ্বর আমাদের পিতা।

(১) তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রতিপালনকর্ত্তা।

(২) তিনি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুরোধে বিশ্বাসি লোককে আপন পোষ্যপুত্ররূপে জ্ঞান করেন, সুতরাং তাহার প্রতি স্নেহ করেন ও তাহার মঙ্গলের চেষ্টা করেন।

৩। তিনি পিতা হওয়াতে প্রার্থনার সময়ে আমাদের উচিত, যেন,

(১) তাঁহার সমাদর করি।

(২) তাঁহার আজ্ঞা মানিতে সম্মত হই।

(৩) তাঁহার শক্তিতে ও জ্ঞানেতে ও স্নেহেতে বিশ্বাস করি।

(৪) সরলতা ও প্রেমপূর্ব্বক তাঁহাকে আপন ২ মনের কথা কহি।

৪। তিনি আমাদের অর্থাৎ অনেকের পিতা।

(১) আমরা বিনা ঈশ্বরের আরও অনেক সন্তান এই জগতে আছে, ইহা মনে করিতে হয়।

(২) ঈশ্বরের যত সন্তান আছে, তাহারা সকলে সমানরূপে তাঁহার প্রিয়, অতএব তাহাদিগকে প্রেম করা এবং তাঁহাদের কল্যাণ প্রার্থনা করা আমাদের উচিত।

৫। তিনি স্বর্গেতে আছেন, অতএব ইহা মনে স্থির করিতে হয়, যে

(১) তিনি অতি পবিত্র।

(৩) পবিত্র আত্মাদ্বারা অনেক পাপি লোকদের মন ফিরাওন।

দ্বিতীয় অভিপ্রায়, সকলে যেন ঈশ্বরকে মানে।

১। অনেকে ঈশ্বরকে মানে না, ইহার প্রমাণ।

(১) অনেকে মিথ্যাদেবতাকে মানে।

(২) অনেকে ঈশ্বরের সেবা কিছুমাত্র করে না।

(৩) অনেকে কেবল বাহ্যরূপে তাঁহার সেবা করে।

(৪) অনেকে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণের সময়ে সমাদর পূর্ব্বক তাহা করে না।

(৫) অনেকে আপনাদিগকে ঈশ্বরের লোক বলিয়া মন্দ আচরণদ্বারা তাঁহার অপমান করে।

২। অতএব আমরা ইহা প্রার্থনা করি।

(১) সকলে যেন ঈশ্বরকে সমাদর করিতে শিখে।

(২) সকলে যেন তাঁহার ভজনা করে।

(৩) সকলে যেন তাঁহার আজ্ঞাবহ হয়।

(৪) যাহারা তাঁহার লোক, তাহারা যেন সদাচরণ করে।

তৃতীয় ভাগ। এমত প্রার্থনা কেন করা যায়

১। ঈশ্বরের প্রতি প্রেমেতে, অর্থাৎ তাঁহার অপমান যেন না হয়, এই চেষ্টাতে।

২। মনুষ্যের প্রতি প্রেমেতে, অর্থাৎ তাহারা যেন অপরাধী ও দণ্ডনীয় না হয়, এই চেষ্টাতে।

(১৫)　　মথি ৬; ১০। তোমার রাজত্ব হউক।

ঈশ্বর জগতের স্বামী ও শাসনকর্ত্তা আছেন, কিন্তু এই স্থানে তাঁহার সেই রাজত্বের কথা হয় না; এবং তাঁহার স্বর্গস্থ রাজ্যের কথাও হয় না, কিন্তু তাঁহার পৃথিবীস্থ প্রজাদের উপরে তাঁহার যে রাজত্ব আছে, তাহার কথা হইতেছে।

প্রথম ভাগ। সেই রাজ্যের বর্ণনা। তাহা তাঁহার আজ্ঞাবহ প্রজাদের শাসন ও মঙ্গলদান।

১। রাজা খ্রীষ্ট।

২। প্রজাগণ বিশ্বাসি লোক, বিশেষতঃ মণ্ডলীভুক্ত লোক, কারণ মণ্ডলীকেও ঈশ্বরের রাজ্য বলা যায়।

৩। শাসনের উপায় ঈশ্বরের বাক্য ও পবিত্র আত্মা ও জগতের উপরে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও মণ্ডলী।

৪। প্রজাদের মঙ্গল, অর্থাৎ মনঃপরিবর্ত্তন ও পাপক্ষমা ও পবিত্রতা ও স্বর্গীয় সুখে অধিকার।

৫। সেই রাজ্যের বৃদ্ধিদ্বারা মনুষ্যদের মঙ্গল অর্থাৎ পৃথিবীতে সত্যতার ও প্রেমের ও সদাচরণের অধিষ্ঠান।

দ্বিতীয় ভাগ। সেই রাজ্যের তেজ এখনও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় না, ইহার প্রমাণ।

১। এখনও সাংসারিক রাজ্য সকল অতিশয় প্রতাপান্বিত আছে। সাংসারিক রাজ্য মন্দ তাহা নহে, কিন্তু ঈশ্বরের রাজত্ব সম্পূর্ণ হইলে সাংসারিক রাজ্য সকলের প্রতাপ আর থাকিবে না, বিশেষতঃ যুদ্ধাদি আর হইবে না।

২। এখনও শয়তানের রাজ্য অতি বিস্তারিত আছে, যেহেতুক অবিশ্বাসি পাপি লোক ও দেবপুজকাদি বিধর্ম্মি লোক সকল শয়তানের প্রজা।

৩। এখনও খ্রীষ্টের মণ্ডলীগণ অতি অল্প ও দুর্ব্বল আছে, এবং মণ্ডলীভুক্ত লোকদের অনেক ত্রুটি ও পাপ আছে।

তৃতীয় ভাগ। শেষে খ্রীষ্টের রাজ্য অতি প্রতাপান্বিত হইবে।

১। সুসমাচার সর্ব্বত্র ব্যাপিবে।

২। যিহুদি লোকেরা খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিবে।

৩। অন্যজাতীয় লোকেরাও বিশ্বাসী হইবে।

৪। সেই সময়ে পৃথিবীতে অনেক মঙ্গল হইবে।

অতএব খ্রীষ্টের রাজত্ব যেন শীঘ্র হয়, এই প্রার্থনা করা আমাদের উচিত, যেহেতুক খ্রীষ্টরাজ্য বৃদ্ধি পাইলে তাঁহারও গৌরব হইবে, এবং মনুষ্যদেরও মঙ্গল হইবে। আর প্রার্থনা করণ সময়ে তাঁহার প্রজা যে আমরা, আমরা যেন উত্তরোত্তর তাঁহার আজ্ঞাবহ হই, এমত প্রার্থনাও করা কর্ত্তব্য।

---

(১৬) মথি ৬; ১০।

তোমার ইচ্ছা স্বর্গেতে যেমন তেমনি পৃথিবীতেও সিদ্ধ হউক।

প্রথম ভাগ। ঈশ্বরের ইচ্ছা কি?

১। তিনি আপনি যে কর্ম্ম করিতে চাহেন, তদ্বিষয়ক ইচ্ছার কথা এই স্থানে হয় না।

২। মনুষ্যের যে কর্ম্ম তিনি দেখিতে চাহেন, তদ্বিষয়ক ইচ্ছার কথা হইতেছে। মনুষ্যের নিকটে ঈশ্বর যাহা চাহেন, তাহার মধ্যে এই ২ কর্ম্ম প্রধান।

(১) পাপি লোক যেন মন ফিরাইয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করে।

(২) তাবৎ মনুষ্য যেন সদাচরণ করে।

(৩) ঈশ্বর যাহাকে যে বিশেষ কর্ম্ম দেন, সে যেন তাহা উপযুক্তরূপে করে।

(৪) ঈশ্বর যাহাকে যে দুঃখ দেন, সে যেন তাহা সহ্য করে।

দ্বিতীয় ভাগ। ঈশ্বরের ইচ্ছা কি রূপে সিদ্ধ হওয়া উপযুক্ত? উত্তর, স্বর্গেতে তাহা যেমন সিদ্ধ হয় তদ্রূপ। স্বর্গেতে ঈশ্বরের ইচ্ছা সিদ্ধ হয়,

১। সকলের দ্বারা।

২। সর্ব্ববিষয়ে।

৩। সম্পূর্ণরূপে।

৪। আনন্দিত মনে।

৫। অবিলম্বে।

৬। সর্ব্বদা।

তৃতীয় ভাগ। এই রূপ প্রার্থনা করা আমাদের কেন কর্ত্তব্য?

১। যেন ঈশ্বরের গৌরব হয়।

২। যেন মনুষ্যদের মঙ্গল হয়।

৩। স্বর্গনিবাসিদের ন্যায় পবিত্র হওয়া আমাদের

উচিত, ইহা যেন আমরা স্মরণ করি, কারণ তাহা স্মরণ না করিলে আমরা আত্মাভিমানী হইব।

৪। স্বর্গের আকাঙ্খা যেন আমাদের মনে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

---

(১৭) মথি ৬; ১১।

আমাদের প্রয়োজনীয় আহার অদ্য দেও।

প্রথম ভাগ। এই স্থানে আহার কি বুঝায়? প্রতিপালন বুঝায়।

১। প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পেয় দ্রব্য।

২। বস্ত্র ও বাসস্থান।

৩। উপজীবিকা।

৪। যাহার যাহাতে প্রয়োজন, তাহাও বুঝায়।

দ্বিতীয় ভাগ। এই সকল ঈশ্বরের নিকটে চাহিতে হয় কেন?

১। কেবল তিনি তাহা দিতে পারেন। আর দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি ও জলপ্লাবন ও অগ্নিদাহ ও যুদ্ধ এই সকলের কর্ত্তা তিনি। এই সকলদ্বারা কিম্বা মনুষ্যদের দুষ্টতাদ্বারা অতি ধনি লোকেরও প্রতিপালনের উপায় অনায়াসে নষ্ট হয়।

২। কেবল ঈশ্বর আমাদিগকে শারীরিক শক্তি দিতে পারেন, তাহা না থাকিলে ধনের কি ফল?

তৃতীয় ভাগ। আমরা ঈশ্বরের নিকটে ঐহিক বর চাহিতে পারি, ইহার প্রমাণ কি?

১। খ্রীষ্টদ্বারা শিক্ষিত এই প্রার্থনা প্রমাণ।

২। ঈশ্বর আপনার সৃষ্ট বস্তুর রক্ষাকর্ত্তা, তিনি পক্ষিগণেরও প্রতিপালন করেন।

৩। ঈশ্বর ইস্রায়েল লোকদের প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এবং শিম্শোনকে জল দিয়াছিলেন, এবং এলিয়েরও প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

চতুর্থ ভাগ। কি রূপে এই প্রার্থনা করা আমাদের কর্ত্তব্য?

১। প্রতিদিন।

২। নম্র মনে, এক২ দিনের নিমিত্তে। হিতোপদেশ ৩০; ৮, ৯।

৩। বিশ্বাসপূর্ব্বক। যিনি খ্রীষ্টকে দিয়াছেন, তিনি কি সকলই দিবেন না?

৪। উদ্যোগ পূর্ব্বক মনের বাক্য কহিতে হয়।

৫। শ্রম করিতে হয়, অর্থাৎ যে রূপ শ্রম ঈশ্বরের নিকটে গ্রাহ্য হয়। পরের প্রয়োজনীয় আহার আমাকে দেও, এই রূপ প্রার্থনা অলস ও প্রবঞ্চক লোক করে কিন্তু তাহা ঈশ্বরের নিকটে ঘৃণার্হ।

৬। উপকার পাইলে পরে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করা আমাদের কর্ত্তব্য।

এই রূপে আমরা কি প্রার্থনা করিয়া থাকি? যাহার কর্ম্ম নাই, সে যেমন মনুষ্যদের নিকটে আপনার দুঃখ জানাইয়া কর্ম্ম চাহে, তদ্রূপ কি ঈশ্বরের নিকটেও চাহে?

---

(১৮) মথি ৬; ১২।

আমরা যেমন আপন অপরাধিদিগকে ক্ষমা করি, তদ্রূপ তুমিও আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর।

প্রথম ভাগ। এই প্রার্থনা করা আমাদের অতি আবশ্যক।

১। কারণ আমাদের পাপ অসংখ্য এবং অতি ঘৃণার্হ।

২। আমাদের পাপের দণ্ড আমাদের অসহ্য।

৩। সেই দণ্ডহইতে এড়াইবার কোন উপায় নিশ্চয় করা আমাদের অসাধ্য।

দ্বিতীয় ভাগ। এই প্রার্থনার ভাব কি?

১। ঈশ্বর বিনা অন্য কাহারো নিকটে পাপের ক্ষমা পাওয়া যাইতে পারে না, ইহা স্বীকার করা যায়।

২। ঈশ্বর পাপের মার্জ্জনা করিতে প্রস্তুত আছেন, যেহেতুক পাপের মার্জ্জনা যেন হইতে পারে, এই জন্যে তিনি আপন পুত্রকে দিয়াছেন। এই কারণ তাঁহার নিকটে পাপ ক্ষমার নিমিত্তে প্রার্থনা করা যায়।

তৃতীয় ভাগ। এই প্রার্থনা কে করিতে পারে?

উত্তর, যে কেহ সরলরূপে পাপের মার্জ্জনা পাইতে চাহে, বিশেষতঃ যে কেহ আপনাকে বড় পাপী জানে সে এই প্রার্থনা করিতে পারে।

চতুর্থ ভাগ। এই প্রার্থনাদ্বারা ঈশ্বরের নিকটে যাহা২ অঙ্গীকার করা যায়, তাহার বিবেচনা।

১। আমাদের বিরুদ্ধে পরের দোষ আমরাও ক্ষমা করিব, ইহা অঙ্গীকার করিতেছি।

২। পরের দোষ ক্ষমা করিলেই আমাদের পাপ ক্ষমা হইবে, এমন নহে, কারণ পাপক্ষমা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর ফল।

৩। পরের দোষ ক্ষমা করিতে অসম্মত ব্যক্তি পাপ-ক্ষমা পাইবার অযোগ্য, ইহার প্রমাণ।

(১) সে কপটি. ফলতঃ যেরূপ অনুগ্রহ ঈশ্বরের নিকটে চাহে, তদ্রূপ অনুগ্রহ আপনি কাহারো প্রতি করিতে চাহে না।

(২) সে অহঙ্কারী, ফলতঃ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আমার পাপ অল্প ও লঘু, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে পরের দোষ অনেক ও গুরুতর, ইহা মনে২ বলে।

(৩) সে আত্মসুখী, ফলতঃ আপনি পাপক্ষমা পাইতে চাহে, কিন্তু অন্য কেহ যে পাপক্ষমা পায়, ইহা চাহে না।

(৪) সে পাপক্ষমা পাইয়াও দুরন্ত ও পাপেতে রত ও অপবিত্র থাকিতে চাহে।

---

(১৯) মথি ৬; ১৩। আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না।

প্রথম ভাগ। এই রূপ প্রার্থনা যে ব্যক্তি করিতে পারে, তাহার বর্ণনা।

১। সে পাপকে ঘৃণার্হ জানিয়া আপনার দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত পরীক্ষার বিষয়ে ভয় করে।

২। সে পরীক্ষার মধ্যে যাইতে বিশেষতঃ দুষ্ট লোকদের সহিত মিত্রতা করিতে দুঃসাহস করে না।

৩। সে পাপহইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্তে ঈশ্বরের নিকটে আশ্রয় লয়।

দ্বিতীয় ভাগ। এই প্রার্থনার অভিপ্রায়।

১। ঈশ্বর যেন আমাদের কুমতি জন্মাইতে কাহাকে না দেন।

(১) ঈশ্বর আপনি কাহারো কুমতি কখনো জন্মান না।

(২) কিন্তু শয়তান ও সাংসারিক লোকেরা ও আমাদের নিজ মন, ইহারা আমাদের কুমতি জন্মাইতে সর্ব্বদা যত্ন করিতেছে।

(৩) শয়তান যদি আমাদের কুমতি জন্মায়, তবে তাহাতে আমরা দোষী হইয়া উঠি। যে ঘরের মধ্যে বারুদ থাকে, তাহাতে কোন শত্রু যদি অগ্নি লাগায়, তবে অমনোযোগি রক্ষকের দোষ বিনা তাহা করিতে পারে না।

(৪) ঈশ্বর যেন আমাদিগকে পাপে ভ্রান্ত হইতে না দেন, এমত প্রার্থনা করা অতি আবশ্যক বটে।

২। ঈশ্বর আপনি যেন ভয়ানকরূপে আমাদিগের পরীক্ষা না করেন।

(১) ঈশ্বর নানা প্রকারে আপন লোকদের পরীক্ষা করেন।

প্রং। কোন ভয়ানক আজ্ঞাদ্বারা। ইহার উদা-হরণ, তিনি ইব্রাহীমকে নিজ পুত্র বলিদান করণের আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

দ্বিং। ভয়ানক ক্লেশদ্বারা। ইহার উদাহরণ, আয়ূব।

তৃং। উপকার অপ্রকাশ করণদ্বারা। ইহার উদারণ, তিনি পিতরের উপকার না করাতে সে যীশুকে অস্বীকার করিল।

(২) এই রূপ পরীক্ষার অভিপ্রায়।

প্রং। আমাদের বিশ্বাসাদি ঈশ্বরদত্ত সদ্গুণ যেন প্রকাশ পায়।

দ্বিং। আমাদের দুর্ব্বলতা যেন প্রকাশ পায়। যেমন কোন মাতা আপন শিশুকে একলা চলিতে দেয়, তাহাতে শিশু পড়িলে ক্রমে২ সাবধান হইতে শিখে, তদ্রূপ ঈশ্বরও মধ্যে২ আমাদিগকে একলা চলিতে দেন, তাহাতে আমরাও নম্রতা ও সাবধানতা শিখিতে পারি।

(৩) এই রূপ পরীক্ষার বিষয়ে আমরা প্রার্থনা করিতে পারি, যেহেতুক,

প্রং। তাহা ভয়ানক বোধ হয়।

দ্বিং। আমরা অতি দুর্ব্বল।

(৪) তথাপি আমার ইচ্ছামতে না হউক, কিন্তু তোমার ইচ্ছামতে হউক, এই ভাবে প্রার্থনা করিতে হয়।

(৫) এই রূপ পরীক্ষার সময়ে সান্ত্বনার উপায়।

প্র°। ঈশ্বর প্রেমেতে আপন লোকদের পরীক্ষা করেন।

দ্বি°। তিনি পরীক্ষার বিষয়ে বিশেষ প্রতিজ্ঞা দিয়াছেন। ১ করিন্থ ১০; ১৩।

---

(২০) মথি ৬; ১৩। মন্দহইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।

প্রথম ভাগ। মন্দের নির্ণয়। ঐ মন্দ শয়তানকে ও তাহার কর্ম্মকে বুঝায়।

১। শয়তানের চেষ্টা এই যেন,

(১) আমাদিগকে পাপ করায়।

(২) আমাদিগকে ক্লেশ দেয়।

(৩) আমাদিগকে নরকে ফেলে।

২। শয়তানের সেই চেষ্টা সফল হওনের উপায়।

(১) তাহা বল নহে, শয়তান অতি শক্তিমান হইয়াও বলেতে আমাদিগকে পাপ করায়, এমত কোন প্রমাণ নাই।

(২) শয়তান অন্য মনুষ্যদ্বারা,

প্র°। আমাদিগকে পাপে লওয়ায়।

দ্বি°। আমাদিগকে ক্লেশ দেয়।

(৩) শয়তান আমাদের নিজ পাপস্বভাবদ্বারা আমাদের ক্ষতি জন্মায়। সেই পাপস্বভাবের মধ্যে এই ২° মন্দ ভাব আমাদের অধিক ক্ষতিজনক হয়।

প্র°। ইন্দ্রিয়দ্বারা লভ্য সুখের চেষ্টা।

দ্বিং। অহঙ্কার।

তৃং। অজ্ঞানতা ও অমনোযোগ।

চতুং। মনুষ্যদের হইতে ভয়।

পং। বিশ্বাসের দুর্ব্বলতা।

দ্বিতীয় ভাগ। এই প্রার্থনা উপযুক্ত ইহার প্রমাণ।

১। শয়তান এখনও আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে।

২। তাহার শক্তিহইতে আমরা রক্ষা পাইতে চাহি।

(১) পাপের দণ্ডহইতে রক্ষা চাহি, কেবল তাহা নহে।

(২) পাপহইতেও মুক্ত হইতে চাহি।

৩। ঈশ্বরের নিকটে রক্ষা যাজ্ঞা করিতে হয়।

(১) পাপস্বীকার ও প্রার্থনা করণদ্বারা।

(২) বিশেষতঃ পবিত্র আত্মার নিমিত্তে প্রার্থনা করণদ্বারা।

৪। ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করিতে সম্মত আছেন, ইহার প্রমাণ।

(১) তিনি রাজা, আমরা তাঁহার প্রজা; প্রজাগণকে রক্ষা করা রাজার উচিত।

(২) আমরা যেন সুখী ও পবিত্র হই, এই তাঁহার অভিপ্রায়।

(৩) আমাদের রক্ষা করা তাঁহার সাধ্য।

(৪) তিনি আমাদের রক্ষা করিতে স্বীকার করিয়াছেন।

তৃতীয় ভাগ। সেই রক্ষার মীমাংসা।

১। ঈশ্বর অন্য মনুষ্যহইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন।

(১) তিনি রোগাদিদ্বারা তাহাদের শক্তি ভাঙ্গিতে কিম্বা তাহাদের চেষ্টা নিষ্ফল করিতে পারেন।

(২) তিনি তাহাদিগকে অন্যমনস্ক করিতে পারেন।

২। ঈশ্বর পবিত্র আত্মাদ্বারা শয়তানহইতে ও আমাদের কুস্বভাবহইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন।

(১) সেই পবিত্র আত্মা স্বয়ং ঈশ্বর, সুতরাং শয়তান অপেক্ষা বলবান।

(২) প্রার্থনাদ্বারা আমরা তাঁহাকে পাইতে পারি।

(৩) তিনি আমাদিগকে ঈশ্বরের বাক্য বুঝাইয়া দেন।

(৪) তিনি পাপের বিষয়ে ভীত ও সাবধান হইতে আমাদিগকে শিখান।

(৫) তিনি ধর্ম্মবিষয়ে আমাদের রুচি জন্মান ও আমাদিগকে পারমার্থিক শক্তি দেন।

৩। আমাদেরও উচিত যেন,

(১) ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করি।

(২) প্রার্থনা করিতে২ সাবধান থাকি।

৪। পাপহইতে সম্পূর্ণ রক্ষা স্বর্গেতে হইবে।

(২১) মথি ৬; ১৩।

রাজত্ব ও শক্তি ও গৌরব এ সকল সদাকাল তোমার। আমেন।

প্রথম ভাগ। রাজত্ব ঈশ্বরের।

১। আমরা ঈশ্বরের প্রজা, কারণ সৃষ্টিকর্ম্ম ও খ্রীষ্টের মরণ ও পুনর্জন্ম এই সকলদ্বারা বিশ্বাসি লোক ঈশ্বরের প্রজা হইয়া উঠে।

২। রাজার নিকটে প্রার্থনা করা প্রজার উপযুক্ত কর্ম্ম।

৩। আমাদের রাজা আমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন, কারণ।

(১) আমরা তাঁহার রাজ্যের গৌরবার্থে প্রার্থনা করিয়া থাকি।

(২) তাঁহার প্রজাদের (অর্থাৎ আমাদের) মঙ্গলার্থেও প্রার্থনা করিয়া থাকি।

দ্বিতীয় ভাগ। শক্তি ঈশ্বরের।

১। আমরা শক্তিহীন।

২। আমাদের মঙ্গল করা কোন সৃষ্ট প্রাণির সাধ্য নয়।

৩। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, এই কারণ আমাদের প্রার্থনীয় দেওয়া তাঁহার অনায়াসে সাধ্য।

তৃতীয় ভাগ। গৌরব অর্থাৎ প্রশংসনীয়তা ঈশ্বরের।

১। আমরা প্রশংসনীয় নহি, এবং আপনাদের প্রশংসার্থে প্রার্থনাও করি না।

২। ঈশ্বর স্বভাবতঃ প্রশংসনীয়।

৩। পৃথিবীস্থ সকলে যেন তাঁহার প্রশংসনীয়তা

বুঝিয়া তাঁহার প্রশংসা করে, এই আমাদের বাঞ্ছা।

৪। আমাদের প্রার্থনা সফল হইলে ঈশ্বরের দয়া ও শক্তি ও বিশ্বস্ততা এই সকল প্রশংসনীয় গুণ প্রকাশ পাইবে।

৫। আমরা মনের সহিত বাক্যদ্বারা ও সদাচরণদ্বারা ইহকালে ও পরকালে ঈশ্বরের প্রশংসা করিতে স্বীকার করিতেছি।

চতুর্থ ভাগ। ঐ তিন গুণ সদাকালে ঈশ্বরের আছে। অতএব,

১। পূর্ব্বকালে অন্য২ লোকের প্রার্থনা যেমন গ্রাহ্য হইয়াছে, তদ্রূপ এই বর্ত্তমান সময়ে আমাদের প্রার্থনা ঈশ্বরের নিকটে গ্রাহ্য হয়, ইহা সম্ভব বটে।

২। আমাদের প্রার্থনার ফল নিত্যস্থায়ি হইবে।

পঞ্চম ভাগ। আমেন, এই শব্দের অর্থ সত্য। তাহার উচ্চারণের অভিপ্রায় এই।

১। সত্য, ইহা আমার মনের বাঞ্ছা বটে, আমি কাল্পনিক রূপে প্রার্থনা করি নাই।

২। সত্য, ঈশ্বর আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন, আমার প্রার্থনা নিষ্ফল শব্দমাত্র নহে।

(২২) লেবীয় ১৯; ১৭।

তুমি মনে২ আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করিও না, কিন্তু আপন প্রতিবাসিকে স্পষ্টরূপে অনুযোগ করিবা, তাহাতে তুমি তাহার পাপ ভোগ করিবা না।

প্রথম ভাগ। কর্ত্তব্য কর্ম্মের নির্ণয়।

১। কিসের নিমিত্তে অনুযোগ করিতে হয়?

(১) যে পাপ আমরা টের পাই তাহার নিমিত্তে।

(২) বিশেষতঃ দুই প্রকার পাপের নিমিত্তে, তাহা এই।

প্র৹। যে পাপ বিষয়ে দোষি ব্যক্তি নিজে জানে যে তাহা পাপ বটে।

দ্বি৹। যে পাপের দুষ্টতা আমার শিক্ষাদ্বারা তাহার বোধগম্য হইতে পারে।

২। কাহাকে অনুযোগ করা আমার কর্ত্তব্য?

(১) আমার প্রতিবাসিকে, অর্থাৎ যাহার সঙ্গে আমার আলাপ হওয়াতে এমন বোধ হয় যে সে আমার কথা শুনিবে।

(২) বিশেষতঃ জ্ঞাতি কুটুম্ব ও বন্ধুদিগকে, এবং মণ্ডলীভুক্ত লোকদিগকে।

দ্বিতীয় ভাগ। সেই কর্ম্ম কর্ত্তব্য বটে, ইহার প্রমাণ।

১। সেই কর্ম্ম না করা অপ্রেমের চিহ্ন, কারণ,

(১) পাপদ্বারা প্রতিবাসির হানি হয়।

(২) এক পাপকর্ম্মহইতে অন্য পাপ জন্মে।

(৩) পাপদ্বারা প্রতিবাসির নরকগমন হইতে পারে।

(৪) একের পাপদ্বারা অন্যেরা পাপ করিতে শিখে।

২। সেই কর্ম্ম না করিলে আমার হানি হইতে পারে।

(১) আমি নীরব থাকিলে সেই পাপে আমিও সন্তুষ্ট আছি, সকলে এমন বোধ করিবে।

(২) মানুষহইতে ভীত হইলে ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হইবেন।

(৩) নীরব থাকিলে ঈশ্বর সেই পাপ প্রযুক্ত আমাকেও দণ্ড দিবেন।

(৪) অনুযোগ করিলে আমি ভ্রাতার আত্মাকে রক্ষা করিতে পারি (যাকূব ৫; ১৯, ২০।) কিন্তু নীরব থাকিলে আমি তাহার সর্ব্বনাশের কারণ হইতে পারি; এবং তাহা অতি ভয়ানক দোষ।

৩। উদাহরণ। এলি ও তাহার দুই পুত্র, ১ শিম ৩; ১৩। পৌল ও পিতর; গালাতীয় ২; ১১। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আপন শিষ্যদিগকে ও তৎকালীয় মান্য লোকদিগকে অনুযোগ করিতেন।

তৃতীয় ভাগ। সেই কর্ম্ম কি রূপে করিতে হয়?

১। প্রার্থনা পূর্ব্বক। ২, প্রেমভাবে। ৩, নম্র মনেতে। ৪, মৃদু বাক্যদ্বারা।

আর কখনো২ অবিলম্বে অনুযোগ করা ভাল, এবং কখনো২ দোষি লোকের শীতল হওয়া পর্য্যন্ত বিলম্ব করা ভাল।

(২৩) হিতোপদেশ ৪; ১৮।

সূর্য্যের যে দীপ্তি মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত উত্তর ২ বৃদ্ধি পায়, ধার্ম্মিকদের পথ সেই তেজস্বি দীপ্তির ন্যায় হয়।

প্রথম ভাগ। উক্ত কথার অর্থ।

১। ধার্ম্মিক লোক কে? স্বয়ং ধার্ম্মিক কেহ নহে, তথাপি ধর্ম্মপুস্তকানুসারে কোন ২ লোককে ধার্ম্মিক বলা যাইতে পারে। তাহাদের লক্ষণ এই, প্রথম, খ্রীষ্টের মরণেতে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার দ্বারা পাপক্ষমা প্রাপ্ত হওয়া; দ্বিতীয়, খ্রীষ্টের আজ্ঞানুসারে আচরণ করা।

২। ধার্ম্মিক লোকের পথ কি? প্রথম, ঈশ্বর তাঁহাকে যে সুখ দুঃখাদি পথে লইয়া যান, সেই পথ। দ্বিতীয়, ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে যে ধর্ম্মপথে ধার্ম্মিক লোক গমন করে, তাহা।

দ্বিতীয় ভাগ। উক্ত কথার প্রমাণ।

১। সূর্য্য যেমন অন্ধকারে মগ্ন হইয়া তাহাহইতে উদয় পায়, তদ্রূপ ধার্ম্মিক লোক পূর্ব্বে অন্ধকারে মগ্ন হইয়া তাহাহইতে বহির্গত হয়।

২। সূর্য্য যেমন এই ভূতলহইতে ঊর্দ্ধে উঠে, তদ্রূপ ধার্ম্মিক লোক নীচস্থিত বিষয়ের চেষ্টা ত্যাগ করণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধস্থ স্বর্গের চেষ্টাতে সাংসারিক লোকহইতে স্বতন্ত্র হইয়া তাহাদের অপেক্ষা উন্নত হয়।

৩। আকাশে সূর্য্যের পথ যেমন ঈশ্বরদ্বারা নিরূপিত হইয়াছে, তদ্রূপ ধার্ম্মিক লোকের গতিরূপ পথ ঈশ্বরের পরামর্শদ্বারা, ও তাহার আচরণ-

রূপ পথ ঈশ্বরের দত্ত ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা নিরূপিত হইয়াছে।

৪। সূর্য্যের গমন যেমন হয়, তদ্রূপ ধার্ম্মিক লোকের গমনও হয়, অর্থাৎ সেও বিপথগামী হয় না, এবং কখনো দাঁড়াইয়া থাকে কখনো বা দৌড়িয়া যায় এমনও নহে, সর্ব্বদা স্থির মনেতে অগ্রসর হয়।

৫। সূর্য্য যেমন উত্তরোত্তর দীপ্তিময় হয়, তদ্রূপ ধার্ম্মিক লোকও উত্তরোত্তর দীপ্তিময় হয়, অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞানেতে ও পবিত্রতাতে ও আন্তরিক সুখেতে বাড়ে।

৬। সূর্য্যের তেজ যেমন বৃদ্ধি পায়, তদ্রূপ ধার্ম্মিক লোকও উত্তরোত্তর সুদৃশ্য ও সুন্দর হইয়া উঠে, এবং তাহাহইতে জ্ঞান ও সুখ ও পবিত্রতারূপ কিরণ নির্গত হইয়া পরের হিতজনক হইয়া উঠে।

৭। তথাপি সর্ব্ববিষয়ে সূর্য্যেতে এবং ধার্ম্মিক লোকেতে তুলনা হয় না। মধ্যাহ্নকাল উত্তীর্ণ হইলে পরে সূর্য্য যেমন নামে ও তাহার তেজ যেমন হ্রাস পায়, ধার্ম্মিক লোক তদ্রূপ নহে। সে উত্তরোত্তর ঊর্দ্ধে উঠে, এবং অবশেষে ঈশ্বরের বাসস্থান যে স্বর্গ তাহাতে উপস্থিত হইয়া আপন পিতার রাজ্যে সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ হইবে, কখনো অস্তগত হইবে না।

(২৪)   যিশায়িয় ৪৫ ; ১৯।

তোমরা বৃথা আমার অন্বেষণ কর, এ কথা আমি যাকুবের বংশকে কহি নাই।

প্রথম ভাগ। মূলবচনের মীমাংসা।

১। ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহার অন্বেষণ করিতে আশ্বাস দেন।

(১) তিনি যাকূব বংশকে অর্থাৎ ইস্রায়েল লোকদিগকে সেই প্রকার আশ্বাস দিয়াছিলেন। বিশেষতঃ যে সময়ে ইস্রায়েল লোকেরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিল সেই সময়েও আশ্বাস দিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ দ্বিতীয় বিবরণ ৪ অধ্যায় ও ৩০ অধ্যায়; এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্যং স্থান।

(২) তিনি এখনও মনুষ্যদিগকে সেই প্রকার আশ্বাস দিতেছেন, কেবল ধার্ম্মিক লোকদিগকে, তাহা নহে, কিন্তু পাপি লোকদিগকেও আশ্বাস দিতেছেন।

২। ঈশ্বরের অন্বেষণ করা কি, ইহার মীমাংসা।

(১) যে ঈশ্বরের অন্বেষণ করে, সে তাঁহার অনুগ্রহ ভোগ করিতে চাহে।

(২) ঈশ্বরের অন্বেষণ করণের উপায় এই ২। ১, পাপের জন্যে অনুতাপ। ২, প্রার্থনা। ৩, খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস, কারণ তিনিই পথ। ৪, তাঁহার আজ্ঞা পালন।

৩। ঐ প্রকার আশ্বাস দেওয়াতে ঈশ্বর আমাদিগকে প্রবঞ্চনা করেন না, ইহার প্রমাণ।

(১) ঈশ্বর মিথ্যাবাদী নহেন, তিনি মানুষের মত প্রবঞ্চনাভাবে মিষ্ট কথা কহেন এমন নহে।

(২) তিনি ইস্রায়েল লোকদিগকে বাবিলহইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং ইহার পরে তাহাদিগের প্রতি দয়া করণার্থে এখনও তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন।

(৩) তিনি আপন পুত্রকে দিয়াছেন।

(৪) ঈশ্বরের অন্বেষণ করা নিষ্ফল কর্ম্ম নহে, এমত প্রমাণ অনেকে পাইয়াছে, এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে এখনও জীবৎ আছে।

দ্বিতীয় ভাগ। বিশেষ লোকের প্রতি প্রবোধকথা।

আইস আমরা দায়ূদের ন্যায় কহি, হে পরমেশ্বর, আমরা তোমার মুখের অন্বেষণ করিব। গীত ২৫; ৮।

১। হে বিশ্বাসিগণ, দুঃখের সময়েও ঈশ্বরের অন্বেষণ কর, কারণ তিনি তোমাদিগকে আশ্বাস দেন, আর সেই আশ্বাস নিরর্থক নহে।

জগতের তাবৎ লোকদের মঙ্গলার্থেও সেই কারণে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর।

২। হে পাপিগণ, তোমরাও ঈশ্বরের অন্বেষণ কর, কারণ তিনি তোমাদিগকেও আশ্বাস দেন, এবং তোমাদিগকে প্রবঞ্চনা করিবেন না।

যদি তোমরা ঈশ্বরের অন্বেষণ না করিয়া তাঁ-

হার নিমন্ত্রণ তুচ্ছ জ্ঞান কর, তবে তোমাদের অমঙ্গল ও ভয়ানক দোষ হইবে।

---

(২৫) যিশায়িয় ৫৫ ; ৬।

যে সময়ে পরমেশ্বরকে পাওয়া যাইতে পারে এমন সময়ে তাঁহার অন্বেষণ কর, ও তিনি নিকটে থাকিতে তাঁহার কাছে প্রার্থনা কর।

১। পাপি লোকের অবস্থা।

যে ছোট বালক নিবিড় বনের মধ্যে আপন মাতাকে হারাইয়া ভ্রান্ত হয়, পাপী তাহার তুল্য।

২। পাপির প্রতি সুপরামর্শ।

তুমি যে ঈশ্বরকে হারাইয়াছ তাঁহাকে ডাক, প্রার্থনাদ্বারা। খেলার কর্ম্ম ছাড়িয়া তাঁহার অন্বেষণ কর। তিনি যে দিগে আছেন, তাহা তাঁহার আহ্বানদ্বারা বুঝিয়া সেই দিগে চল। ঈশ্বর পাপের দিগে নহেন, অতএব পাপ ত্যাগ কর। খ্রীষ্টের নিকটে গমন কর, কারণ তিনিই পথ। খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিয়া ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হও।

৩। ঈশ্বরের অন্বেষণ করণের সময়।

(১) অবিলম্বে, নতুবা তোমার ও ঈশ্বরের মধ্যে আরও তফাৎ হইবে।

(২) তিনি যে নিকটবর্ত্তী, ইহার প্রমাণ দেখিবার সময়ে। সেই প্রমাণ এই ২।

১, মনের কোমল অবস্থা। ২, সুসমাচার শ্রবণ ইত্যাদি পরিত্রাণের উপায়। ৩, অন্য পাপিগণের

মনঃপরিবর্ত্তন। (ইহার অর্থ, তোমার মন যখন কোমল হয়, এবং তুমি যখন সুসমাচার শুনিতে পাও, এবং চতুর্দ্দিগে অন্য ২ লোকের মনঃপরিবর্ত্তন হইতেছে ইহা যখন দেখিতে পাও, তখন এই সকল ঈশ্বরের চিহ্ন, সুতরাং তিনি তোমার নিকটবর্ত্তী, ইহা জানিতে পার।)

৪। বিলম্ব করা ভয়ের কর্ম্ম, ইহার কথা।

কি জানি যে সময়ে ঈশ্বরকে পাইতে পারিবা না এমত সময় আসিতেছে। এমত কোন্ ২ সময় আছে? উত্তর।

(১) মৃত্যুর পরে ঈশ্বরকে পাইতে পারিবা না, আর সেই মৃত্যু কি জানি শীঘ্র আসিবে।

(২) মৃতকল্প হইবার সময়ে এমন হইতে পারে যে তোমার চেতনা আর থাকিবে না, কিম্বা শারীরিক বেদনা প্রযুক্ত মূর্চ্ছাপন্ন হওয়াতে বিবেচনা করা তোমার আর সাধ্য হইবে না।

(৩) বিলম্ব করিলে কি জানি শেষে তোমার মন এমত কঠিন হইতে পারে, যে ধর্ম্মকথা সকল নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিবা।

---

(২৬) যিরিমিয় ২৩; ২৩, ২৪।

পরমেশ্বর কহেন, আমি কি কেবল নিকটবর্ত্তী ঈশ্বর, দূরবর্ত্তী ঈশ্বর নহি? পরমেশ্বর কহেন, আমি দেখিতে পাইব না, এমত গুপ্তস্থানে কি কেহ লুকাইতে পারে? পরমেশ্বর কহেন, আমি কি স্বর্গ ও মর্ত্ত্য ব্যাপিয়া থাকি না?

প্রথম ভাগ। ঈশ্বর সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছেন, ইহার অর্থের প্রকাশ।

১। তদ্বিষয়ক ভ্রান্তি নিবারণ।

(১) ঈশ্বরের দীর্ঘতা বা প্রশস্ততা বা উচ্চতা নাই, আর তিনি ইন্দ্রিয়ের গোচরও নহেন।

(২) হিন্দুলোকেরা যেমন পরমাত্মাকে সর্ব্ব-ব্যাপী জ্ঞান করে, ঈশ্বর সেই মত সর্ব্বব্যাপী নহেন, কারণ ঈশ্বর যিনি তিনি অংশাংশী হন না।

(৩) তথাপি ঈশ্বর সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছেন। আর তদ্বিষয়ে যে সকল রূপক কথা চলিত আছে তাহা নিরর্থক নহে। ফলতঃ তাপদ্বারা যে লৌহ লাল-বর্ণ ও তেজোময় হয়, সেই লৌহ তাপেতে ব্যাপ্ত হয়, কিন্তু তাপ সেই লৌহের কোন অংশ নহে। তদ্রূপ ঈশ্বর যদ্যপি জগতের কোন অংশ নহেন, তথাপি তিনি সর্ব্বব্যাপী বটেন, ইহা এক প্রকার সত্য। কিন্তু তাপ কিম্বা তেজ যেমন ইন্দ্রিয়গোচর হয়, ঈশ্বর তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গোচর হন না।

২। তদ্বিষয়ক সত্য অর্থের নিশ্চয়।

ঈশ্বর সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছেন।

(১) যেমন মনুষ্যশরীরের সর্ব্বত্র মন বর্ত্তমান আছে, তদ্রূপ। পায়ের অঙ্গুলি কাটিলে মন বে-দনা টের পায়, কারণ সেই অঙ্গুলিতেও মন বর্ত্তমান আছে।

(২) ঈশ্বর সর্ব্বত্র বর্ত্তমান হইয়া ঈশ্বরীয় কর্ম্ম করেন।

প্র°, তিনি সকলের সাক্ষী হইয়া সকলি দেখেন ও জানেন।

দ্বি°, তিনি কর্ত্তৃত্ব করিয়া তাবৎই আপনার বশে রাখেন, তাহাতে তাবৎই তাঁহার অধীন থাকে।

তৃ°, তিনি আপন লোকদের প্রার্থনা শুনেন।

(৩) ঈশ্বর নিকটবর্ত্তী আছেন, এবং দূরবর্ত্তীও আছেন।

প্র°, তিনি কেবল স্বর্গেতে থাকেন তাহা নহে, কিন্তু পৃথিবীতে ও নরকেতেও বর্ত্তমান আছেন। যূনস যখন তিমিমৎস্যের উদরে ছিল, তখনও ঈশ্বর তাহার নিকটে ছিলেন।

দ্বি°, তিনি কেবল গ্রিজাঘরে থাকেন তাহা নহে, কিন্তু তোমাদের ঘরে ও ক্ষেত্রেও আছেন, এবং বাজারে ও পথে ও বনেও আছেন।

(৪) তথাপি তিনি কোন২ স্থানে বিশেষরূপে বর্ত্তমান আছেন। মানুষের মন সমস্ত শরীর ব্যাপিয়াও যেমন বিশেষরূপে মস্তকে আছে, তদ্রূপ।

প্র°, স্বর্গই ঈশ্বরের বিশেষ বাসস্থান। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সেই স্থানে আছেন। আর ঈশ্বরীয় রাজসভাও তথায়।

দ্বি°, খ্রীষ্টের নামে যে সভা হয় তাহার মধ্যে তিনি বিশেষরূপে বর্ত্তমান আছেন।

তৃণ, বিশ্বাসি লোকের মন ও শরীর পবিত্র আত্মার মন্দির।

দ্বিতীয় ভাগ। প্রবোধকথা।

১। হে বিশ্বাসিগণ, ঈশ্বর সর্ব্বত্র নিকটবর্ত্তী, অতএব ১, বিশ্বাসপূর্ব্বক প্রার্থনা করিও। ২, আপনাদিগকে কখনো অরক্ষক ও নিরুপায় জ্ঞান করিও না। ৩, পিতার চক্ষুর্গোচরে তাঁহার ইষ্ট সদাচরণ সর্ব্বদা করিও।

২। হে পাপিগণ, ১, ঈশ্বর তোমাদের পাপ সকল জানেন। ২, তিনি যে স্থানে নহেন, এমন স্থান কখনও পাইতে পারিবা না। ৩, দণ্ডহইতে এড়াইতে পারিবা না।

---

২৭ সিখরিয় ৩ ; ২।

এই মনুষ্য কি অগ্নিহইতে আকৃষ্ট কাষ্ঠস্বরূপ নয়?

অতি সামান্য বস্তু যে অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠ, তাহাহইতে বহুমূল্য জ্ঞান লাভ হয়।

প্রথম ভাগ। সিখরিয়ের দৃষ্ট তিন ব্যক্তির কথা।

১। ঈশ্বরের সেবা করণ সময়ে মহাযাজকের মলিন বস্ত্র পরিহিত হওয়া অনুচিত ছিল।

২। শয়তান কপটি লোকের ন্যায় সেই দোষে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার অপবাদ করিল।

৩। পরমেশ্বরের দূত অর্থাৎ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দয়ালু হইয়া শয়তানকে ধমকাইয়া আপন নিরুত্তর

সেবককে রক্ষা করিলেন, ও তাহার দোষ ক্ষমা করিলেন, ও তাহাকে যাজকের উপযুক্ত বস্ত্র দিলেন।

৪। সেই মহাযাজক সকল বিশ্বাসিদের দৃষ্টান্ত। মলিন হওয়া তাহাদের অপরাধ বটে, তন্নিমিত্তে শয়তান তাহাদের সেই অপরাধ প্রকাশ করে, কিন্তু যীশু শয়তানকে দূর করেন, ও বিশ্বাসিদিগের পাপ ক্ষমা করেন, ও তাহাদিগকে আপন পুণ্যরূপ বস্ত্র পরিধান করান।

৫। তিনি এমন দয়ালু, ইহার কারণ এই যে তাহারা অগ্নিহইতে আকৃষ্ট কাষ্ঠস্বরূপ।

দ্বিতীয় ভাগ। এই দৃষ্টান্তহইতে নম্রতা শিক্ষা করা আমাদের উচিত।

১। সেই কাষ্ঠ অগ্নির যোগ্য ছিল। তদ্রূপ বিশ্বাসিরা নরকের যোগ্য এবং নরকজ্বালাতে পতিতপ্রায় ছিল।

২। সেই কাষ্ঠে অগ্নি লাগিয়াছিল। তদ্রূপ নরককুণ্ডহইতে উৎপন্ন পাপাগ্নি বিশ্বাসি লোকেতে লাগিয়াছিল, তদ্দারা তাহাদের অনেক হানি জন্মিয়াছিল, এবং ভয়াদি তাপও হইয়াছিল।

৩। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলেও কাষ্ঠ কালো ও ধূমযুক্ত থাকে। তদ্রূপ বিশ্বাসিদের রক্ষা হইলেও অনেক কলঙ্ক ও ত্রুটি আছে, এবং শত্রুরা তৎপ্রযুক্ত তাহাদের নিন্দা করিলে করিতে পারে।

তৃতীয় ভাগ। এই দৃষ্টান্তহইতে সান্ত্বনা জন্মে।

১। যীশুর দয়াতে আমরা নরকাগ্নিহইতে রক্ষা পাইয়াছি, তিনি আমাদিগকে অগ্নিহইতে নিস্তার করিয়াছেন।

২। তিনি আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া আর বার ত্যাগ করিবেন না, বরং আমাদের যে সকল ত্রুটি দেখেন, তৎপ্রযুক্ত আরও অধিক দয়া করিবেন, যেহেতুক অগ্নিমধ্যহইতে উদ্ধৃত মনুষ্যের যন্ত্রণা ও দুর্ব্বলতা দেখিলে দয়া জন্মে, রাগ জন্মে না।

৩। শেষে আমরা তাঁহার দয়াতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কলঙ্ক হইয়া উঠিব।

---

(২৮) মথি ৫ ; ৬।

ধর্ম্মবিষয়ে ক্ষুধিত ও তৃষ্ণার্ত লোকেরা ধন্য, যেহেতুক তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে।

প্রথম ভাগ। শব্দ বিষয়ক বিবেচনা।

১। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা।

(১) তাহা অতি দৃঢ় বাঞ্ছা।

(২) সেই বাঞ্ছাতে মনোযোগ করা নিতান্ত আবশ্যক।

(৩) সেই বাঞ্ছা কেবল বিশেষ২ বস্তুদ্বারা পূর্ণ হয়। ক্ষুধিত লোককে বস্ত্র দিলে কিম্বা তৃষ্ণাতুর লোককে অন্ন দিলে তাহার হয় না।

(৪) রোগি লোকের বড় ক্ষুধা ও তৃষ্ণা হয় না, তাহা উপশমের কিম্বা সুস্থতার চিহ্ন।

২। ধর্ম্ম।

(১) অর্থাৎ ঈশ্বরের সন্তোষের যোগ্য হওয়া। এবং

(২) ঈশ্বরের ন্যায় পবিত্র হওয়া।

দ্বিতীয় ভাগ। ধর্ম্ম বিষয়ে ক্ষুধিত ও তৃষ্ণার্ত্ত লোকের চিহ্ন।

১। ধর্ম্মের অভাব প্রযুক্ত তাহার মর্ম্মবেদনা হয়।

(১) সে আপনাকে দোষী ও দণ্ডনীয় জ্ঞান করে।

(২) আমার স্বভাব নিতান্ত মন্দ, ইহাও জানে।

(৩) সেই অবস্থা তাহার অতিশয় ক্লেশজনক বোধ হয়। উদাহরণ। প্রেরিত ২; ৩৭। ৯; ৬। ১৬; ৩০।

২। ধর্ম্ম পাইতে তাহার যত্ন আছে।

হিন্দু ও মুসলমান লোকদের মধ্যেও অনেকে ধর্ম্ম পাইবার ছলেতে অনেক শ্রম স্বীকার করে। আর যে কেহ সত্যরূপ ধর্ম্মের আকাঙ্খী হয়, সেও তাহা পাইবার জন্যে যত্ন করে। এমন ব্যক্তির বিশেষ চিহ্ন এই ২।

(১) সে প্রার্থনা করিয়া থাকে।

(২) সে ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ ইত্যাদি পরিত্রাণের যত উপায় আছে, সেই সকলেতে উদ্যোগী হয়।

(৩) সে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ও মান্য জ্ঞান করে, কারণ তিনি জীবনদায়ক খাদ্য ও জলস্বরূপ।

তৃতীয় ভাগ। সেই লোকের ধন্যতা।

সে তৃপ্ত হইবে, কারণ তাহাকে তৃপ্ত করণার্থে

ঈশ্বর যে২ দ্রব্য আয়োজন করিয়াছেন, তাহা, ১, অতি উত্তম। ২, অতি প্রচুর। ৩, অল্পমূল্যে বরং বিনামূল্যে প্রাপ্য। ৪, অক্ষয়।

প্রবোধকথা।

যে ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত নহে, সে তৃপ্ত হইবে না। আর বোধ হয় সে রোগী, কারণ সুস্থ লোকের প্রতিদিন ক্ষুধা ও তৃষ্ণা হয়।

শারীরিক ক্ষুধা ও তৃষ্ণা যেমন জানা যায়, তদ্রূপ পারমার্থিক ক্ষুধা ও তৃষ্ণা জানা যাইতে পারে, অতএব এ বিষয়ে তোমাদের অবস্থা কি তাহা প্রত্যেক বিবেচনা কর।

(২৯) মথি ৭; ২৪, ২৭।

পাষাণের উপরে গৃহনির্ম্মাণকারি এক জনের ও বালুকার উপরে গৃহনির্ম্মাণকারি অন্য জনের দৃষ্টান্ত।

প্রথম ভাগ। সেই গৃহ কি?

১। সেই গৃহ ধর্ম্মই, অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ে মানুষের অবস্থা।

২। বিশেষতঃ ঝড়ের সময়ে মানুষ গৃহমধ্যে আশ্রয় লইয়া থাকে। আর যে২ ঝড়স্বরূপ সময়ে ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া রক্ষা পাওয়া তাহার অতি আবশ্যক সেই সকল সময় এই২।

(১) দুঃখের ও শোকের সময়। (২) পরীক্ষার সময়। (৩) তাড়নার সময়। (৪) মৃত্যুর সময়। (৫) বিচারদিন।

৩। দুই প্রকার গৃহ আছে, ১, যাহা ঝড়ের সময়ে

দাঁড়াইয়া থাকে। ২, যাহা ঝড়ের সময়ে পড়িয়া যায়। তদ্রূপ দুই প্রকার ধর্ম্মও আছে।

৪। যাহা দেখা যায় তাহা সেই দুই প্রকার গৃহেতে সমান হইতে পারে, কিন্তু যাহা দেখা যায় না তাহা অসমান। এই দেশেতে গৃহের খুঁটী যদি দৃঢ় থাকে তবে ভাল, কিন্তু খুঁটী পচিয়া গেলে কিম্বা পোকাতে নষ্ট হইলে গৃহ থাকিবে না। যিহূদা-দেশের লোকেরা প্রস্তরময় গৃহেতে বাস করিত; তাহার ভিত্তিমূল দৃঢ় হইলে গৃহ দৃঢ় হইত, এবং ভিত্তিমূল অদৃঢ় হইলে গৃহ পড়িয়া যাইত।

দ্বিতীয় ভাগ। বালির উপরে নির্ম্মিত গৃহ কি?

যে ধর্ম্ম কেবল বাহ্যেতে দেখা যায়, কিন্তু যাহা-দ্বারা মানুষের মনঃপরিবর্ত্তন হয় না। এমন মানুষের বর্ণনা।

১। সে ঈশ্বরের বাক্য শুনে এবং তাহা শুনিতে ভাল বাসে।

২। তাহার ধর্ম্মজ্ঞান আছে।

৩। সে চলিত ধর্ম্মকর্ম্ম সকল করিয়া থাকে।

৪। সে ধর্ম্মবিষয়ে কথা কহে এবং লোকদের সাক্ষাতে প্রার্থনাও করে।

৫। তাহার আচার ব্যবহার মন্দ নহে।

৬। কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয়ে তাহার ত্রুটি আছে।

(১) সে গুপ্তরূপে ও নিজ পরিবারের সহিত প্রার্থনা করে না, ও নিজ ঘরের মধ্যে সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণ করিতে যত্ন করে না।

(২) সে ঈশ্বরকে সর্ব্বদা নিকটবর্ত্তী জানে না।

(৩) নম্রতা, ও পরের দোষ ক্ষমা করা, ও পরের হিতার্থে চেষ্টা করা, ও সাবধানতা, এই ২ বিষয়ে তাহার বড় মনোযোগ নাই।

তৃতীয় ভাগ। পাষাণের উপরে নির্ম্মিত গৃহ কি?

১। সেই পাষাণ খ্রীষ্টকে বুঝায়।

২। তাঁহাকে পাইবার জন্যে অন্তঃকরণরূপ ভূমি খনন করা আবশ্যক। সেই ভূমির খনন হয়,

(১) পাপের জন্যে শোকদ্বারা। (২) বিশ্বাসদ্বারা। (৩) সর্ব্ববিষয়ে খ্রীষ্টের বশীভূত হওনদ্বারা। (৪) নম্রতা ও মৃদুতা ও পরের হিতার্থক চেষ্টাদ্বারা।

৩। এমন ধর্ম্মবিশিষ্ট লোক গুপ্তরূপে ও পরিবারের সহিত প্রার্থনা করিবে, এবং নিজ ঘরের মধ্যে ধর্ম্মাচরণ করিবে।

প্রবোধকথা। তোমার ধর্ম্মরূপ গৃহ কি প্রকার? তাহা যদি বালুকার উপরে নির্ম্মিত আছে, তবে ঝড়ের সময়ে পড়িয়া তোমাকে নষ্ট করিবে। যদি পাষাণের উপরে নির্ম্মিত আছে, তবে তোমার দৃঢ় আশ্রয়স্থান হইবে।

(৩০) মথি ১১ ; ২৫ ।

হে পিতঃ, তুমি জ্ঞানবান ও বিদ্বান লোকদের নিকটে এই সকল কথা প্রকাশ না করিয়া শিশুদের নিকটে প্রকাশ করিলা, এ নিমিত্তে তোমার ধন্যবাদ করিতেছি।

খ্রীষ্টের আনন্দিত হওনের কারণ কি? না, সেই প্রকার লোকদের প্রতি অনুগ্রহ করাতে ঈশ্বর আপনার নানা গুণ প্রকাশ করেন।

১। ঈশ্বরের স্বাধীনতা। তিনি জ্ঞানি ও ধনি ও মান্য ও পরাক্রান্ত মনুষ্যদের উপকার বিনা আপন কর্ম্ম সিদ্ধ করিতে পারেন।

২। তাঁহার অনুগ্রহের শক্তি। যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অজ্ঞান তাহারা ধর্ম্মজ্ঞান পায়। ও যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা তুচ্ছনীয় তাহারা মান্য হয়।

৩। তাঁহার পরিণামদর্শিতা। সেই প্রকার লোকেরা সত্য সুসমাচার পাইলে তাহার অন্যথা করে না, কারণ বিদ্যার বিষয়ে তাহাদের অহঙ্কার নাই। এবং তাহারা মনের কথা কহিতে লজ্জিত না হওয়াতে পরের নিকটেও সুসমাচারের কথা কহে।

৪। তাঁহার দয়া। সেই লোকেরা সর্ব্বাপেক্ষা বহুসংখ্যক, এবং সর্ব্বাপেক্ষা উপক্রত। আর ঈশ্বর তাহাদিগকে ধর্ম্মজ্ঞান না দিলে তাহারা তাহা পাইত না, কারণ মান্য লোক সকল তাহাদিগকে তুচ্ছজ্ঞান করাতে তাহাদিগকে ধর্ম্মজ্ঞান প্রদান করিতে বড় চেষ্টা করিত না।

---

(৩১) মথি ১২ ; ২০।

তিনি থেঁৎলা নল ভাঙ্গিবেন না, ও সধুম শলিতা নির্ব্বাণ করিবেন না।

প্রথম ভাগ। থেঁৎলা নল।

নল দুর্ব্বল। তাহা যাবৎ দাঁড়াইয়া থাকে, তাবৎ অহঙ্কারি মনুষ্যকে বুঝায়। থেঁৎলা নল এমন মানুষকে বুঝায় যে আপনার দুর্ব্বলতা বুঝিয়া কিঞ্চিৎ নম্র হইয়াছে।

১। দুর্ব্বলতা দেখা যায়, কারণ বিশ্বাস ও স্বর্গের আশা ও প্রেম ও ধর্ম্মবিষয়ক যত্ন ও পাপের সহিত যুদ্ধ এই সকলেতে এমত লোকের দুর্ব্বলতা দেখা যায়।

২। নম্রতা দেখা যায়, কারণ ঐহিক দুঃখ ও আপদদ্বারা হউক, কিম্বা পাপের জন্যে আন্তরিক ভয় ও লজ্জা ও শোকদ্বারা হউক, তাহার অহঙ্কার নত হইয়াছে।

দ্বিতীয় ভাগ। সধূম শলিতা কিম্বা বাটী।

এমন বাটীর মধ্যে ১, তৈল আছে; এবং ২, তাহা জ্বলে বটে; কিন্তু ৩, ধূমেতে প্রায় নিবিয়া যায়; ও ৪, দুর্গন্ধ হয়। অতএব সধূম শলিতা কাহার দৃষ্টান্ত?

১। যে ধার্ম্মিক লোকের মনেতে সত্য জ্ঞানের সহিত নানা প্রকার ভ্রান্তি থাকে, তাহার। আর,

২। যে ধার্ম্মিক লোক নানা প্রকার ত্রুটি প্রযুক্ত প্রায় কাহারো প্রিয় পাত্র হয় না, তাহার।

তৃতীয় ভাগ। থেঁৎলা নলস্বরূপ কিম্বা সধূম শলিতাস্বরূপ যে ধার্ম্মিক লোক মনুষ্যদের নিকটে তুচ্ছনীয় কিম্বা অপ্রিয় ও অগ্রাহ্য বোধ হয়, তাহার প্রতি প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দয়া করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি উচ্চমস্তক নলস্বরূপ কিম্বা নির্ব্বাণ শলিতাস্বরূপ, তাহাকে তিনি যে গ্রাহ্য করিবেন, এমন কথা কহেন নাই।

---

(৩২) লূক ৫ ; ৩৬।

পুরাতন বস্ত্রেতে কেহ নূতন বস্ত্রের তালী দেয় না, যেহেতুক তাহা করিলে নূতন বস্ত্রও নষ্ট হয়, এবং পুরাতন বস্ত্রেও নূতন বস্ত্র মিলে না।

প্রথম ভাগ। শব্দের অর্থ নির্ণয়।

১। পুরাতন বস্ত্র পুরাতন ধর্ম্ম বুঝায়, ও নূতন বস্ত্র নূতন ধর্ম্মকে বুঝায়। যিহূদি লোকদের পক্ষে যিহূদি ধর্ম্ম পুরাতন ছিল, এবং এ দেশীয়দের পক্ষে হিন্দু ও মুহম্মদীয় ধর্ম্ম পুরাতন, কিন্তু নূতন ধর্ম্ম খ্রীষ্টধর্ম্ম।

২। আর পুরাতন বস্ত্র পুরাতন স্বভাব বুঝায়, ও নূতন বস্ত্র নূতন স্বভাবকে বুঝায়, কারণ মানুষের স্বভাবই তাহার ধর্ম্মের সার।

৩। যাহা পুরাতন তাহা,

(১) অনেক দিনাবধি চলিত কিম্বা ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ পুরাতন ধর্ম্ম অনেক দিনাবধি চলিত,

এবং ঐ পুরাতন স্বভাব জন্মকালাবধি মানুষের হইয়া আসিতেছে। আর,

(২) পুরাতন বস্ত্র জীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য। ঐ পুরাতন ধর্ম্ম অকর্ম্মণ্য, এবং পুরাতন স্বভাবও মন্দ।

(ঈশ্বর যদ্যপি মূসাদ্বারা যিহূদি ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছিলেন তথাপি তাহাও যীশুর সময়ে পুরাতন বস্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল)

৪। ঐ যে নূতন ধর্ম্ম ও স্বভাব, তাহা,

(১) পূর্ব্বে তোমাদের ছিল না। আর,

(২) তাহা শক্ত ও কর্ম্মযোগ্য, কারণ তাহা ঈশ্বরের সৃষ্ট ও উত্তম ও নিত্যস্থায়ি।

দ্বিতীয় ভাগ। নিষিদ্ধ কর্ম্মের বিবেচনা।

১। পুরাতন বস্ত্রে নূতন বস্ত্রের তালী দিলে নূতন বস্ত্র নষ্ট হয়, এবং সেই তালীতে পুরাতন বস্ত্র সুন্দর হয় না।

২। তদ্রূপ পুরাতন ধর্ম্মে খ্রীষ্টধর্ম্ম কিম্বা পুরাতন স্বভাবে নূতন স্বভাব যোগ করিলে,

(১) খ্রীষ্টধর্ম্ম ও নূতন স্বভাব বিকৃত হয়, অর্থাৎ তাহার সৌন্দর্য্য ও তেজ নষ্ট হয়। গালাতীয়দের পত্র দেখিবা। অম্ল তাড়ীতে অনেক ময়দা দুর্গন্ধ হয়।

(২) মনুষ্যদের মনেতে সন্দেহ জন্মে, ও তাহারা হাস্য করে।

৩। অতএব পুরাতন বস্ত্র নিতান্ত ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করা কর্ত্তব্য। আর সেই নূতন

বস্ত্র দুষ্প্রাপ্য নহে, কারণ নূতন ধর্ম্ম ও নূতন স্বভাবরূপ উত্তম বস্ত্র ঈশ্বরের নিকটে বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

৪। ঐ নিষিদ্ধ কর্ম্ম কে করে?

(১) যাহারা আপনাদিগকে খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া এখনও পুরাতন স্বভাবানুসারে আচরণ করিয়া থাকে।

(২) যাহারা খ্রীষ্টীয়ান হইয়াও নানা বিষয়ে হিন্দু কিম্বা মুহম্মদীয় লোকদের মত আচরণ করে। এমত বিষয় বন্ধু মরিলে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করা, ও জাতির বিষয়ে পূর্ব্ববৎ অহঙ্কার করা, ও বাল্যকালে সন্তানদের বিবাহ দেওয়া, ও গণকাদি লোককে মান্য করা, ইত্যাদি।

---

(৩৩) লূক ৭; ৪৭।

ইহার অধিক পাপ ক্ষমা হইল, এই জন্যে অধিক প্রেম করিতেছে; কিন্তু যাহার অল্প পাপ ক্ষমা করা যায়, সে অল্প প্রেম করিতেছে।

প্রথম ভাগ। খ্রীষ্টকে প্রেম করণের চিহ্ন কি?

১। প্রার্থনাদ্বারা বার ২ তাঁহার সহিত আলাপ করা।

২। প্রেমের সামান্য চিহ্ন। মনুষ্যের অন্তরস্থ প্রেম ও আনন্দ ও ভয় ও ক্রোধ প্রভৃতি যেমন তাহার বাক্যাদিদ্বারা প্রকাশ পায়, তদ্রূপ খ্রীষ্টের প্রতি যে প্রেম তাহাও বাক্যাদিদ্বারা প্রকাশ পায়।

৩। নির্ভয়ে মনুষ্যদের সাক্ষাতে খ্রীষ্টের নাম স্বীকার করা।

৪। খ্রীষ্টের নিমিত্তে অর্থব্যয় ও শ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করা।

৫। তাঁহার আজ্ঞা পালন করা।

দ্বিতীয় ভাগ। খ্রীষ্টকে প্রেম করণের মূল কি?

১। তিনি উত্তম শিক্ষক ছিলেন, এবং অনেক আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিতেন, এবং অতি পবিত্র আছেন, এই জন্যে তাঁহার যে আদর করা তাহা ভাল বটে, কিন্তু তাহা সেই প্রেমের মূল নহে।

২। তিনি পাপ ক্ষমাদ্বারা আমাদিগকে অতিশয় বাধিত করিয়াছেন, ইহা মনেতে দৃঢ় রূপে জ্ঞাত হওয়া সেই প্রেমের মূল। যে কেহ তাহা জ্ঞাত আছে, সে,

(১) আপনাকে অতিশয় পাপিষ্ঠ ও পাপপ্রযুক্ত নরকের যোগ্যপাত্ররূপে জানিয়া নম্র আছে।

(২) এবং খ্রীষ্টের নিকটে পাপের মার্জ্জনা চাহে।

(৩) পরে সেই পাপের মার্জ্জনা পায়।

(৪) আর আমাদিগের পাপ ক্ষমা করণার্থে খ্রীষ্ট যে সকল ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা পুনঃ২ মনে বিবেচনা করে।

তৃতীয় ভাগ। খ্রীষ্টের প্রতি প্রেম, এবং পাপের মার্জ্জনা এই দুইয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ আছে?

১। যে কেহ খ্রীষ্টকে প্রেম করে না, সে পাপের মার্জ্জনা পায় নাই এই কারণ তাঁহাকে প্রেম করে না।

২। যে কেহ খ্রীষ্টকে অল্প প্রেম করে, তাহার অল্প পাপ আছে, এমন নহে, কিন্তু খ্রীষ্টের নিকটে আমি বড় বাধিত নহি, তাহার এমন বোধ হইতেছে।

৩। খ্রীষ্টকে অধিক প্রেম করিতে যদি আমরা বাঞ্ছা করি, তবে

(১) আমাদের পাপাবস্থা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হয়.

(২) এবং খ্রীষ্টের যে অতুল্য দয়াদ্বারা আমরা পুনঃপুনঃ পাপের মার্জ্জনা পাইয়া থাকি, তাহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হয়।

শেষভাগ। খ্রীষ্টকে প্রেম করা আমাদের আবশ্যক কেন?

১। সেই প্রেম বিশ্বাসের ও পরিত্রাণের প্রমাণ।

২। সেই প্রেম ধর্ম্মাচরণের মূল।

আমরা খ্রীষ্টকে প্রেম করি কি না, এবং তাঁহাকে অধিক কি অল্প প্রেম করি, এই বিষয়ে আপনাদের পরীক্ষা করা আমাদের অতি আবশ্যক।

---

(৩৪) লূক ১১ ; ২৮।

তিনি কহিলেন, যাহারা পরমেশ্বরের কথা শুনিয়া পালন করে, বরঞ্চ তাহারাই ধন্য।

প্রথম ভাগ। খ্রীষ্টের মাতার যে ধন্যবাদ, তাহার বিষয়ে তিনি যাহা কহিলেন তাহার কথা।

১। তাহা অযথার্থ ইহা তিনি কহিলেন না।

২। কিন্তু তাহা বড় ফলযুক্ত নহে ইহা কহিলেন।

৩। আর আমার মাতার ন্যায় অন্য ২ লোকও ধন্য, তাহাদের বিষয়ে যে বিবেচনা সে বরং ফল-যুক্ত, ইহা কহিলেন।

দ্বিতীয় ভাগ। যাহারা মরিয়মের ন্যায় ধন্য সেই লোকদের নির্ণয়।

১। তাহারা ঈশ্বরের কথা শুনে।

(১) অর্থাৎ তাহা শুনিতে চাহিলে শুনিতে পারে। অনেকে চাহিলেও তাহা শুনিতে পায় না।

(২) আর তাহা শুনিতে যত্ন করে। অনেকের এ বিষয়ে কোন যত্ন নাই।

(৩) আর শুনিবার সময়ে মনোযোগী হয়। অনেকে কেবল কর্ণদ্বারা তাহা শুনে।

২। তাহারা ঈশ্বরের বাক্য পালন করে।

(১) অর্থাৎ তাহা বহুমূল্য জ্ঞান করে ও ধনের ন্যায় মনের মধ্যে গোপন করে।

(২) ও সেই বাক্যানুসারেই বিশ্বাস করিতে হয়, ইহা স্থির করে।

(৩) ও সেই বাক্যানুসারে আচরণ করিতে হয়, ইহা স্থির করিয়া তদনুসারে পাপ ত্যাগ করিয়া বিশ্বাসী হয় ও ধর্ম্মাচরণ করে।

তৃতীয় ভাগ। এমন লোক যে মরিয়মের ন্যায় ধন্য, ইহার প্রমাণ।

১। খ্রীষ্টের কথা। মথি ১২; ৫০। লূক ৮; ২১।

২। অন্য প্রমাণ।

(১) সেই বাক্যদ্বারা তাহার পুনর্জন্ম হয়, (যাক

১ ; ১৮) তাহাতে সে ঈশ্বরের সন্তান হইয়া উঠে।

(২) ও পাপের ক্ষমা পায়।

(৩) ও নূতন স্বভাব পায়।

(৪) ও স্বর্গের অধিকারী হয়।

চতুর্থ ভাগ। প্রবোধকথা।

১। এই রূপ ধন্যতা তোমাদের সকলের প্রাপ্তব্য।

২। তোমরা যেন তাহা প্রাপ্ত হও, এই ঈশ্বরের বাঞ্ছা

৩। তোমরা কি তাহা পাইয়াছ ?

---

(৩৫) লূক ১২ ; ৩২।

হে ক্ষুদ্র মেষপাল, ভয় করিও না; তোমাদিগকে রাজ্য দিতে তোমাদের পিতার অভিমত আছে।

প্রথম ভাগ। যীশুর শিষ্যদের বর্ণনা।

১। তাহারা মেষস্বরূপ, অর্থাৎ অহিংসুক, ও মৃদুশীল, ও পরের লাভজনক কিম্বা উপকারী।

২। তাহারা পালস্বরূপ হইয়া একত্র থাকে ও পরস্পর প্রেম করে।

৩। তাহারা আপন পালককে চিনে, ও তাঁহার রব শুনে, ও তাঁহার পশ্চাদ্গমন করে, ও তাঁহাকে বিশ্বাস করে ও প্রেম করে, ও তাঁহার আশ্রয়ে থাকে।

দ্বিতীয় ভাগ। যীশুর শিষ্যদের ভীত হওনের কথা।

মেষগণ যেমন স্বয়ং ভীরু আছে, তদ্রূপ যীশুর শিষ্যেরাও ভীত আছে, তাহার কারণ।

১। তাহাদের অজ্ঞানতা ও দুর্ব্বলতা।

২। পালের ক্ষুদ্রতা।

৩। তাহাদের শত্রুগণ, অর্থাৎ (১) নিন্দক ও তাড়নাকারি লোক. (২) ভ্রামক লোক সকল, (৩) শয়তান।

তৃতীয় ভাগ। তাহাদের সান্ত্বনা।

১। তাহারা যে ঈশ্বরের পালস্বরূপ আছে, তিনি সর্ব্বশক্তিমান।

২। তাহাদের পালক তাহাদিগকে প্রেম করেন।

৩। ইহকালে কিঞ্চিৎ ভয় ও ক্লেশ পাইলে পরে তাহারা স্বর্গে সুখস্থান পাইবে, ঈশ্বর ইহা অঙ্গীকার করিয়াছেন। এবং তিনি বিশ্বস্ত, আপনার কথা অবশ্য সফল করিবেন।

---

(৩৬) যোহন ১; ২৯।

ঐ দেখ ঈশ্বরের মেষশাবক যাহাদ্বারা জগতের পাপ দূর করা যায়।

প্রথম ভাগ। যীশু মেষশাবকস্বরূপ।

১। তিনি অহিংসুক ও নিষ্পাপ।

২। অতি সহিষ্ণু। যিশায়িয় ৫৩।

৩। বলিদেয়। যিরূশালমস্থ মন্দিরে অন্য সকল প্রকার বলি অপেক্ষা অধিক মেষশাবকের বলিদান হইত। গণনাপুস্তকের ২৮ ও ২৯ অধ্যায় দেখিবা।

দ্বিতীয় ভাগ। যীশু জগতের পাপনাশক।

১। তিনি জগৎস্থ তাবৎ মনুষ্যদের পাপের ভার আপনার উপরে লইলেন, অর্থাৎ পাপি সকলের জামীন হইলেন।

২। আর সেই সমস্ত পাপের দণ্ড ভোগ করিলেন, অর্থাৎ পাপি সকলের ঋণ পরিশোধ করিলেন।

৩। যে কেহ তাঁহাকে জামীনরূপে গ্রাহ্য করে তাহার পাপক্ষমা হয়। কিন্তু যে কেহ তাঁহাকে আপন জামীনরূপে স্বীকার না করে, সে আপন পাপের দণ্ড আপনি ভোগ করিবে, এবং খ্রীষ্টকে তুচ্ছজ্ঞান করাতে আরও দণ্ডনীয় হইবে।

তৃতীয় ভাগ। যীশু ঈশ্বরের মেষশাবক।

১। তিনি ঈশ্বরের গ্রাহ্য বলি।

২। ঈশ্বর আপনি জগতের প্রতি দয়া করিয়া তাঁহাকে দিয়াছেন।

প্রবোধকথা।

১। হে পাপি, তুমি সেই মেষশাবকের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, অন্য কোন স্থানে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না।

২। হে ভীত লোক, সেই মেষশাবককে দেখ, তিনি তোমার তাবৎ পাপ বহন করিয়াছেন, যেহেতুক তুমিও জগৎস্থ লোকদের মধ্যে এক জন আছ।

৩। হে বিশ্বাসি লোক, সেই মেষশাবকের ন্যায় তুমিও অহিংসুক ও মৃদুশীল হও।

(৩৭) যোহন ১৪ ; ২৭।

আমি তোমাদের স্থানে শান্তি রাখিয়া যাইতেছি, আমার নিজের শান্তি তোমাদিগকে প্রদান করিতেছি ; জগতের লোক যেমন দান করে, আমি তদ্রূপ দান করি না।

মুসলমানাদি লোকদের মধ্যে বিদায় হওনের সময়ে যে সেলাম শব্দ চলিত আছে, তাহা শান্তি বুঝায়, কিন্তু তাহাদের সেলাম দেওয়া শব্দমাত্র। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এই জগৎহইতে বিদায় হওন সময়ে আপন শিষ্যদিগকে যে সেলাম দিয়াছেন, তাহা শব্দমাত্র নহে, বরং তিনি তাহাদিগকে প্রকৃত শান্তি দেন।

প্রথম ভাগ। সেই শান্তি কি ?

১। ঈশ্বরের সহিত মিলিত হওন, অর্থাৎ তাঁহার অনুগ্রহের ও স্নেহের পাত্র হওন।

২। মনের ত্রাসহইতে মুক্ত হওন, অর্থাৎ পাপজন্য ও ক্লেশজন্য যে ভয়, তাহাহইতে মনের মুক্ত হওন।

৩। আন্তরিক সুখ, এবং তাহার সহিত সংলগ্ন এই তিন গুণ।

(১) মৃদুতা ও প্রেমভাব।

(২) ঈশ্বরের সন্তোষ জন্মাওনের চেষ্টা।

(৩) স্বর্গীয় সুখভোগের প্রত্যাশা।

দ্বিতীয় ভাগ। সেই শান্তিকে খ্রীষ্টের শান্তি বলা যায় কেন ?

১। যেহেতুক তিনি সেই শান্তি সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিয়াছিলেন।

২। যেহেতুক আমাদের নিজের শান্তি নাই, কেবল খ্রীষ্টের যে শান্তি তাহার ভাগী হইলে আমরা শান্তি পাইতে পারি।

ইহার কারণ এই যে আমরা পাপিষ্ঠ, কিন্তু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র; অতএব যে পর্য্যন্ত আমরা খ্রীষ্টের ভ্রাতারূপে গ্রাহ্য না হই, তাবৎ পর্য্যন্ত শান্তিহীন থাকিব।

৩। যেহেতুক খ্রীষ্ট সেই শান্তি দিলে দিতে পারেন; কিন্তু তাহা আমাদিগকে দেওয়া তাঁহার কিছু আবশ্যক নহে।

তৃতীয় ভাগ। সেই শান্তি কি প্রকারে আমাদের প্রাপ্য হয়?

১। খ্রীষ্ট দয়াপ্রযুক্ত তাহা বিনামূল্যে দেন।

২। তাঁহার মৃত্যু আমাদের সেই শান্তিভোগের মূল। যেমন ধনি লোকের জীবদ্দশাতে অন্য কেহ তাহার ধনকে ভোগ করিতে পারে না, কিন্তু সে ধনি লোক মৃত্যুর সময়ে আপন ধন যাহাকে দেয় সে তাহার অধিকারী হয়; তদ্রূপ খ্রীষ্ট জীবৎ থাকিলে আমরা তাঁহার শান্তিরূপ ধন ভোগ করিতে পাইতাম না, কিন্তু তিনি মরণের সময়ে আমাদিগকে তাহা দিয়াছেন; এই জন্যে আমরা তাহার অধিকারী হইয়াছি।

৩। তিনি সেই শান্তিকে পবিত্র আত্মাদ্বারা আমাদিগকে দেন, অর্থাৎ পবিত্র আত্মা সেই শান্তিরূপ ধনের বিতরণকর্ত্তা।

৪। আলোকে যেমন চক্ষুদ্বারা গ্রহণ করিতে হয়, তদ্রূপ সেই শান্তিকে বিশ্বাসদ্বারা গ্রহণ করিতে হয়।

চতুর্থ ভাগ। সেই শান্তি যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন, ইহার প্রমাণ কি?

১। অন্য কোন প্রকার ধন মনকে তৃপ্ত করে না, কিন্তু শান্তিধন মনকে সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত করে।

২। শান্তিধন যাহার না হয়, সে অন্য সকল প্রকার ধনভোগের সময়েও সুখী হয় না।

৩। অন্য সকল প্রকার ধন চঞ্চল, কিন্তু শান্তিধন অনন্ত কালস্থায়ি।

---

(৩৮) যোহন ১৮; ১১।

আমার পিতা আমাকে পান করিতে যে পাত্র দিলেন, আমি কি তাহাতে পান করিব না?

প্রথম ভাগ। দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য।

১। কখন২ পানপাত্রদ্বারা সুখ বুঝায়। গীত ২৩।

২। কখন২ তাহাদ্বারা দুঃখ বুঝায়, বিশেষতঃ।

(১) দণ্ড। কোন২ দেশে কাহারও প্রাণদণ্ড হইলে বিষে পরিপূর্ণ এক পাত্র তাহাকে দেওয়া যাইত। পানপাত্র যে দণ্ড বুঝায়, ইহার প্রমাণ যিরিমিয়ের ২৫ অধ্যায়ে দেখিবা।

(২) ঔষধ।

৩। যে পানপাত্র খ্রীষ্টকে দেওয়া গেল তাহাদ্বারা

আমাদের পাপের দণ্ড বুঝায়। তিনি সেই দণ্ড ভোগ করাতে অপমান এবং শারীরিক ও মানসিক দুঃখ পাইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় ভাগ। খ্রীষ্ট সেই পানপাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহার মীমাংসা।

১। গ্রহণ করণের কারণ এই যে সেই পাত্র আপন পিতার দত্ত পাত্ররূপে জ্ঞান করিলেন।

(১) পিতার আজ্ঞাবহ হওয়া আমার উচিত, ইহা তিনি মনে স্থির করিলেন।

(২) সেই পাত্র আমাকে অকারণে দেওয়া যায় না ইহা বুঝিলেন।

প্রং, খ্রীষ্ট পাপিদের প্রতিনিধি ছিলেন, এই কারণ তাঁহার দণ্ড ভোগ করা উপযুক্ত ছিল।

দ্বিং, সেই পাত্র পাপিদের স্বাস্থ্যজনক ঔষধ। খ্রীষ্ট যদি তাহা না খাইতেন, তবে কোন পাপি লোক বাঁচিত না।

২। এই কারণ তিনি নম্রতাপূর্ব্বক তাহাতে পান করিলেন। ইহার বর্ণনা ধর্ম্মপুস্তকে দেখিবা।

তৃতীয় ভাগ। বিশ্বাসি লোকদের প্রতি প্রবোধকথা।

১। বিশ্বাসি লোককেও বার২ দুঃখরূপ পানপাত্র দেওয়া যায়। অর্থাৎ (১) শারীরিক দুঃখ ও ব্যথা। (২) মানসিক দুঃখ ও শোক। (৩) অপমান ও তাড়না।

২। এই রূপ পাত্র যিনি দেন, তিনি শত্রু নহেন, কিন্তু পিতা, ইহা মনে স্থির করা তাহাদের উচিত।

৩। তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হওয়া তাহাদের উচিত, ইহার প্রমাণ।

(১) পিতার আজ্ঞাবহ হওয়া সন্তানের উচিত।

(২) ঈশ্বরের যে অভিপ্রায় তাহা উত্তম।

প্রং, সেই পাত্র ঔষধস্বরূপ হইতে পারে।

দ্বিং, কোন পাপ করিলে যদি তোমার দণ্ড হয়, তবে কেবল তুমি সাবধানতা শিখিবা, তাহা নহে, অন্যেরাও তাহা শিখিতে পারে।

তৃং, তোমার নম্রতা দেখিলে অন্যেরাও সু-শিক্ষা পাইবে।

৪। তিক্ত দ্রব্য ঘৃণার্হ বোধ হয়, অতএব সেই ঘৃণা যেন ঘুচে, এই জন্যে

(১) প্রার্থনা কর। (২) সাহসী হও। অসম্মতি প্রযুক্ত বিলম্ব করিলে ঘৃণা ঘুচিবে না।

৫। হে পাপি, সাবধান, যেন শেষে তোমাকে ক্রোধ-পাত্র দেওয়া না যায়।

---

(৩৯) রোমীয় ৮; ২৬।

আত্মাও আমাদের দুর্ব্বলতার প্রতিকার করেন, ফলতঃ কিসের জন্যে প্রার্থনা করিতে হয় তাহা আমরা উপযুক্ত রূপে জানি না, কিন্তু আত্মা আপনি অস্পষ্ট আর্ত্তস্বরদ্বারা আমাদের নিমিত্তে সাধনা করেন।

প্রথম ভাগ। আমাদের অজ্ঞানতা ও দুর্ব্বলতা।

১। ইহার পরে আমাদের প্রতি যাহা২ ঘটিবে তাহা আমরা জানি না।

২। আমরা আপন২ মনের অবস্থাকেও উপযুক্ত রূপে জানি না।

৩। অতএব আমাদের কি২ প্রয়োজন তাহা বলিতে পারি না।

৪। আর যাহা জানিতে পারি তাহাও বার২ বিস্মৃত হই, কিম্বা তাহাতে মনোযোগ হয় না, কিম্বা বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না।

৫। আর বিশেষ২ অবস্থাতে আমাদের অজ্ঞানতা বিশেষরূপে প্রকাশ পায়, ইহার উদাহরণ।

(১) অজ্ঞান ও অল্পবুদ্ধি লোক।

(২) শোকান্বিত ও ভয়গ্রস্ত লোক।

(৩) বৃদ্ধ ও পীড়িত ও মৃতকল্প লোক।

দ্বিতীয় ভাগ। পবিত্র আত্মার উপকার।

১। তাহার উপায় অস্পষ্ট আর্ত্তস্বর।

(১) তাহা নম্রতার চিহ্ন, এবং,

(২) যত্নের চিহ্ন, কিন্তু,

(৩) অস্পষ্ট, অর্থাৎ শিশুর ক্রন্দনের কিম্বা বোবার চীৎকারের ন্যায়।

২। সেই আর্ত্তস্বর নিষ্ফল থাকে না, কারণ,

(১) তাহা ঈশ্বরের বোধগম্য। যেমন শিশুর অভিপ্রায় ক্রন্দনদ্বারা ও বোবা বালকের অভিপ্রায় চীৎকারশব্দদ্বারা মাতার বোধগম্য হয় তদ্রূপ।

(২) আর তাহা ঈশ্বরের গ্রাহ্য, কেননা পবিত্র আত্মা তাহার উৎপাদক।

(৪০) রোম ১২ : ১।

হে ভ্রাতৃগণ, আমি ঈশ্বরের দয়া প্রযুক্ত তোমাদের নিকটে এই বিনতি করিতেছি, তোমরা আপনং শরীরকে সজীব ও পবিত্র ও ঈশ্বরের গ্রাহ্য বলিরূপে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ কর, এই তোমাদের উপযুক্ত সেবা।

যেং ধর্ম্মকথা সত্যজ্ঞান করা আমাদের উচিত, সেই সকল কথা পৌল প্রেরিত এই পত্রের প্রথম ভাগে লিখিয়া বারো অধ্যায়ের প্রথম পদ অবধি আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা প্রকাশ করেন। সেই কথার মধ্যে যে প্রথম কথার বিবেচনা এখন হইতেছে, তাহা সকলের সার, অতএব তাহাতে বিশেষরূপে মনোযোগ করা আমাদের উচিত।

প্রথম ভাগ। আমাদের কি করা কর্ত্তব্য? না, আপনং শরীরকে বলিরূপে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করা।

১। পাপের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে তাহা করিতে হইবে এমন নহে। বলির মৃত্যু না হইলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। প্রভু যীশুর মৃত্যুদ্বারা সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। অতএব আমাদের নিজং শরীরকে উৎসর্গ করা প্রায়শ্চিত্তার্থক নহে, কিন্তু ঈশ্বরহইতে যেং অনুগ্রহ পাইয়াছি, তাহার নিমিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থক বলিদান হয়। আমাদের দৈবসিক আচরণদ্বারা ঈশ্বরের নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা আমাদের কর্ত্তব্য, এই সার।

২। আমাদের শরীরকে বলিরূপে উৎসর্গ করিতে

হয়। কেবল মুখের কথা দিলে হয় না। কেবল ধন দিলে হয় না। মনকে দিতে হয়, এবং শরীরকেও দিতে হয়। যে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়া আমরা পূর্ব্বে পাপের সেবা করিতাম, তাহা দিয়া এখন ঈশ্বরের সেবা করিতে হয়। এবং তদ্রূপ মন দিয়াও তাঁহার সেবা করিতে হয়।

৩। আমরা আর আপনাদের নহি, ঈশ্বরের হইয়াছি, ইহা মনে স্থির করিতে হয়।

৪। আপনারই শরীরকে দিতে হয়। পরের ধর্ম্মাচরণে কিম্বা পরের প্রার্থনাদি ধর্ম্মকর্ম্মেতে আমাদের কি লাভ হইবে? ঈশ্বর আমার কিম্বা তোমার নিজ মন ও শরীরকে চাহেন, তাহা না দিয়া পরের উপরে ভার রাখিলে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন না।

দ্বিতীয় ভাগ। সেই শরীররূপ বলি কেমন করিয়া দান করিতে হয়?

১। মূসার আজ্ঞানুসারে যেমন পশুরূপ বলি সকল প্রথমে ঈশ্বরের মন্দিরে আনীত হইত, তদ্রূপ এখন আমাদের উচিত যেন মণ্ডলীভুক্ত হইয়া প্রকাশরূপে ঈশ্বরের সেবা করি, যেহেতুক ঐ মন্দির খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর দৃষ্টান্ত ছিল।

২। শরীরকে সজীব বলিরূপে উৎসর্গ করিতে হয়। ঈশ্বর আমাদের নিকটে তপস্যা চাহেন না। শরীরের ও মনের যত শক্তি আছে, সেই সকলদ্বারা ঈশ্বরের সেবা করিতে হয়। তাঁহার

সেবাতে আলস্য করা কি শিথিল হওয়া আমাদের অনুচিত। এবং যাবৎ আমরা জরাগ্রস্ত না হই, তাবৎ পাপের সেবা করিয়া কেবল বৃদ্ধাবস্থাতে ঈশ্বরের সেবা করা ভাল নয়।

৩। শরীরকে পবিত্র বলিরূপে উৎসর্গ করিতে হয়। অতএব আমাদের মন যেন পবিত্র হয়, এবং আমাদের চক্ষু ও হস্ত ও পাদাদি শরীরের অঙ্গ সকল যেন আর পাপের অস্ত্র না হইয়া ধর্ম্মের অস্ত্রস্বরূপ হয়, এমন চেষ্টা ও প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য।

৪। শরীরকে গ্রাহ্য বলিরূপে দান করিতে হয়। যীশুর মরণে বিশ্বাসী না হইলে আমরা ঈশ্বরের নিকটে কখনো গ্রাহ্য হইতে পারি না, অতএব সর্ব্বদা এমন বিশ্বাস পূর্ব্বক ঈশ্বরের সেবা করা কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন নম্র হওয়াও আবশ্যক, যেহেতুক অহঙ্কারি মানুষ ঈশ্বরের ঘৃণাস্পদ।

তৃতীয় ভাগ। আমরা নিজ২ শরীরকে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিব কেন? তাহার দুই কারণ আছে।

১। এ আমাদের উপযুক্ত সেবা, যেহেতুক তাহা মনুষ্যেরও যোগ্য এবং ঈশ্বরেরও যোগ্য হয়।

২। ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ ও দয়া আমাদের প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে, তন্নিমিত্তেও এই রূপ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে হয়।

(১) আমাদের যে শরীর ও মন আছে, তাহা সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রমাণ।

(২) সকলের শাসনকর্ত্তা ঈশ্বর অদ্য পর্য্যন্ত আমাদের প্রতি মনোযোগ করিয়া আসিতেছেন, ইহাও তাঁহার অনুগ্রহের ও দয়ার প্রমাণ।

(৩) বিচারকর্ত্তা ঈশ্বর আমাদের পাপের প্রতিফল অদ্য পর্য্যন্ত না দিয়া যে চিরসহিষ্ণুতা দেখাইয়াছেন, সেও তাঁহার দয়ার প্রমাণ।

(৪) ঈশ্বর আপন প্রিয় পুত্রের মস্তকে আমাদের পাপের ভার রাখিয়া তাঁহার মৃত্যুর গুণে আমাদিগকে নরকহইতে উদ্ধার করিয়া স্বর্গের অধিকারী করিয়াছেন, ইত্যাদি আমাদের পরিত্রাণসম্বন্ধীয় উপায় সকল ঈশ্বরের দয়ার প্রমাণ। তবে সেই দয়ালু ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করণার্থে আমরা কি না করিব?

---

(৪১) ১ করিন্থীয় ১০; ১৩।

মানুষের প্রতি যে পরীক্ষা সম্ভব হয় তাহা ব্যতিরেকে তোমাদের আর কোন পরীক্ষা ঘটে নাই; আর বিশ্বাস্য যে ঈশ্বর তিনি তোমাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত পরীক্ষাতে তোমাদিগকে পড়িতে দিবেন না, কিন্তু তোমরা যেন সহ্য করিতে পার, এই জন্যে পরীক্ষা ঘটনের সময়ে রক্ষার পথ প্রস্তুত করিবেন।

প্রথম ভাগ। পরীক্ষার বর্ণনা। পরীক্ষা দুই প্রকার।

১। দুঃখরূপ পরীক্ষা। দুঃখদ্বারা আমাদের ধর্ম্ম বিষয়ক শক্তির পরীক্ষা করা যায়। সেই দুঃখ নানা প্রকার, অর্থাৎ,

(১) ধর্ম্মপ্রযুক্ত পরিহাস ও তাড়না।

(২) পীড়া ও সন্তানদের মরণ ইত্যাদি।

(৩) দরিদ্রতা। এই ২ প্রকার দুঃখের সময়ে ধর্ম্মে স্থির থাকা কঠিন, কারণ ঈশ্বরের সেবা হঠাৎ ক্লেশজনক বোধ হয়, তাহাতে অনেকের মন চঞ্চল হয়।

২। কুমতিজনক পরীক্ষা। সেই কুমতি কখনো ঈশ্বরহইতে জন্মে না। তাহা জন্মিতে পারে ইহার কারণ এই ২।

(১) স্বভাবের দুষ্টতা; বিশেষতঃ আলস্য ও কামুকতা ও রাগ ও অহঙ্কার।

(২) সুখ কিম্বা লাভ কিম্বা মান পাইবার ভরসা যাহাদ্বারা জন্মে এমত ঘটনা।

(৩) পরের মন্দ পরামর্শ ও মন্দ কর্ম্ম। পটীফরের স্ত্রী ও আয়ুবের স্ত্রী।

(৪) শয়তানের শত্রুতা, কারণ মধ্যে ২ শয়তান মনের মধ্যে মন্দ সঙ্কল্প ও ইচ্ছা জন্মাইতে চেষ্টা করে।

দ্বিতীয় ভাগ। ঈশ্বর যে ২ অভিপ্রায়ে আমাদের পরীক্ষাতে সম্মত হন তাহার মীমাংসা।

১। আমাদের হিতার্থে।

(১) আমরা যেন নিজ দুর্ব্বলতা বুঝিয়া লজ্জিত ও নম্র হই।

(২) আমাদের পাপস্বভাব দূর করিবার নিমিত্তে।

(৩) আমাদের সম্মান করিবার জন্যে, কারণ যে

ব্যক্তি পরীক্ষার মধ্যে স্থির থাকে, সে পরীক্ষিত ও বিশ্বাস্য হওয়াতে সম্মানের যোগ্য হয়। পরীক্ষিত স্বর্ণ বহুমূল্য। গোরুর কিম্বা নৌকার মূল্য পরীক্ষাদ্বারা নিশ্চয় করা যায়।

২। পরের জন্যে।

(১) ঈশ্বরের লোক আমাদের পরীক্ষা দেখিলে সাবধানতা শিখিতে ও সাহস পাইতে পারে।

(২) যদি আমরা পরীক্ষাতে স্থির থাকি, তবে শয়তান ও ঈশ্বরের শত্রুগণ লজ্জিত হইবে।

তৃতীয় ভাগ। পরীক্ষার সময়ে সান্ত্বনাজনক কথা।

১। যীশু ও তাবৎ ধার্ম্মিক লোক পরীক্ষিত হইয়াছেন।

২। পরীক্ষা কোন অসম্ভব ঘটনা নহে, কারণ.

(১) আমরা শরীর ও মন বিশিষ্ট হওয়াতে সেই শরীর ও মনদ্বারা আমাদের পরীক্ষা অনায়াসে জন্মিতে পারে।

(২) আমরা শত্রুগণের মধ্যে অর্থাৎ শয়তানের প্রজা সকলের মধ্যে বাস করিতেছি।

৩। পরীক্ষা ঈশ্বরের ক্রোধের প্রমাণ নহে, বরং তাঁহার প্রেমের প্রমাণ।

৪। দুই বিশেষ প্রতিজ্ঞা আছে।

(১) কোন পরীক্ষা আমাদের শক্তির অতিরিক্ত হইবে না। ঈশ্বর আমাদের শক্তি জানেন, আর তাহা অল্প হইলে তিনি তাহা বাড়াইবেন।

(২) প্রত্যেক পরীক্ষার সময়ে তিনি রক্ষার উপায়

প্রস্তুত করিবেন, অর্থাৎ যাহাতে আমাদের কোন হানি না হয়, এমত উপায় করিবেন।

---

(৪২) ২ করিন্থীয় ৫; ২০।

আমরা খ্রীষ্টের পরিবর্ত্তে তোমাদিগকে এই বিনয় করিতেছি, তোমরা ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হও।

[পশ্চাল্লিখিত কথা বিশ্বাসি লোকদের প্রতি লাগে না, কিন্তু অবিশ্বাসি লোকদের প্রতি লাগে; তথাপি প্রত্যেক খ্রীষ্টীয় সভার মধ্যেও কতক২ অবিশ্বাসি লোক থাকে, এই নিমিত্তে ভরসা করি যে খ্রীষ্টীয় সভার মধ্যে এই রূপ উপদেশ দেওয়া নিষ্ফল হইবে না।]

১। তোমরা ঈশ্বরের শত্রু।

প্রমাণ, ঈশ্বরের ও তাঁহার লোকদের প্রতি তোমাদের প্রেম নাই, এবং ধর্ম্মপুস্তকে ও প্রার্থনাতে তোমাদের রুচি নাই। তোমাদের মনের চিন্তা ও মুখের কথা ও দৈবসিক আচরণ ও ব্যবহার সকল ঈশ্বরের বন্ধুর উপযুক্ত নহে, বরং ঈশ্বরের শত্রুর যোগ্য।

২। ঈশ্বরের শত্রু হওয়া অতি ভয়ানক বিষয়।

প্রমাণ। দুঃখ ও পীড়া ও মৃত্যুর সময়ে তোমাদের মন এমত সাক্ষ্য দেয়, যেহেতুক সেই সময়ে তোমাদের ভয় জন্মে।

যুক্তিদ্বারা ইহার প্রমাণ হয়। তোমরা সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের হস্তে আছ, তিনি তোমাদের শত্রু-

স্বভাব জানেন, এবং জগতের শাসনকর্ত্তা হওয়াতে পাপের দণ্ড দেওয়া তাঁহার উচিত।

ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা ইহার প্রমাণ হয়। ঈশ্বর ন্যায়কারী আছেন, এবং তিনি এক বিচারদিন নিরূপণ করিয়াছেন, এবং পাপি লোকদিগকে নরকে ফেলিবেন, এই সকল কথা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে।

৩। তোমরা ঈশ্বরের সহিত মিলন করিতে অদ্য পর্য্যন্ত অসম্মত আছ।

তিনি তোমাদের মঙ্গল করিলে এবং সুসমাচারদ্বারা তোমাদিগকে আহ্বান করিলেও তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া আসিতেছ। তিনি তোমাদিগকে দুঃখ দিলে ও ধর্ম্মপুস্তকের বচনদ্বারা ভয় দেখাইলেও তোমরা চেতনা পাইতে অস্বীকার করিয়া আসিতেছ।

৪। ইহার কারণ কি?

তোমরা ভ্রান্ত হইয়া বলিতেছ, আমরা ঈশ্বরের শত্রু নহি, তিনি আমাদের শত্রু, আমরা মিলিত হইতে সম্মত হইলেও তিনি সম্মত হইবেন না। ইহা মিথ্যামাত্র, তিনি যদি তোমাদের শত্রু হইতেন, তবে অদ্য পর্য্যন্ত তোমাদিগকে না বাঁচাইয়া ইহার অনেক দিন পূর্ব্বে তোমাদের পাপ প্রযুক্ত তোমাদিগকে নরকে ফেলিয়া দিতেন।

তোমরা অহঙ্কারী হইয়া ঈশ্বরের স্থাপিত নিয়মানুসারে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে না চা-

হিয়া আপনারা মিলনের নিয়ম স্থির করিতে চাহ। কিন্তু ইহা অসঙ্গত, যেহেতুক ঈশ্বর তোমাদের সমান নহেন।

প্রধান কারণ এই, তোমরা পাপ ত্যাগ করিতে চাহ না।

৫। ঈশ্বর তোমাদের সহিত মিলিত হইতে প্রস্তুত আছেন।

তিনি পাপি লোকের মৃত্যু ও সর্ব্বনাশ চাহেন না। তিনি আপন সাধ্যানুসারে মিলনের উপায় করিয়া তোমাদের তাবৎ অপরাধের ভার যীশু খ্রীষ্টের উপরে রাখিয়া তোমাদের রক্ষার্থে তাঁহাকে দণ্ড দিয়াছেন, এবং তোমরা যদি এই নিয়ম গ্রাহ্য করিয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস কর, তবে মিলন হইবে।

তিনি বলেতে তোমাদিগকে আপনার বন্ধু করেন না, কিন্তু তোমরা যেন তাঁহার প্রিয়পাত্র হইতে সম্মত হও, এই জন্যে তিনি দয়াপূর্ব্বক তোমাদের পশ্চাতে ২ গমন করিয়া সুসমাচার প্রচারকদের বাক্যদ্বারা এই বিনতি করিতেছেন, তোমরা আমার সহিত সম্মিলিত হও। দেখ, তিনি এই ক্ষণেই তোমাদের এই দেশ পর্য্যন্ত তোমাদের পশ্চাতে আসিয়া এমত বিনতি করিতেছেন।

৬। প্রভু যীশু খ্রীষ্টও এমত বিনয় করিতেছেন।

যিনি ক্রুশে হত হইয়াছিলেন, তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেম কি তোমরা তুচ্ছজ্ঞান করিবা?

যিনি পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণে বসিয়া তোমাদিগকে আপন মহিমার ও সুখের অংশী করিতে চাহেন, তাঁহার নিমন্ত্রণ কি তোমরা তুচ্ছজ্ঞান করিবা ?

যিনি তোমাদের বিচারকর্ত্তা হইবেন, তিনি দণ্ড এড়াইবার উপায় দেখাইলে তোমরা কি তাঁহার পরামর্শ তুচ্ছজ্ঞান করিবা ?

---

(৪৩) ২ করিন্থীয় ৭; ১০।

ঈশ্বরীয় যে খেদ তাহা পরিত্রাণজনক অখেদনীয় মনঃপরিবর্ত্তন জন্মায়, কিন্তু সাংসারিক যে খেদ সে মৃত্যুকে জন্মায়।

প্রথম ভাগ। দুই প্রকার খেদের বর্ণনা।

১। ঈশ্বরের গ্রাহ্য কিম্বা ঈশ্বরীয় খেদ।

(১) তাহার নানা প্রকার কারণ হইতে পারে, যথা, পাপবিষয়ক চেতনা ও দুঃখজনক কোন ঘটনা ইত্যাদি।

(২) তাহা কোন২ লক্ষণদ্বারা চেনা যায়। সেই লক্ষণ এই।

প্রং, এমত খেদ যাহার হয়, সে নম্র হয় ও আপন মনের পরীক্ষা করে।

দ্বিং, সে ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করে, নিরাশ হয় না।

তৃং, সে প্রার্থনা করে, বিশেষতঃ পবিত্র হইবার চেষ্টাতে প্রার্থনা করে।

(৩) সেই খেদ ঈশ্বরের গ্রাহ্য, ইহার প্রমাণ।

প্রথ, এমত খেদ যাহার হয় সে আপনাকে ঈশ্বরের অসন্তোষের পাত্ররূপে জ্ঞান করে, এই তাহার খেদের প্রধান মূল।

দ্বিং, সেই খেদ যিনি জন্মান, তিনি পবিত্র আত্মা।

তৃং, ভগ্ন ও চূর্ণ অন্তঃকরণ ঈশ্বরের গ্রাহ্য বলিস্বরূপ।

চতুং, এমত খেদান্বিত লোক প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নিকটে সান্ত্বনার অন্বেষণ করে।

২। সাংসারিক খেদ।

(১) তাহারও নানাবিধ কারণ হইতে পারে, এবং তাহা কখন ২ অতি তীক্ষ্ণ হয়।

(২) তাহার লক্ষণ।

প্রং, সেই খেদ যাহার হয় সে অহঙ্কারী থাকে, এবং আপনাকে ভাল মানুষ জ্ঞান করে।

দ্বিং, সে ঈশ্বরকে কঠিন কিম্বা অন্যায়কারিরূপে জ্ঞান করে।

তৃং, সে প্রার্থনা না করিয়া নিরাশ কিম্বা ঐহিক সুখভোগে মত্ত হইয়া উঠে।

(৩) তাহা সাংসারিক খেদ ইহার প্রমাণ।

প্রং, এমত খেদ যাহার হয় তাহার কোন প্রকার ঐহিক সুখ নষ্ট হইয়াছে, এই তাহার খেদের প্রধান মূল।

দ্বিং, এমত খেদ সাংসারিক স্বভাবহইতে জন্মে।

৩। এমত খেদ যাহার হয়, সে সংসারের নিকটে সান্ত্বনার অন্বেষণ করে।

দ্বিতীয় ভাগ। উক্ত দুই প্রকার খেদের দুই প্রকার ফল।

১। সাংসারিক খেদের ফল অনন্তকালস্থায়ি খেদ।

(১) তাহা ঐহিক খেদ নহে, কিন্তু পারত্রিক খেদ, অর্থাৎ নরকগমন।

(২) সাংসারিক খেদদ্বারা মন কঠিন অর্থাৎ ঈশ্বরের বিপক্ষ হইয়া উঠে।

(৩) সাংসারিক খেদ এক প্রকার পাপ।

২। ঈশ্বরের গ্রাহ্য খেদের ফল অনন্ত আনন্দ।

(১) তাহাদ্বারা মন স্বর্গীয় সুখের আকাঙ্ক্ষী হয়।

(২) তাহাদ্বারা মন পবিত্রতার আকাঙ্ক্ষী হয়।

---

(৪৪) ২ করিন্থীয় ৮; ৯।

আর আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ধনবান হইলেও, তাঁহার দরিদ্রতাদ্বারা তোমরা যেন ধনবান হও, এই নিমিত্তে তিনি নির্ধন হইলেন, তাঁহার এই অনুগ্রহ তোমরা জ্ঞাত আছ।

প্রথম ভাগ। খ্রীষ্ট ধনবান ছিলেন, ইহার প্রমাণ।

১। তিনি স্বয়ং ঈশ্বর ছিলেন।

২। এবং ঈশ্বরীয় সর্ব্ব গুণ বিশিষ্ট ছিলেন।

৩। এবং জগতের কর্ত্তা ছিলেন।

দ্বিতীয় ভাগ। তিনি নির্ধন হইলেন, ইহার প্রমাণ।

১। তিনি স্বর্গদূতগণের মধ্যে অবতীর্ণ না হইয়া মনুষ্যাবতার হইলেন।

২। এবং মনুষ্যদের মধ্যে ধনবান না হইয়া নির্ধন হইলেন।

(১) তাঁহার জন্মসময়ে নির্ধনতা প্রকাশ পাইল।
(২) বড় হইলেও তাঁহার কিছু সম্পত্তি ছিল না।
(৩) মরণসময়ে তিনি কেবল অর্থহীন ছিলেন তাহা নয়, কিন্তু বস্ত্রহীন ও মানহীনও হইলেন।

তৃতীয় ভাগ। নির্ধন যে আমরা আমাদিগকে ধনবান করিতে তাঁহার অভিপ্রায় ছিল।

১। আমরা স্বভাবতঃ পরমার্থহীন, যেহেতুক ধর্ম্ম-জ্ঞান ও পুণ্য ও পারমার্থিক শক্তি ও সত্য সুখ এই সকল আমাদের নাই। বিশেষতঃ পাপরূপ ঋণে আমরা অতিশয় ঋণগ্রস্ত হওয়াতে ভয়ানক অবস্থাতে আছি।

২। খ্রীষ্টদ্বারা আমরা পরমার্থ পাইতে পারি, কারণ তিনি আমাদিগকে জ্ঞান ও পুণ্য ও পারমার্থিক শক্তি ও সত্য সুখ ও অনন্ত জীবন দেন।

চতুর্থ ভাগ। প্রবোধকথা।

১। যীশুকে প্রেম করা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

২। এবং তাঁহার ন্যায় পরের মঙ্গলার্থে ক্লেশ স্বীকার করা আমাদের উচিত।

---

(৪৫) ২ করিন্থীয় ৯; ৭।

তোমরা প্রত্যেক জন মনের নিরূপণানুসারে অকাতরে ও স্বেচ্ছাতে দান কর, কারণ ঈশ্বর স্বচ্ছন্দ দাতাকে ভাল বাসেন।

প্রথম ভাগ। কাহার প্রতি দানশীল হওয়া আমাদের উচিত?

১। আপন ২ মণ্ডলীর দরিদ্র লোকদের প্রতি।

২। অন্য২ মণ্ডলীভুক্ত দুঃখি ভ্রাতৃগণের এবং অন্যান্য দরিদ্র লোকদের প্রতি।

৩। সুসমাচারপ্রচারক ও মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণের প্রতি।

দ্বিতীয় ভাগ। কি রূপে দান করিতে হয়?

১। পরের ভয়েতে দান করা ভাল নহে।

২। প্রশংসা পাইবার চেষ্টাতে দান করা ভাল নহে।

৩। খ্রীষ্টের অনুরোধে দান করা ভাল।

৪। দান করণার্থে কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার করা ভাল।

৫। নিয়মিত সময়ে দান করা ভাল। ১ কর ১৬; ১,২।

তৃতীয় ভাগ। দানশীলতার ফল কি?

১। খ্রীষ্টের নামে দান করিলে তিনি তাহার প্রতিফল দিবেন। মথি ১০; ৪২।

২। যাহাদিগকে দান করা যায় তাহারা দাতাকে প্রেম করিবে ও তাহার মঙ্গলার্থে প্রার্থনা করিবে।

---

(৪৬) ২ করিন্থীয় ৯; ১৫।

ঈশ্বরের অনির্ব্বচনীয় দানের নিমিত্তে তাঁহার ধন্যবাদ হউক।

ঈশ্বরের যে দানশীলতা তাহার শ্রেষ্ঠ ফল খ্রীষ্টদান।

প্রথম ভাগ। সেই দান অনির্ব্বচনীয় কেন?

১। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের এমত প্রেম অসম্ভব প্রযুক্ত আমাদের বোধের অগম্য।

২। খ্রীষ্টের ন্যায় প্রিয় এমত আর কোন বস্তু ঈশ্বরের ছিল না।

৩। খ্রীষ্ট স্বয়ং ঈশ্বর, এই কারণ তাঁহার মূল্য অসীম।

৪। খ্রীষ্টরূপ দানদ্বারা আমাদের যাহা আবশ্যক ছিল, তাহাই সম্পূর্ণরূপে আমাদিগকে দেওয়া গিয়াছে।

৫। সেই দানের মধ্যে অসংখ্য দান গুপ্ত আছে; কারণ খ্রীষ্টকে যিনি দিয়াছেন, তিনি তাঁহাদ্বারা কি না দিবেন?

৬। সেই দানের ফল অনন্তকালস্থায়ি।

দ্বিতীয় ভাগ। সেই দানের বিষয়ে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য?

১। তাহা তুচ্ছ জ্ঞান করা আমাদের অনুচিত।

২। তাহার আলোচনামাত্র করিলে হয় না।

৩। তাহা গ্রহণ করা উচিত।

৪। মনের মধ্যে এবং বাক্যদ্বারা ও আচরণদ্বারা ঈশ্বরের নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও তাঁহার ধন্যবাদ করা আমাদের কর্ত্তব্য।

৫। তাঁহাহইতে দানশীলতা শিক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

---

(৪৭) ২ করিন্থীয় ১২; ৯।

আমার অনুগ্রহ বিনা আর কিছুতে তোমার প্রয়োজন নাই।

প্রথম ভাগ। মূলবচনের অর্থনির্ণয়।

১। অনুগ্রহদ্বারা অযোগ্য পাত্রের প্রতি ঈশ্বরের দয়া বুঝিবা, বিশেষতঃ খ্রীষ্টদ্বারা যে দয়া প্রকাশ পায় তাহা, অর্থাৎ, ১, পাপের মার্জ্জনা;

২, সন্তানের ন্যায় বিশ্বাসি লোকের প্রতি ঈশ্বরের মমতা।

২। সেই অনুগ্রহ সর্ব্বসাধক, ইহার প্রমাণ।

(১) ঈশ্বর তাহা বিনা আর কোন উপকার স্বীকার করেন না।

(২) ইহকালে ও পরকালে আমাদের যাহা প্রয়োজনীয় তাহা সকলই সেই অনুগ্রহ হইলে পাওয়া যায়।

(৩) ঈশ্বর যে২ কর্ম্মের ভার আমাদিগেতে সমর্পণ করেন, সেই সকল কর্ম্ম ঐ অনুগ্রহ হইলে আমাদের সাধ্য হয়।

দ্বিতীয় ভাগ। নানাবিধ শিক্ষা।

১। সেই অনুগ্রহ যাহাতে পাওয়া যায়, ও প্রাপ্ত হইলে যাহাতে সপ্রমাণ হয়, এমত চেষ্টা করা সকলের অতি আবশ্যক।

২। এই বচনদ্বারা ঈশ্বর আমাদিগকে নম্রতা শিখান, যেহেতুক,

(১) ঈশ্বরের অনুগ্রহ নহিলে নয়, ইহার প্রমাণ বার২ পাইব।

(২) ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিনা অন্য কোন উপায় না থাকিবে, এমন সময় আসিতে পারে।

(৩) ঈশ্বর মধ্যে২ পৌলের ন্যায় আমাদেরও বিশেষ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে অসম্মত হন।

৩। এই বচন সান্ত্বনাজনক, কারণ,

(১) ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞা অটল।

(২) ঈশ্বরের অনুগ্রহদ্বারা আমাদের ধর্ম্মের ও শক্তির ত্রুটি সকল অনায়াসে পূর্ণ হয়।

(৩) ঈশ্বরের অনুগ্রহদ্বারা আমাদের দুঃখও সহ্য হইয়া উঠে।

---

(৪৮) ইফিষীয় ২; ১২।

তোমরা প্রত্যাশারহিত ও ঈশ্বরবিহীন হইয়া এই সংসারে কালক্ষেপ করিতা।

প্রথম ভাগ। অবিশ্বাসি লোক প্রত্যাশাহীন।

১। বিশ্বাসি লোকের প্রত্যাশা আছে, তাহাতে বিশেষতঃ দুঃখের সময়ে তাহার মন সুস্থির হয়।

২। অবিশ্বাসি লোকের প্রত্যাশা নাই।

(১) পরকাল আছে কি না, এ বিষয়ে তাহাদের মধ্যে অনেকে সন্দেহ করে।

(২) পরকাল আছে ইহা যাহারা গ্রাহ্য করে, তাহারা তদ্বিষয়ে নিরাশ হয়; কিম্বা যদ্যপি কখন ২ তাহাদের প্রত্যাশা জন্মে, তথাপি তাহা চঞ্চল ও মিথ্যা, এবং দুঃখের ও মৃত্যুর সময়ে থাকে না।

(৩) তাহাদের আচরণ প্রত্যাশাহীনতার প্রমাণ। কেহ ২ দুঃসাহসে দুষ্টতাচরণ করে, এবং পরকাল ও বিচার বিষয়ে কিছুই ভয় করে না। আর কেহ ২ পরকালে সুখ পাইবার কিছুমাত্র চেষ্টা করে না, কেবল ঐহিক সুখের চেষ্টা করে।

দ্বিতীয় ভাগ। অবিশ্বাসি লোক ঈশ্বরহীন।

১। বিশ্বাসি লোক ঈশ্বরকে সর্ব্বদা নিকটবর্ত্তী জানে

ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করে, ও প্রার্থনাদ্বারা তাঁহাতে নির্ভর দেয়, এবং ঈশ্বরহইতে নানা প্রকার মঙ্গল ও উপকার ও সান্ত্বনা পায়।

২। অবিশ্বাসি লোক ঈশ্বরহীন।

(১) ঈশ্বরের বিষয়ে সে অল্প জানে ও অল্প বিবেচনা করে, এবং প্রার্থনা প্রায় করে না।

(২) সে ঈশ্বরকে মানে না, অর্থাৎ তাঁহার আজ্ঞা পালন করে না।

(৩) দুঃখের সময়ে সে ঈশ্বরের নিকটে আশ্রয় লয় না, কিন্তু নিরাশ হয়। কিম্বা এ আমার কপাল, ইহা বলিয়া আপন মনকে কঠিন করে।

তৃতীয় ভাগ। এই জগতে অবিশ্বাসির বাস করা দুঃখের বিষয়।

১। এই জগতের সুখ চঞ্চল ও অল্পকালস্থায়ী।

২। এই জগতে সকলের নানা প্রকার দুঃখ হয়।

৩। বিশেষতঃ পরের দুষ্টতা নানা দুঃখের মূল। এই তিন কারণ প্রযুক্ত অবিশ্বাসি অর্থাৎ প্রত্যাশাহীন ও ঈশ্বরহীন লোকের অবস্থা ভয়ানক বটে।

---

(৪৯) ইফিষীয় ৪; ২৯।

তোমাদের মুখহইতে কোন কদালাপ নির্গত না হউক, কিন্তু শ্রোতৃগণের নিষ্টাতে উপকারজনক সদালাপ হউক।

প্রথম ভাগ। নিষিদ্ধ আলাপের নির্ণয়।

১। দুষ্ট আলাপ নিষিদ্ধ। এমত দুষ্ট আলাপের মূল নানা প্রকার হইতে পারে, বিশেষতঃ।

(১) অশুচি মন।

(২) প্রবঞ্চকতা।

৩) পরের ক্ষতি কিম্বা অপমান করিবার চেষ্টা।

(৪) ঈশ্বরের প্রতি অসন্তোষ ও শত্রুতা।

২। নিরর্থক আলাপ নিষিদ্ধ। তাহার মূলও নানা প্রকার, বিশেষতঃ।

(১) বাচালতা।

(২) অবিবেচনা।

(৩) অনধিকার চর্চ্চা।

(৪) আলস্য ও নিষ্কর্ম্মতা।

(৫) দর্প।

৩। সেই প্রকার আলাপ নিষিদ্ধ, ইহার কারণ এই ২।

(১) তাহা পাপিষ্ঠ মনের লক্ষণ।

(২) তাহার দণ্ড অতি ভয়ানক হইবে, মথি ১২; ৩৬, ৩৭।

দ্বিতীয় ভাগ। অনিষিদ্ধ আলাপের নির্ণয়।

১। যে আলাপহইতে শ্রোতার সুফল জন্মিতে পারে তাহা নিষিদ্ধ নহে। আলাপহইতে নানা প্রকার সুফল জন্মিতে পারে। বিশেষ সময়ে বিশেষ ফল হইতে পারে। আর বিশেষ শ্রোতা বিশেষ প্রকার ফল পাইতে পারে।

২। বিশেষতঃ যে আলাপহইতে শ্রোতার পারমার্থিক ফল হইতে পারে, এমত আলাপ অনিষিদ্ধ। সেই পারমার্থিক ফলের মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞানের ও ধর্ম্ম বিষয়ক উদ্যোগের বৃদ্ধি ও পাপহইতে নিবারণ

ও দুঃখের সময়ে সান্ত্বনা গণনীয় জানিবা।

৩। যে আলাপ অনিষিদ্ধ তাহা দুই মূলহইতে উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ।

(১) শ্রোতার প্রতি সদ্ভাবহইতে। আর,

(২) খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বস্ততাহইতে।

---

(৫০) ফিলিপীয় ৪ ; ১৩।

আমার শক্তিদাতা যে খ্রীষ্ট তাঁহার সহায়তাতে আমি সকলি করিতে পারি।

প্রথম ভাগ। তাবৎ কর্ম্ম পৌলের সাধ্য ছিল, ইহার অর্থ কি?

১। পৌলের অকর্ত্তব্য তাবৎ প্রকার কর্ম্ম তাঁহার সাধ্য ছিল, এমত নহে। ইহার উদাহরণ। জগৎকে লোপ করা পৌলের সাধ্য ছিল না, কারণ সে তাঁহার কর্ম্ম নয়।

২। যে২ কর্ম্ম করা পৌলের উচিত কিম্বা প্রয়োজন ছিল, সেই সকল কর্ম্ম তাঁহার সাধ্য হইল। সেই কর্ম্ম এই ২।

(১) ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে দুঃখ সহ্য করা।

(২) ঈশ্বরের আজ্ঞাতে ক্ষতি স্বীকার করা।

(৩) পাপকে দমন করা ও পরীক্ষার সময়ে জয়ী হওয়া।

(৪) তিনি যে পদে নিযুক্ত ছিলেন, সেই পদের উপযুক্ত শ্রম ও কর্ম্ম করা।

দ্বিতীয় ভাগ। পৌলের ঐ শক্তির মূল কি ছিল?

১। তাঁহার নিজের এমত শক্তি ছিল না, কারণ তিনি পাপী ও দুর্ব্বল ছিলেন।

১। তাঁহার শক্তিদাতা খ্রীষ্ট তাঁহাকে ঐ শক্তি দিলেন। খ্রীষ্ট শক্তি দেন,

(১) প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া।

(২) পবিত্র আত্মাকে দিয়া।

(৩) মনকে শান্তিতে পূর্ণ করিয়া।

(৪) শাস্ত্রীয় প্রতিজ্ঞার কথা ও ধর্ম্মরীতিদ্বারা।

(৫) আপনি আমাদের দৃষ্টান্ত হইয়া।

তৃতীয় ভাগ। ইহাহইতে আমরা কি শিক্ষা পাইতে পারি?

১। খ্রীষ্ট যেমন পৌলকে শক্তি দিয়াছিলেন, তদ্রূপ এখনও প্রত্যেক বিশ্বাসি লোককে শক্তি দিয়া থাকেন। অন্ধকার রাত্রিতে ঝড়ের সময়েও নির্ব্বাণ পায় না, এমত প্রদীপস্বরূপ বিশ্বাসি লোক আছে।

২। পৌলের এই বাক্য অলস ও ভীত খ্রীষ্টীয়ান লোকের দোষ প্রকাশ করে ও তাহার আপত্তি সকল খণ্ডন করে।

৩। যে কোন ব্যক্তি পরিত্রাণের ইচ্ছুক হয়, সে স্বয়ং দুর্ব্বল হইয়াও এই বাক্যহইতে আশ্বাস পাইতে পারে।

(৫১) ১ থিষলনীকীয় ৪; ১৩।

হে ভ্রাতৃগণ, অন্য সকল লোক প্রত্যাশাহীন হওয়াতে যেমন শোকাকুল হয়, তোমরা যেন তদ্রূপ শোকাকুল না হও, এই নিমিত্তে মহানিদ্রিত লোকদের বিষয়ে তোমরা যে অজ্ঞাত থাক, ইহা আমার ইচ্ছা নয়।

প্রথম ভাগ। পৌলের অভিপ্রায়। অন্য লোকদের ন্যায় বিশ্বাসি লোকেরা যেন শোকার্ত্ত না হয়।

১। অন্য লোকদের অর্থাৎ হিন্দু প্রভৃতি লোকদের শোক।

(১) তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত সকলে জানে।

(২) তাহার কারণ প্রত্যাশাহীনতা।

প্রং, তাহারা খ্রীষ্টের কথা জানে না।

দ্বিং, কিম্বা জানিয়াও তাঁহার নিকটে আশ্রয় লয় না।

২। ঐ লোকদের ন্যায় শোকার্ত্ত হওয়া বিশ্বাসিগণের অনুচিত।

(১) তাহারা শোক করিতে পারে।

(২) কিন্তু অনুপযুক্ত শোক করা তাহাদের অনুচিত। সেই অনুপযুক্ত শোকের চিহ্ন।

প্রং, তাহা আত্যন্তিক।

দ্বিং, এবং পরের ক্লেশজনক।

তৃং, এবং নিষ্ফল, অর্থাৎ তাহাদ্বারা শোকার্ত্ত লোকের পারমার্থিক ভাব জন্মে না।

দ্বিতীয় ভাগ। ঐ অভিপ্রায় সিদ্ধ করণের উপায়। অজ্ঞানতা ও অবিবেচনা নিবারণ সেই উপায়।

১। অনেকে পারত্রিক বিষয়ে অতি অজ্ঞান।

২। আর অনেকে যাহা জানে তাহার বিবেচনা উপযুক্ত সময়ে ও উপযুক্ত মতে করে না।

৩। অতএব মহানিদ্রাগত বিশ্বাসি লোকদের বিষয়ে যে প্রত্যাশাজনক কথা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে তাহার মীমাংসা পুনঃ২ করা অতি আবশ্যক। সেই কথার সার এই।

(১) মহানিদ্রাগত বিশ্বাসি লোকের মন খ্রীষ্টের নিকটে স্থান প্রাপ্ত হওয়াতে অতি উত্তম অবস্থাতে আছে।

(২) শেষদিনে তাহার শরীর পুনরায় উত্থাপিত হইলে তদবধি তাহার সুখ আরও সম্পূর্ণ হইবে।

(৩) এই সকলের মূল প্রভু যীশু খ্রীষ্ট। তিনি পাপের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, এবং স্থান প্রস্তুত করিতে অগ্রে গিয়াছেন, এবং শরীরের পুনরুত্থানের প্রমাণ দিয়াছেন।

---

(৫২) ১ থিষলনীকীয় ৫ ; ১৫।

সাবধান, কেহ তোমাদের হিংসা করিলে তোমরা তাহার প্রতিহিংসা করিও না

এ বিষয়ে সাবধান হওয়া অতি আবশ্যক। ইহার প্রমাণ।

১। মানুষ স্বভাবতঃ প্রতিহিংসা করিতে ভাল বাসে।

২। অন্য লোকেরাও প্রতিহিংসা করিতে পরামর্শ দেয়। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি হিংসা পাইয়া প্রতি-

হিংসা না করে, তাহাকে মূর্খ ও ভীরু বলিয়া নিন্দা করে।

৩। যে প্রতিহিংসা করে সে অন্য২ পাপও করিবে, কারণ দুই জন পরস্পর প্রতিহিংসা করিতে আরম্ভ করিলে তাহার শেষ শীঘ্র হইবে না।

৪। প্রতিফল দেওয়া কেবল ঈশ্বরের ও দেশাধ্যক্ষের কর্ম্ম, অতএব যে প্রতিফল দেয়, সে সামান্য মনুষ্য হইয়া দেশাধ্যক্ষের কিম্বা ঈশ্বরের কর্ম্মে হস্তার্পণ করাতে দোষী হয়।

৫। ঈশ্বর অতি স্পষ্টরূপে প্রতিহিংসার নিষেধ করিয়াছেন, তাহাতে যে কেহ প্রতিহিংসা করে, সে নিতান্ত আজ্ঞালঙ্ঘী হয়।

৬। খ্রীষ্ট প্রতিহিংসা করিতেন না, অতএব তাহা করা খ্রীষ্টাশ্রিত লোকের অনুচিত।

৭। আমরা যদি পরের দোষ ক্ষমা না করি, তবে কি জানি ঈশ্বর আমাদের পাপও ক্ষমা করিবেন না।

---

(৫৩) ১ থিষলনীকীয় ৫; ১৬-১৮।

সর্ব্বদা আনন্দ কর। নিরন্তর প্রার্থনা কর। সকল বিষয়ে ধন্যবাদ কর, কেননা তোমাদের বিষয়ে যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা এই ঈশ্বরের অভিমত।

প্রথম ভাগ। সর্ব্বদা আনন্দ কর।

১। তাহার কারণ।

(১) পরকালে তোমাদের সম্পূর্ণ মঙ্গল হইবে।

(২) ইহার পূর্ব্বে ঈশ্বর তোমাদের প্রতি অনেক অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

(৩) এই বর্ত্তমান সময়েও তোমরা অনেক প্রকার মঙ্গল ভোগ করিতেছ।

২। তাহার উপায়।

(১) দৃষ্টিগোচর যে বিষয় তাহার প্রতি মন আসক্ত করিও না, কিন্তু যে বিষয় দৃষ্টির অগোচর তাহার প্রতি মন আসক্ত কর।

(২) দুঃখের সময়েও তোমাদের যে২ মঙ্গল থাকে তাহা বিবেচনা কর।

(৩) তোমাদের অবস্থা ও তোমাদের পাপ, এই দুইয়ের মধ্যে তুলনা দেও।

দ্বিতীয় ভাগ। নিরন্তর প্রার্থনা কর।

১। ইহার নিমিত্তে যে অন্য সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয়, তাহা নহে।

২। কিন্তু প্রতি দিন নিয়মিত সময়ে স্থির মনে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর।

৩। তাঁহার উপকারে সর্ব্বদা আমাদের প্রয়োজন আছে, ইহা নিত্য মনে কর।

৪। বিশেষত ঈশ্বরের নিকটে সর্ব্বদা থাকিতে চেষ্টা কর।

(১) তিনি নিকটবর্ত্তী ও সর্ব্বজ্ঞ ইহা সর্ব্বদা স্মরণ কর।

(২) আর কর্ম্ম করণের সময়েও ঈশ্বরকে মনে কর, এবং মনের মধ্যে অল্প কথাদ্বারা প্রার্থনা কর।

যাহারা একত্র কর্ম্ম করে, তাহারা যদি কর্ম্ম করণের সময়ে পরস্পর কথোপকথন করিতে পারে, তবে ধার্ম্মিক লোক কর্ম্ম করণের সময়ে ঈশ্বরের সহিত কথোপকথন করিতে কেন পারিবে না?

তৃতীয় ভাগ। সকল বিষয়ে ধন্যবাদ কর।

১। সেই ধন্যবাদ আনন্দযুক্ত প্রার্থনা কিম্বা প্রার্থনাযুক্ত আনন্দ।

২। কেবল পারমার্থিক মঙ্গলের নিমিত্তে ধন্যবাদ কর, তাহা নয়, কিন্তু ঐহিক মঙ্গলের নিমিত্তেও ধন্যবাদ কর।

৩। দুঃখের সময়েও ধন্যবাদ কর, কারণ সেই সময়েও তোমাদের কোন ২ মঙ্গল থাকে, বিশেষতঃ শাস্ত্রীয় সান্ত্বনা ও প্রতিজ্ঞার নিমিত্তে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করা তোমাদের কর্ত্তব্য।

চতুর্থ ভাগ। ইহা ঈশ্বরের অভিমত।

১। যে ব্যক্তি কেবল ভিক্ষা করে, কখন প্রাপ্ত উপকার স্বীকার করে না, তাহাকে আমরাও ঘৃণার্হ জ্ঞান করি।

২। ঈশ্বরের নিকটে উপকার পাইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিলে তাঁহার অপমান হয়।

৩। কৃতজ্ঞ না হইলে আমাদের প্রার্থনা নিষ্ফল থাকিবে।

৪। কৃতজ্ঞ হইলে আমরা প্রাপ্ত উপকার বহুমূল্য জ্ঞান করি, ইহার প্রমাণ দিব, তাহাতে তিনি আমাদের আরও উপকার করিবেন।

৫। এই যে অতি স্পষ্ট আজ্ঞা তাহা পালন করা নিতান্ত আমাদের উচিত।

৬। আমরা যেন সর্ব্বদা কাতর হই, তাহা ঈশ্বর চাহেন না, বরং যেন সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত হই, তাহা চাহেন। অতএব এ বিষয়ে চৈষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

---

(৫৪) ১ থিষলনীকীয় ৫; ২২।

পাপের ছায়াহইতেও দূরে থাকে।

প্রথম ভাগ। কর্ত্তব্য কর্ম্মের বর্ণনা।

১। সাধারণরূপে যাহা পাপের মত দেখায়, তাহাহইতে দূরে থাকা ঐ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দুষ্ট লোক যাহা ভাল বাসে, এবং ধার্ম্মিক লোক যাহার বিষয়ে সন্দেহ করে,তাহাই পাপের মত দেখায়।

২। বিশেষতঃ নিম্ন লিখিত কএক বিষয়হইতে দূরে থাকা খ্রীষ্টীয়ান লোকের উচিত।

(১) যাহার বিষয়ে সন্দেহ হয়, এমত শিক্ষা।

(২) যাহার স্বভাব বিষয়ে সন্দেহ হয়, এমত মনুষ্যের মিত্রতা। ২ বংশাবলি ১৯; ২।

(৩) সংসারিক লোকদের খেলা ও রঙ্গরস।

(৪) যে স্থানে প্রায় সর্ব্বদা পাপকর্ম্ম হয় এমত স্থান, ইহার উদাহরণ, মদের দোকান, ও বিবাদকারি লোকদের জনতা, ও পর্ব্বসময়ে দেবপূজকদের সমাগম স্থান।

(৫) যাহার বিষয়ে সন্দেহ হয়, এমন ক্রীড়া ও লীলা ও ঠাট্টা ও দ্বন্দ্ব ইত্যাদি।

(৬) যে কর্ম্ম গোপনে করিবার কোন প্রয়োজন নাই, এমত কর্ম্ম যদি গোপনে করা যায়, তবে তাহাহইতে দূরে থাকা ভাল।

(৭) স্ত্রীলোক ও পুরুষলোক এই দুইয়ের মধ্যে যে প্রণয় হঠাৎ জন্মে তাহা সন্দেহের স্থল।

(৮) ধার দিয়া ভারি সুদ গ্রহণ করা সন্দেহের স্থল। এই দেশের ব্যবস্থানুসারে এক ২ টাকার মধ্যে তিন মাসান্তে দুই ২ পয়সা ভারি সুদ। ইহা অপেক্ষা অধিক সুদ গ্রহণ করা পাপ, আর ঐ সুদ গ্রহণ করা ভাল নয়।

(৯) প্রার্থনা ও ধর্ম্মোপদেশ ও প্রভুর ভোজন ইত্যাদি অবহেলা করা পাপের মত দেখায়।

দ্বিতীয় ভাগ। ঐ কর্ম্ম যে কর্ত্তব্য ইহার প্রমাণ।

১। পাপের ছায়াহইতে দূরে না থাকিলে সকলে তোমার বিষয়ে সন্দেহ করিবে, তাহাতে কেহ তোমার কোন সুপরামর্শ আর মানিবে না।

২। পাপের ছায়াতে বসিলে তুমি পরীক্ষার মধ্যে যাইবা এবং পাপ করিতে শিখিবা।

৩। তুমি যদি পাপের ছায়ার নিকটে যাও, তবে ধার্ম্মিক লোক সকল দুঃখিত হইবে, এবং দুষ্ট লোক পাপ করিতে আশ্বাস পাইবে।

৪। পাপের ছায়ার নিকটে গেলে তুমি ঈশ্বরের এই স্পষ্ট আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে দণ্ডের যোগ্য হইবা।

(৫৫) ২ থিষলনীকীয় ১ ; ৫

পরন্তু তাহা ঈশ্বরের যথার্থ বিচারের একটি প্রত্যক্ষ লক্ষণ, যে-হেতুক তোমরা ঈশ্বরের যে রাজ্যের নিমিত্তে এই দুঃখ ভোগ করিতেছ, তাহার যোগ্যপাত্র এই রূপে হইবা।

প্রথম ভাগ। ধার্ম্মিকদের প্রতি দুঃখ ঘটে।

১। যেরূপ দুঃখ অবিশ্বাসিদের প্রতি ঘটে, সেই রূপ দুঃখ বিশ্বাসিদের প্রতিও ঘটিতে পারে, কিন্তু বিশ্বাসিদের মন দুঃখের সময়েও শান্তিতে পরিপূর্ণ হইতে পারে।

২। বিশ্বাসিরা কখন ২ বিশেষ প্রকার দুঃখ পায়।

(১) তাহারা কোন ২ পাপের নিমিত্তে ইহকালে শাস্তি পায়।

(২) তাহাদের মধ্যে যেন ধর্ম্মের গুণ প্রকাশ পায়, এই অভিপ্রায়ে কখন ২ দুঃখ পায়।

প্র৹, সাধারণ দুঃখ। ইহার উদাহরণ আয়ূব।

দ্বি৹, ধর্ম্মের নিমিত্তে তাড়না।

দ্বিতীয় ভাগ। ধার্ম্মিকদের দুঃখদ্বারা ঈশ্বরের ন্যায় ও প্রেমস্বভাব প্রকাশ পায়।

১। প্রথমে এমত বোধ হয় যে সেই দুঃখ ঈশ্বরের ন্যায় ও প্রেমস্বভাবের বিরুদ্ধ হয়।

২। কিন্তু পরে তাঁহার ন্যায়স্বভাব প্রকাশ পাইবে।

(১) অবিশ্বাসিদের দণ্ডদ্বারা।

প্র৹, তাহারা দুঃখ পায় না, তথাপি ঈশ্বরের সহিষ্ণুতা ও দয়া অবহেলা করে।

দ্বি৹, তাহারা ঈশ্বরের লোকদিগকে তাড়না করণ-

দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি আপনাদের শত্রুতা স্পষ্টরূপে প্রকাশ করে।

তৃ°, ধার্ম্মিকেরা যদি দুঃখ পায়, তবে অধার্ম্মিকেরা কি দণ্ড পাইবে না?

(২) বিশ্বাসিদের স্বর্গপ্রাপ্তিদ্বারা।

প্র°, দুঃখের সময়ে স্থির থাকিলে তাহাদের সরলতা প্রকাশ পায়।

দ্বি°, দুঃখের সময়ে ধার্ম্মিক থাকিলে তাহারা স্বর্গের উপযুক্ত লোক বটে, ইহা সপ্রমাণ হয়।

৩। ঈশ্বরের প্রেম প্রকাশ পাইবে।

(১) পাপি লোকের মরণে ও সর্ব্বনাশে তাঁহার কোন সন্তোষ নাই, ইহা তাঁহার দীর্ঘসহিষ্ণুতাদ্বারা প্রকাশ পাইবে।

(২) ধার্ম্মিকেরা তাঁহার নিমিত্তে দুঃখ সহ্য করিয়া যে ক্লেশ পায়, তাহার পরিবর্ত্তে তিনি তাহাদিগকে বিলক্ষণ পুরস্কার দিবেন।

---

(৫৬) ২ থিষলনীকীয় ১; ৬-১০।

বিচারদিনের বিষয়ে।

প্রথম ভাগ। বিচারকর্ত্তার বর্ণনা।

১। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সেই বিচারকর্ত্তা। তিনি মনুষ্যপুত্ররূপে অর্থাৎ নরদেহবিশিষ্ট হইয়া বিচার করিবেন।

২। তিনি অতিশয় মহিমাযুক্ত হইয়া আসিবেন।

৩। এবং তাঁহার আজ্ঞা নিষ্পন্ন করিতে প্রস্তুত ও সমর্থ স্বর্গদূতগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিবেন।

দ্বিতীয় ভাগ। দুষ্টদের দণ্ড।

১। তিন প্রকার দুষ্ট লোকদের কথা।

(১) ঈশ্বরানভিজ্ঞ লোক, অর্থাৎ যাঁহারা ঈশ্বরের প্রতি মনোযোগ করে না, এবং তাঁহার বিষয়ে যাহা জানিতে পারে তাহা মানে না।

(২) সুসমাচারের অনাজ্ঞাবহ লোক, অর্থাৎ যাহারা সুসমাচার শুনিয়াও গ্রাহ্য করে না।

(৩) ধার্ম্মিকদের তাড়নাকারি লোকেরা।

২। দুষ্টদের দণ্ড। যাহার অধিক দুষ্টতা তাহার অধিক দণ্ড হইবে, কিন্তু ইহার বিশেষ আমরা জানি না। তাবৎ প্রকার দুষ্ট লোক যে দণ্ড পাইবে তাহার বিবেচনা হইতেছে।

(১) তাহারা খ্রীষ্টের সম্মুখহইতে দূরীকৃত হইয়া তাঁহার নিকটে আর কিছু দয়া পাইবে না।

(২) সর্ব্বনাশের তুল্য ক্লেশ তাহাদিগের দণ্ড হইবে।

(৩) সেই ক্লেশ অনন্তকালস্থায়ী।

(৪) এবং অতি ভয়ানক, কারণ তাহা জ্বলন্ত অগ্নির দাহ।

তৃতীয় ভাগ। ধার্ম্মিকদের সুখ।

১। দুই প্রকার ধার্ম্মিকদের কথা।

(১) যাহারা সুসমাচার গ্রাহ্য করে।

(২) যাহারা ধর্ম্মের নিমিত্তে ক্লেশ ভোগ করে। ইহারাও অগ্রে সুসমাচার গ্রাহ্য করে।

২। তাহাদের সুখ। এই দুই প্রকার ধার্ম্মিকদের যে সুখ হইবে তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ বিশেষ হইবে; কিন্তু সে কি২ প্রকার তাহা আমরা নিশ্চয় জানি না। তাবৎ ধার্ম্মিক লোকের যে সুখ হইবে তাহার বিবেচনা হইতেছে।

(১) তাহারা ক্লেশ ও পাপ ও শয়তানের শত্রুতা-হইতে বিশ্রাম পাইবে।

(২) খ্রীষ্ট তাহাদিগকে আপনার লোক স্বীকার করিয়া তাহাদের দ্বারা গৌরবান্বিত হইবেন। বিশেষতঃ।

প্রং, তাহাদের অকথ্য সংখ্যাদ্বারা।

দ্বিং, তাহাদের সম্পূর্ণ সুখদ্বারা।

তৃং, তাহাদের সম্পূর্ণ পবিত্রতাদ্বারা।

চতুং, তাহাদের প্রশংসাদ্বারা।

পঞ্চং, তাহাদের সম্পূর্ণ ঐক্যদ্বারা। বিচারদিনের পূর্ব্বে এই সকল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় না, কিন্তু তদবধি খ্রীষ্ট আপন লোকদের অবস্থা প্রযুক্ত নিত্য২ গৌরবান্বিত হইয়া আপন যন্ত্র-ণার সম্পূর্ণ ফল ভোগ করিবেন।

---

(৫৭) ১ তীমথিয় ১; ১৫।

পাপি লোকদের পরিত্রাণের জন্যে খ্রীষ্ট যীশু জগতে অবতীর্ণ হইলেন, এ কথা বিশ্বসনীয় ও সকলের গ্রহণীয়।

প্রথম ভাগ। খ্রীষ্ট ঈশ্বরহইতে এই জগতে আসিয়াছি-লেন, ইহার প্রমাণ।

১। তাঁহার আশ্চর্য্য জন্ম।

২। তাঁহার নিষ্পাপ স্বভাব।

৩। তাঁহার অদ্ভুত ক্রিয়া।

৪। তাঁহার পুনরুত্থান।

৫। তাঁহার নিজ বাক্য, অর্থাৎ আমি ঈশ্বরহইতে আসিয়াছি, ইহা তিনি বার ২ কহিয়াছেন।

দ্বিতীয় ভাগ। তিনি পাপিদের পরিত্রাণার্থে আসিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ।

১। তাহার আর কোন অভিপ্রায় আমাদের বোধগম্য হইতে পারে না।

২। বিশেষ প্রমাণ এই ২।

(১) অদ্ভুত ক্রিয়াদ্বারা প্রকাশিত তাঁহার ভাব। তিনি আপনার অদ্ভুত ক্রিয়াদ্বারা শয়তানের কর্ম্ম নষ্ট করিতেন ও ক্লিষ্ট মনুষ্যের উপকার করিতেন।

(২) তাঁহার নিজ বাক্য, অর্থাৎ আমি পাপি লোকদের পরিত্রাণার্থে আসিয়াছি, ইহা তিনি বার২ কহিয়াছেন।

(৩) তাঁহার দুঃখ ও মৃত্যুভোগ। তিনি পাপি লোকদের পরিবর্ত্তে ও তাহাদের পরিত্রাণার্থে দুঃখ ও মৃত্যু ভোগ করিয়াছেন, ইহা যে কেহ অস্বীকার করে, সে তাঁহার ঐ দুঃখভোগের কোন উপযুক্ত কারণ প্রকাশ করিতে পারে না।

তৃতীয় ভাগ। এই কথা সকলের গ্রহণীয়, ইহার প্রমাণ।

১। পরিত্রাণে সকলের প্রয়োজন আছে।

২। পরিত্রাণের অন্য কোন উপায় নাই।

৩। পরিত্রাণের এই পথ সর্ব্বোত্তম, যেহেতুক বিশ্বাস করিলেই বিনামূল্যে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

৪। এই পথে যাওয়াতে অনেকে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার উদাহরণ।

৫। পরিত্রাণের এই উপায় অগ্রাহ্য করা অতিশয় আশঙ্কার কর্ম্ম।

চতুর্থ ভাগ। নানাবিধ শিক্ষা।

১। যাহারা পরিত্রাণ গ্রাহ্য করে না, এমন কোন ২ লোক আছে। ইহার উদাহরণ, যাহারা আপনাদিগকে পাপী জানে না, তাহারা পরিত্রাণ গ্রাহ্য করে না।

২। আমার পাপ এমত বড় যে পরিত্রাণ পাওয়া আমার অসাধ্য, ইহা যদি কেহ বলে, তবে সে পৌলের পরিত্রাণ প্রাপ্তির বিবেচনা করুক, তাহাতে আশ্বাস পাইবে।

৩। খ্রীষ্ট পাপকে ঘৃণা করেন। আমি তাঁহাদ্বারা পরিত্রাণ পাইয়া পূর্ব্ববৎ পাপ করিব, ইহা যেন কেহ না বলে। পরিত্রাণ পাইলে খ্রীষ্টের আজ্ঞা পালন করিতে হইবে, আর তাহা করিবার নিমিত্তে যে শক্তিতে প্রয়োজন আছে তাহা তিনি দিবেন।

(৫৮) ১ তীমথিয় ৪ ; ৮।

ধর্ম্মসেবা ইহকালে ও পরকালেও প্রতিজ্ঞানুক্ত হইয়া সকল বি-
ষয়ে ফলদায়ক হয়।

আভাষ। ধর্ম্মসেবা যে পরকালে ফলদায়ক হয় ইহা সকলে স্বীকার করে, কিন্তু তাহা যে ইহকালেও ফল-দায়ক হয়, এ বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করে, অতএব তাহার প্রমাণ দেওয়া ভাল।

প্রথম ভাগ। ধর্ম্মসেবার সংক্ষেপ বিবরণ।

১। খ্রীষ্টেতে যে বিশ্বাস তাহাই ধর্ম্মসেবার মূল।

২। খ্রীষ্টের প্রতি যে প্রেম তাহাই ধর্ম্মসেবার সার।

৩। খ্রীষ্টের আজ্ঞাপালন ও ধর্ম্মাচরণরূপ পথে তাঁ-হার অনুগমনদ্বারা ঈশ্বরের সেবা করা হয়।

৪। প্রকাশরূপে এবং গুপ্তরূপে প্রার্থনা করণদ্বারা ঈশ্বরের সেবা করা হয়।

দ্বিতীয় ভাগ। ধর্ম্মসেবা ইহকালে ফলদায়ক হয় ইহার প্রমাণ।

(১) সামান্য প্রমাণ।

১। দুঃখের সময়ে ধর্ম্মসেবার ফল।

(১) ধার্ম্মিক লোকেরাও ইহকালে দুঃখ পায় তাহা সত্য।

(২) দুঃখের সময়ে তাহারা অসন্তুষ্ট হয় না।

(৩) দুঃখের সময়ে তাহারা অনেক বার আপনা-দিগকে নির্দ্দোষ জানাতে সান্ত্বনা পায়।

(৪) আর এই দুঃখও আমার মঙ্গলার্থে অর্থাৎ পাপহইতে আমাকে পরিষ্কার করণার্থে, কিম্বা

স্বর্গের প্রতি আমার মন আকর্ষণ করণার্থে ঘটে, ইহা ধার্ম্মিক লোক নিশ্চয় জানে।

(৫) এবং এই দুঃখের পরে স্বর্গীয় সুখভোগ অতি মিষ্ট হইবে, ইহা জানিয়া সে সান্ত্বনা পায়।

২। অন্য ২ বিষয়ে ধর্ম্মসেবার ফল।

(১) ধর্ম্মসেবাদ্বারা মনুষ্য মদ্যপানাদি ঘৃণার্হ আচরণহইতে ও তদুৎপন্ন দুর্নাম ও রোগ ও দরিদ্রতাহইতে রক্ষা পায়।

(২) ধর্ম্মসেবাহইতে তাহার যে যাথার্থিক ও দয়ালু স্বভাব জন্মে, তৎপ্রযুক্ত সকলে তাহাকে ভদ্রলোক জ্ঞান করে।

(৩) ধর্ম্মসেবাদ্বারা সে নম্র ও ক্ষান্ত হইয়া উঠে, তাহাতে বিবাদহইতে ও তদুৎপন্ন ক্লেশহইতে রক্ষা পায়।

(৪) ধর্ম্মসেবাদ্বারা তাহার মন তৃপ্ত হয়, এবং সেই তৃপ্তি ও শান্তি বহুধনাপেক্ষাও উত্তম।

(৫) ধর্ম্মসেবাদ্বারা সে সমস্ত চিন্তার ভার ঈশ্বরের উপরে রাখে, তাহাতে তাহার মন উদ্বিগ্ন না হওয়াতে সর্ব্বদা সুস্থির থাকে।

(২) শাস্ত্রীয় বচনমূলক প্রমাণ।

১। ধার্ম্মিক লোক প্রার্থনার দ্বারা খ্রীষ্টের নামে যাহা চাহে তাহাই পায়, কিম্বা তদপেক্ষা উত্তম অন্য বর পায়।

২। ঈশ্বর তাহাকে কখনো ত্যাগ করেন না। ইব্রীয় ১৩; ৫।

৩। ঈশ্বর পরীক্ষার সময়ে তাহার রক্ষার পথ প্রস্তুত করেন। ১ কর ১০; ১৩।

৪। তাবৎ ঘটনা মিলিয়া তাহার মঙ্গল জন্মায়। রোম ৮; ২৮।

---

(৫৯) ২ তীমথিয় ১; ১০।

মৃত্যুঞ্জয়কারী এবং সুসমাচারদ্বারা জীবন ও অমরতা প্রকাশকারী আমাদের ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট।

প্রথম ভাগ। খ্রীষ্ট মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন, অর্থাৎ তাহা বিফল ও শক্তিহীন করিয়াছেন।

১। তিনি আপনি মৃত্যুকে জয় করিয়া কবরহইতে পুনর্ব্বার উঠিয়াছিলেন।

২। বিশ্বাসি লোকদের নিমিত্তেও মৃত্যু জয় করিয়াছেন।

(১) তাহাদের মৃত্যু হয় বটে।

(২) কিন্তু তাহাদের মৃত্যুর স্বভাবান্তর হইয়াছে। সেই মৃত্যু তাহাদের দণ্ড নহে, কারণ খ্রীষ্ট দণ্ড ভোগ করিয়াছেন। তাহাদের মৃত্যু পাপের ও ক্লেশের শেষ এবং স্বর্গদ্বারস্বরূপ।

(৩) তাহাদের মৃত্যুদ্বারা মনের হানি হওয়া দূরে থাকুক, বরং লাভ হয়।

(৪) তাহাদের মৃত্যুদ্বারা শরীরের যে ক্ষয় হয় তাহাও নিত্যস্থায়ী হয় না, যেহেতুক শেষদিনে শরীর পুনর্জ্জীবিত হইয়া তেজোময় ও অমর হইবে।

দ্বিতীয় ভাগ। খ্রীষ্ট সুসমাচারদ্বারা জীবন ও অমরতা প্রকাশ করিয়াছেন।

১। দেবপূজকেরা পরকালীয় জীবন ও অমরতার বিষয়ে নানা প্রকার অনুমান করিয়াও তাহার পথ্যংনিশ্চয় করিতে পারে নাই।

২। সেই বিষয়ে যিহূদীয়দের কিঞ্চিৎ জ্ঞান ছিল বটে, কিন্তু তাহা অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ।

৩। খ্রীষ্ট সুসমাচারদ্বারা আমাদিগকে সেই বিষয়ক জ্ঞান দিয়াছেন।

(১) আপনার পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণদ্বারা।

(২) পীড়িত লোকদিগকে সুস্থ করণ ও কোন ২ মৃত লোককে পুনর্জীবিত করণদ্বারা।

(৩) পাপের দণ্ড ভোগ করণদ্বারা।

(৪) পুনর্জ্জন্ম ও পারমার্থিক জীবন দান করণদ্বারা।

(৫) পরকাল বিষয়ক স্পষ্ট শিক্ষা দেওনদ্বারা।

---

(৬০) ২ তীমথিয় ১; ১২।

আমি যাঁহার আশ্রিত তাহাকে জানি, এবং তাঁহার হস্তে আমার যাহা গচ্ছিত আছে, তাহা তিনি বিচারদিন পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারেন, ইহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে।

তৎকালে পৌল কারাবদ্ধ হইয়া প্রাণদণ্ডের অপেক্ষাতে ছিলেন, এমত দুঃখের সময়ে তাঁহার মন স্থির থাকিল, তাহার কারণ এই ২।

প্রথম ভাগ। পৌল খ্রীষ্টকে জ্ঞাত ছিলেন।

১। খ্রীষ্টের এই জগতে বাস করণ সময়ে তাঁহার সহিত পৌলের আলাপ ছিল এমন বোধ হয় না।

২। কিন্তু পৌল অন্য২ লোকদের প্রমুখাৎ খ্রীষ্টের স্বভাবের ও ক্রিয়ার, বিশেষতঃ তাহার মৃত্যুর ও পুনরুত্থানের বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন।

৩। এবং আপনি তাঁহাকে জ্ঞাত ছিলেন। খ্রীষ্ট তাঁহাকে দর্শন দিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু এই স্থানে ইহার কথা হইতেছে না। পৌল অনেক বৎসরাবধি খ্রীষ্টের সেবা করিয়া তাঁ-হার মনোযোগ ও বিশ্বস্ততা ও প্রেম ও শক্তি এই সকলের অনেক প্রমাণ পাইয়াছিলেন, বিশেষতঃ তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিয়া সেই প্রার্থনার ফল পাইয়াছিলেন।

৪। তাহাতে খ্রীষ্ট যে প্রেমস্বরূপ ও সর্ব্বশক্তিমান, ইহাতে পৌল দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিলেন।

দ্বিতীয় ভাগ। খ্রীষ্টেতে পৌলের বিশ্বাস ছিল। সেই বিশ্বাসের প্রমাণ।

১। পৌল পাপক্ষমার ও পুণ্যের ও পরিত্রাণের বিষয়ে খ্রীষ্টের উপরে নির্ভর দিতেন।

২। পৌল আপনার প্রিয়তম বস্তু খ্রীষ্টের নিকটে গচ্ছিত করিয়া আপনি তদ্বিষয়ে আর কোন ভাবনা করিতেন না। সেই প্রিয়তম বস্তু পৌলের আত্মা ও প্রাণ ও সুখ্যাতি ও সত্য মঙ্গল।

৩। খ্রীষ্টের নিকটে সেই প্রিয়তম বস্তু গচ্ছিত কর-ণের কারণ এই২।

(১) সেই সকলের রক্ষার্থে, বিশেষতঃ শয়তানের হস্তহইতে তাহার রক্ষার্থে. এবং মৃত্যুর সময়ে ও বিচারদিনে তাঁহার রক্ষা করণার্থে উপযুক্ত জ্ঞান ও শক্তি পৌলের ছিল না, ইহা তিনি জ্ঞাত ছিলেন।

(২) কিন্তু সেই সকলের রক্ষার্থে উপযুক্ত জ্ঞান ও শক্তি খ্রীষ্টের আছে, ইহা পৌল জ্ঞাত ছি-লেন, কারণ খ্রীষ্ট শয়তানকে ও মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন; বিশেষতঃ বিচারদিনে তিনি বিচার-কর্ত্তা হইয়া আপন লোকদিগকে গৌরবান্বিত করিতে পারিবেন। খ্রীষ্টের প্রেম ও বিশ্বস্ততা বিষয়ে পৌলের সন্দেহমাত্র ছিল না।

---

(৬১) ২ তীমথিয় ২; ৮।

আমার সুসমাচারের বচনানুসারে দায়ূদের বংশজাত যীশু খ্রীষ্ট কবরহইতে উত্থাপিত হইয়াছেন, তাহা স্মরণ কর।

প্রথম ভাগ। খ্রীষ্টের পুনরুত্থান সত্য, ইহার প্রমাণ।

১। তাহার অনেক প্রমাণ আছে। চারি সুসমাচারের চারি শেষাধ্যায়, এবং করিন্থীয়দের প্রতি প্রথম পত্রের ১৫ অধ্যায় দেখিবা।

২। সেই সকল প্রমাণ অতি দৃঢ়; কারণ,

(১) খ্রীষ্টের শিষ্যেরা তাঁহার পুনরুত্থানের অপেক্ষা করে নাই।

(২) তাহাদের মধ্যে কেহ২, বিশেষতঃ থোমা. তাহা সত্য জ্ঞান করিতে অনিচ্ছুক ছিল।

(৩) খ্রীষ্টের শত্রুরা যদি তাঁহার পুনরুত্থানের অসত্যতার প্রমাণ দিতে পারক হইত, তবে অবশ্য দিত; কিন্তু তাহারা সেই রূপ প্রমাণ না দিয়া তাঁহার পুনরুত্থান হওয়া প্রযুক্ত অতিশয় রাগী হইয়াছিল।

দ্বিতীয় ভাগ। খ্রীষ্টের পুনরুত্থান সকলের স্মরণীয় ইহার প্রমাণ।

১। খ্রীষ্টের পুনরুত্থান বিবেচনা করা অধার্ম্মিক লোকদের উচিত।

(১) কারণ খ্রীষ্ট প্রবঞ্চক নহেন,

(২) এবং পরকাল আছে,

(৩) আর পরকালে শরীর পুনরায় সজীব হইবে, এই সকল তদ্দ্বারা প্রকাশ পায়।

২। খ্রীষ্টের পুনরুত্থান বিবেচনা করা ধার্ম্মিকদের উচিত।

(১) কারণ খ্রীষ্ট সজীব ও আপন লোকদের উপকার করণে সমর্থ আছেন,

(২) এবং পরকালে বিশ্বাসি লোকের অবস্থা অতি গৌরবযুক্ত হইবে,

(৩) এবং ইহকালে যে দুঃখ হয় তাহা সেই গৌরবাবস্থার পথস্বরূপ,

(৪) এবং বিশ্বাসিগণের পক্ষে মৃত্যু ভয়ানক নহে, এই সকল খ্রীষ্টের পুনরুত্থানদ্বারা প্রকাশ পায়।

(৫) এবং ইহকালে খ্রীষ্টের সহিত পুনরুত্থিত

হইয়া খ্রীষ্টের শক্তিদ্বারা নূতন ও পারমার্থিক জীবন প্রাপ্ত লোকের ন্যায় ধর্ম্মাচরণ করা ধার্ম্মিকদের উচিত।

---

(৬২) ইব্রীয় ২; ৪।

এমত মহাপরিত্রাণের অবজ্ঞা করিলে আমরা কি প্রকারে বাঁচিব?

প্রথম ভাগ। পরিত্রাণ মহৎ, ইহার প্রমাণ।

১। ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্ট মহান।

২। পরিত্রাণ গ্রহণ করণার্থে আমাদের উপকারক পবিত্র আত্মা মহান।

৩। সেই পরিত্রাণদ্বারা নরকহইতে স্বর্গপর্য্যন্ত মনুষ্যের উত্তোলন হয়।

৪। সেই পরিত্রাণ অনেকের অর্থাৎ তদাকাঙ্ক্ষি তাবৎ লোকের প্রাপ্য হয়।

৫। তাহা অনন্তকালস্থায়ী।

দ্বিতীয় ভাগ। পরিত্রাণের অবজ্ঞা করা মহাপাপ।

১। কারণ আমরা তাহার কথা জানি ও সত্য জ্ঞান করি। সেই মহাপরিত্রাণের অবজ্ঞা করা যেমন মহাপাপ, তদ্রূপ মহাপাপ সুসমাচার অজ্ঞাত লোকেরা করিতে পারে না।

২। যে লোক পরিত্রাণের অবজ্ঞা করে সে ধর্ম্ম অপেক্ষা পাপকে অধিক ভাল বাসে, এবং আপন বহুমূল্য মনের প্রতিও কিছু দয়া করে না, এমন প্রমাণ দেয়।

৩। পরিত্রাণের অবজ্ঞা করিলে ঈশ্বরের দয়া ও ক্রোধ, এই উভয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করা হয়।

তৃতীয় ভাগ। পরিত্রাণের অবজ্ঞা যাহারা করে তাহাদের নির্ণয়।

১। যাহারা তাহার কথা শুনিয়া মন ফিরায় না।

২। মন ফিরাইতে যাহারা বিলম্ব করে।

৩। আপনাদিগকে বিশ্বাসি বলিয়া যাহারা ধর্ম্মবিষয়ে অল্প মনোযোগ করে।

৪। পরিত্রাণ গ্রাহ্য করিয়া যাহারা পুনরায় পাপপথে গমন করে।

---

(৬৩) ইব্রীয় ৩; ১২।

হে ভ্রাতৃগণ, সাবধান, অমর ঈশ্বরহইতে পরাঙ্মুখ করে যে অবিশ্বাস তাহাদ্বারা যেন তোমাদের কাহারো অন্তঃকরণ দুষ্ট না হয়।

প্রথম ভাগ। অবিশ্বাসের নির্ণয়।

১। ঈশ্বরীয় বাক্যের সত্যতা অস্বীকার করা, কিম্বা তদ্বিষয়ে সন্দেহ করা, এবং সেই বাক্যের অধীনতা অস্বীকার করা, ইহা অবিশ্বাস।

(১) অনেকে স্পষ্টরূপে অবিশ্বাসী হয়।

(২) আরও অনেকে কোন২ বিশেষ বাক্য কিম্বা আজ্ঞা অগ্রাহ্য করে, তথাপি আপনাদিগকে বিশ্বাসী করিয়া বলে।

২। সুসমাচারের যে২ বিশেষ শিক্ষা গুরুতর, তাহা অগ্রাহ্য করা অবিশ্বাস।

(১) ইহার উদাহরণ, খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব ও তাঁহার মৃত্যুদ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হওন, ও পবিত্র আত্মা, এই কএক বিষয়ে সুসমাচার যে শিক্ষা দেয় তাহা সকলে গ্রাহ্য করে না।

(২). আর কেহ সেই শিক্ষা সত্য জ্ঞান করে বটে, তথাপি উপযুক্ত রূপে তাহা মানে না, ইহা আপনার আচার ব্যবহারদ্বারা প্রকাশ করে।

৩। পরীক্ষার ও তাড়নার ও ক্লেশের সময়ে ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা অস্বীকার করা কিম্বা তদ্বিষয়ে সন্দেহ করা অবিশ্বাস।

দ্বিতীয় ভাগ। অবিশ্বাসের ভয়ানকতা।

১। অবিশ্বাসি মন দুষ্ট।

(১) অবিশ্বাসের মূল অহঙ্কার, ফলতঃ ঈশ্বরের বাক্য অপেক্ষা আমার বাক্য সত্য, এবং ঈশ্বর অপেক্ষা আমার অধিক জ্ঞান আছে, ইহা অবিশ্বাসি লোক মনে২ বলে।

(২) যে ব্যক্তি অবিশ্বাসী সে প্রায় সর্ব্বদা কোন বিশেষ পাপে আসক্ত হওয়াতে তাহা ত্যাগ করিতে চাহে না।

২। অবিশ্বাস ঈশ্বরহইতে পরাঙ্মুখ করে।

(১) কারণ তাহাদ্বারা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম করণের বাধা জন্মে।

(২) তাহাদ্বারা মন চঞ্চল ও ভীরু ও দুর্ব্বল ও কাতর হয়

(৩) তাহাদ্বারা প্রার্থনার বাধা জন্মে।

(৪) তাহাদ্বারা মনুষ্য ঈশ্বরের অধীনতা ত্যাগ করে, আর সেই অধীনতা ত্যাগ করিলে ধর্ম্ম-চেষ্টা শেষে নিতান্ত নষ্ট হইবে।

৩। অবিশ্বাসদ্বারা ঈশ্বরের অবজ্ঞা হয়, এই কারণ তিনি তাহাতে অতি অসন্তুষ্ট হন। তিনি যেমন অবিশ্বাসি ইস্রায়েলীয় লোকদিগকে দণ্ড দিয়াছিলেন, তদ্রূপ এক্ষণও অবিশ্বাসি লোকদের দণ্ড দেন। তিনি অমর ঈশ্বর।

প্রবোধকথা।

অতএব তোমার নিজ মনে কিম্বা কোন ভ্রাতার মনে যাহাতে অবিশ্বাস না জন্মে, এ বিষয়ে অতি সাবধান হও।

---

(৬৪) ইব্রীয় ৩; ১৩।

পাপের বঞ্চনাতে যেন তোমাদের কেহ কঠিনীভূত না হয়, এই নিমিত্তে ঐ অদ্যকার দিন থাকিতে ২ পরস্পর দিনে ২ উপদেশ কর।

প্রথম ভাগ। পাপদ্বারা মন কঠিনীভূত হয়।

১। ইহার প্রমাণ।

(১) মনকে কঠিন করা পাপের স্বভাব। বৃদ্ধি পাইলে বৃক্ষ শক্ত হয়। এক পাপ করিলে অন্য ২ পাপকেও করিতে হইবে।

(২) পাপ করিলে পবিত্র আত্মা অসন্তুষ্ট হইয়া মনুষ্যের উপকার করিতে অসম্মত হন।

২। ইহার ফল পাপে রত ব্যক্তি ও মণ্ডলী এই উভয়ের ক্ষতিজনক হয়।

দ্বিতীয় ভাগ। পাপের বঞ্চনা কি প্রকার, তাহার বৃত্তান্ত।

১। কখন২ পাপ করা আবশ্যক, এমত বোধ হয়। তাহাতে মানুষ যে নানা আপত্তি করে, তাহার কএকটি উদাহরণ।

(১) পাপ না করিলে আমার সংসার চলে না।

(২) দশ জনে যাহা করে তাহা আমাকেও করিতে হয়।

(৩) আমি এমত দুর্ব্বল যে পরীক্ষার সময়ে স্থির থাকা আমার অসাধ্য হয়।

২। কখন২ পাপ নির্দ্দোষ সুখভোগের ন্যায় দেখায়। তজ্জন্য আপত্তির উদাহরণ।

(১) আমরা যেন সর্ব্বদা দুঃখে মগ্ন হইয়া কাতর থাকি, তাহা ঈশ্বর চাহেন না।

(২) অদ্য সুখভোগ করিব, কি জানি কল্য তাহা করিতে পারিব না।

৩। কখন২ পাপ অনায়াসে ত্যাজ্য বোধ হয়। তজ্জন্য আপত্তি।

(১) যখন ক্ষতির ভয় দেখিব, তখন এই কর্ম্ম ত্যাগ করিব।

(২) আমি অতিশয় পাপী হইব না, অল্প পাপ মাত্র করিব।

৪। কখন২ পাপের দণ্ড হইবে না, এমত বোধ হয়। তজ্জন্য আপত্তি।

(১) এই ক্ষুদ্র পাপের প্রতি মহান ঈশ্বর মনোযোগ করিবেন না।

(২) আমার পাপ অপেক্ষা সদ্গুণ গুরুতর।

(৩) অদ্য পর্য্যন্ত আমি দণ্ড পাই নাই, বোধ করি কখনো পাইব না।

(৪) যখন চাহিব তখন খ্রীষ্টের নিকটে যাইয়া পাপের ক্ষমা পাইতে পারিব।

(৫) অল্প ক্ষণ পর্য্যন্ত পাপ করিলে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, এ অতি অসম্ভব।

৫। কখন২ পাপ সৎকর্ম্মের ন্যায় দেখায়। ইহার উদাহরণ।

(১) যিহূদা যখন চুরী কর্ম্ম করিতে চাহিল, তখন অপব্যয়ের প্রতি ঘৃণার এবং দরিদ্রদের প্রতি দয়ার কথা কহিয়াছিল।

(২) যাকূব ও যোহন যখন রাগ প্রযুক্ত অগ্নি-দ্বারা কোন২ লোককে নষ্ট করিতে চাহিল, তখন আপনাদিগকে এলিয়ের তুল্য জ্ঞান করিয়াছিল।

অতএব পাপের প্রবঞ্চনা অতি ভয়ানক, এবং শয়তান মনুষ্যকে ভুলাইবার জন্যে যে সকল আপত্তি শিক্ষা দেয় তাহাদ্বারা সে অতি অনায়াসে মুগ্ধ হইতে পারে।

তৃতীয় ভাগ। রক্ষার উপায় পরস্পর চেতনা দেওয়া।

১। ভ্রাতার দ্বারা চেতনা পাইতে সম্মত হও। তাহার

নিকটে চেতনা চাহ, ও সে দিলে তাহা গ্রহণ কর, রাগে তুচ্ছজ্ঞান করিও না।

২। ভ্রাতাকে চেতনা দেওয়া তোমার কর্ত্তব্য।

৩। এই প্রকার চেতনা বার ২ দিতে ও গ্রহণ করিতে সম্মত হও।

৪। আর তদ্বিষয়ে বিলম্ব করা ভাল নহে। অদ্যকার দিনের কথা হইতেছে।

৫। আর তদ্বিষয়ে ক্লান্ত হওয়া অনুচিত।

---

(৬৫) ইব্রীয় ৪; ৭।

অদ্য তোমরা যদি তাঁহার কথা শুনিতে ইচ্ছা কর, তবে আপন ২ অন্তঃকরণ কঠিন করিও না।

প্রথম ভাগ। এই পরামর্শ কাহাকে দেওয়া যায়?

১। চেতনাপ্রাপ্ত পাপিদিগকে।

(১) তাহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত ঈশ্বরের কথা শুনিতে, অর্থাৎ তাঁহার নিমন্ত্রণ ও তাঁহার আজ্ঞা গ্রাহ্য করিতে অসম্মত ছিল।

(২) কিন্তু সম্প্রতি তাহারা তাঁহার সেই নিমন্ত্রণ ও আজ্ঞা গ্রাহ্য করিতে সম্মত আছে, এবং আপনাদের সেই ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে।

২। চেতনাপ্রাপ্ত চঞ্চল খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগকে।

(১) তাহারা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মনের চাঞ্চল্য প্রযুক্ত ঈশ্বরের সেবা ত্যাগ করিয়াছিল ও তাঁহার বাক্য অবহেলা করিয়াছিল।

(২) সম্প্রতি তাহারা চেতনা পাইয়া পুনরায় ঈশ্বরের প্রতি ফিরিতে ইচ্ছুক আছে।

৩। সকল বিশ্বাসি লোকদিগকে।

তাহারা ঈশ্বরের বাক্য শুনিতে ইচ্ছুক আছে।

দ্বিতীয় ভাগ। সেই পরামর্শের ভাব কি?

১। তোমাদের মন সম্প্রতি কোমল আছে, ইহা ভাল চিহ্ন বটে।

(১) যেহেতুক কোমলমনা হওয়া তোমাদের উচিত। ঈশ্বরের সাক্ষাতে নম্র হওয়া ও তাঁহার অনুগামী হইতে ইচ্ছুক হওয়া পরিত্রাণেচ্ছুক লোকের প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

(২) ঈশ্বর অদ্যাপি তোমাদিগকে ত্যাগ করেন নাই, ও কঠিনীভূত হইতে দেন নাই, অতএব তিনি এখনও তোমাদিগকে গ্রাহ্য করিতে ও মঙ্গল দিতে ইচ্ছুক আছেন, এমন বোধ হয়।

২। কেবল অদ্য নম্র হইলে হয় না, সর্ব্বদা কোমল-মনা হইতে হয়।

(১) এক দিনের কিম্বা এক মাসের অশ্রুপাত ও মিষ্ট বাক্যদ্বারা ঈশ্বরকে তুষ্ট করা যায় না, যে-হেতুক তিনি যে কেবল তাহা চাহেন এমন নয়, এবং তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করা তোমাদের অসাধ্য।

(২) এ বার কোমলান্তঃকরণ হইলে পরে যদি পুনরায় পাপের মধ্যে যাও, তবে তোমাদের মন পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কঠিন হইবে। যে রোগি লোক কিঞ্চিৎ উপশম পাইলে পরে

পুনরায় রোগগ্রস্ত হয়, তাহার সেই দ্বিতীয় রোগ প্রথম রোগ অপেক্ষা আরও মন্দ হয়।

৩। অতএব যাহাতে মনের কোমলতা থাকে, এমন চেষ্টা কর।

(১) অবিশ্বাস বিষয়ে সাবধান হও, যেহেতুক অবিশ্বাসদ্বারা পবিত্র আত্মা অসন্তুষ্ট হন, এবং ঈশ্বরের দয়ার বিষয়ে সন্দেহ জন্মে, এবং প্রার্থনার বাধা জন্মে, এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা দুঃসহ্য বোধ হয়।

(২) আর পাপ বিষয়ে সাবধান হও, বিশেষতঃ যে পাপকে তোমরা ভাল বাস, সেই পাপহইতে পলায়ন কর, এবং পাপ ছোট ইহা কোন মতে বলিও না। ছোট সর্প কি ভয়ানক নহে?

---

(৬৬) ইব্রীয় ৬; ৭,৮।

যে ভূমি আপনার উপরে পুনঃপতিত বৃষ্টিজলেতে সিক্ত হইয়া ফলাধিকারিদের জন্যে উপযুক্ত শাকাদি উৎপন্ন করে, সে ঈশ্বর-কর্তৃক আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে ভূমি কেবল শ্যাকুলাদি কণ্টক বৃক্ষ উৎপন্ন করে, সে অগ্রাহ্য ও শাপগ্রস্ত হইয়া অবশেষে দগ্ধ হয়।

এই দুই প্রকার ভূমি দুই প্রকার খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগকে বুঝায়।

প্রথম ভাগ। উর্ব্বরা ভূমি।

১। তাহা স্বর্গীয় জলে পুনঃ২ সিক্ত হয়। সেই স্বর্গীয় জল কি?

(১) ধর্ম্মোপদেশ ও প্রভুর ভোজন ইত্যাদি।

(২) পবিত্র হওয়ার্থে ও পরের পারমার্থিক উপকার করণার্থে পবিত্র আত্মার সাহায্য।

(৩) ঐহিক বিষয়ে ঈশ্বরদ্বারা রক্ষা ও মঙ্গলদান।

২। সেই ভূমি ফলযুক্ত।

(১) তাহাতে নানা প্রকার সদ্ভাব ও সৎকর্ম্ম উৎপন্ন হয়।

(২) এবং ঈশ্বর তাহাতে সন্তুষ্ট হন, তিনি ফলাধিকারী।

৩। সেই ভূমি আশীর্ব্বাদযুক্ত।

(১) ঈশ্বর ইহকালে এমত লোকের প্রতি অনুগ্রহ করেন।

(২) এবং পরকালে তাহাকে সম্পূর্ণ সুখ দিবেন।

দ্বিতীয় ভাগ। কুৎসিত ভূমি।

১। তাহাও বার২ ঐ স্বর্গীয় জলে সিক্ত হয়।

২। কিন্তু তাহাতে কি উৎপন্ন হয়?

(১) সৎকর্ম্ম উৎপন্ন হয় না।

(২) কিন্তু অহঙ্কার প্রভৃতি নানা প্রকার মন্দ ভাব ও কদাচার ও ঘৃণার্হ পাপ উৎপন্ন হয়।

(৩) অধিক বৃষ্টি পড়িলে অধিক কুফল উৎপন্ন হয়।

৩। এমন লোকের দশার নির্ণয়।

(১) সে ঈশ্বরের ও মণ্ডলীর নিকটে অগ্রাহ্য।

(২) সে শাপগ্রস্ত।

৩) সে নরকানলে দগ্ধ হইবার যোগ্য।

(৬৭) ১ পিতর ২ ; ২৪।

আর আমরা যেন পাপের পক্ষে মৃত হইয়া ধর্ম্মপক্ষে সজীব হই, এই জন্যে তিনি ক্রুশের উপরে আপন শরীরে আমাদের পাপের ভার বহন করিলেন।

প্রথম ভাগ। ক্রুশে বদ্ধ খ্রীষ্টের কর্ম্ম। তিনি আমাদের পাপের ভার বহন করিলেন।

১। আমাদের পাপ অতি ভারি বোঝাস্বরূপ।

(১) কারণ তাহা অসংখ্যক।

(২) এবং তাহার দণ্ড অতি ভয়ানক।

২। খ্রীষ্ট সেই ভার বহন করিয়াছিলেন।

(১) আপনি, তিনি কোন বলির উপরে সেই ভার অর্পণ করিলেন না।

(২) নরদেহে

প্রং, আমাদের জামীন হইবার নিমিত্তে তিনি মনুষ্য হইয়া সেই ভার লইলেন।

দ্বিং, মনষ্যের ন্যায় তাঁহার ক্লেশ বোধ হইল।

তৃং, তিনি পাপিদের প্রতিনিধি হইয়া আপনি পাপস্বরূপ ও ঘৃণার্হ পাপাত্মদ হইলেন, এই কারণ তৎকালে তাঁহার স্বর্গস্থ পিতা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলেন।

(৩) ক্রুশের উপরে অর্থাৎ দণ্ডকাষ্ঠের কিম্বা কাণ্ডিকাষ্ঠের উপরে।

প্রং, তাহা না করিলে পাপের দণ্ডভোগ হইত না এবং প্রায়শ্চিত্ত হইত না।

দ্বিং, পাপ অতি ঘৃণার্হ ও অপমানজনক ইহা দেখাইবার নিমিত্তে।

তৃং, পাপের মৃত্যু অর্থাৎ বিনাশ করিবার ও দেখাইবার নিমিত্তে।

দ্বিতীয় ভাগ। সেই কর্ম খ্রীষ্টের অভিপ্রায়।

১। আমরা যেন ক্রুশে হত যীশুকে আপনাদের জামীনরূপে গ্রাহ্য করি; অর্থাৎ,

(১) তাঁহাতে বিশ্বাস করি।

(২) এবং আপন২ পাপ স্বীকার করিয়া তাঁহার ভার যীশুর উপরে রাখি।

(৩) এবং তাঁহার মৃত্যু ও দণ্ডভোগ ও অপমান প্রভৃতি সমস্ত কর্ম আপনাদের কর্ম জানিয়া স্বীকার করি।

২। তাঁহার মৃত্যু হইলে আমরা যেন পাপের পক্ষে মৃত হই।

(১) কারণ তাঁহার মৃত্যুদ্বারা আমাদের পাপের দণ্ড হইয়া গিয়াছে, অতএব সেই দণ্ডের বিষয়ে পুনরায় ভয় করা আমাদের কোন প্রয়োজন নাই।

(২) তাঁহার মৃত্যুদ্বারা পাপ বিষয়ে আমাদের মৃত্যু হইয়াছে।

প্রং, অতএব মৃত লোকের ন্যায় পাপচেষ্টারহিত হওয়া আমাদের উচিত।

দ্বিং, যদি আমাদের পাপচেষ্টা পুনর্ব্বার প্রকাশ পায়, তবে তাহা মৃতের মত ঘৃণার্হ হয়।

৩। ধর্ম্মের পক্ষে সজীব হওয়া আমাদের উচিত।

(১) কারণ খ্রীষ্ট কবরহইতে উঠিয়া স্বর্গে সজীব আছেন।

(২) ধর্ম্মের পক্ষে যে সজীব হয়, সে খ্রীষ্টের আ-জ্ঞাবহ ও অনুগামী হয়।

৪। পাপের পক্ষে মৃত ও ধর্ম্মের পক্ষে সজীব হওয়া বিশ্বাসদ্বারা আমাদের সাধ্য হয়।

---

(৬৮) ১ পিতর ৪; ১৮।

যদি ধার্ম্মিক লোকদের পরিত্রাণ হওয়া দুঃসাধ্য হয়, তবে অধা-র্ম্মিক ও পাপিষ্ঠ লোক কোথায় শরণ লইবে?

প্রথম ভাগ। ধার্ম্মিকদের পরিত্রাণ হয়, কিন্তু কষ্টে হয়। ইহার প্রমাণ।

১। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দুঃখভোগ ও মৃত্যু।

২। আপন ২ মন্দ স্বভাবের ও সাংসারিক লোক-দের ও শয়তানের সহিত ধার্ম্মিকদের যুদ্ধ।

৩। দুঃখরূপ অগ্নিদ্বারা ধর্ম্মভাবের পরিষ্কৃত হওনের আবশ্যকতা।

৪। ধার্ম্মিকেরা স্পষ্টরূপে পাপ করিলে কিম্বা ভারি পাপ করিলে ঈশ্বরহইতে যে দণ্ড পায়, তা-হাও প্রমাণ।

দ্বিতীয় ভাগ। অধার্ম্মিকেরা নিতান্ত নরকে যাইবে।

১। কারণ তাহারা পরিত্রাণের উপায় অগ্রাহ্য করে।

২। কারণ আপনার সন্তানগণ অপেক্ষা অধার্ম্মিকের প্রতি অধিক দয়া করা ঈশ্বরের উচিত নহে।

তাহাদের ক্লেশ এবং পাপের দণ্ড যদি হয়, তবে অধার্ম্মিকদের কেন হইবে না?

তৃতীয় ভাগ। প্রবোধকথা।

১। দুঃখের সময়ে নিরাশ হওয়া ধার্ম্মিকদের অনুচিত।

২। অধার্ম্মিকগণের ঐহিক সুখে অসন্তুষ্ট হওয়া ধার্ম্মিকদের অনুচিত। কারণ সেই সুখ তাহাদের ভাবি বিনাশের প্রমাণ। ইহকালে ক্লেশ পাইয়া স্বর্গে গমন করা ভাল, কিন্তু ইহকালে সুখ পাইয়া নরকে গমন করা ভাল নহে।

---

(৬৯) ১ যোহন ৪; ১৮।

প্রেমেতে ভয় থাকে না, কিন্তু প্রেম ভয়কে দূর করে। ভয়েতে যন্ত্রণা আছে; যে জন ভয় করে, সে প্রেমেতে সিদ্ধ নয়।

ধর্ম্মপুস্তকের অনেক স্থানে ঈশ্বর বিষয়ক ভয়, এই শব্দের অর্থ ঈশ্বরভক্তি কিম্বা ঈশ্বরের প্রতি আদর। এই স্থানে ভয় শব্দের সেই অর্থ নহে, কিন্তু ঈশ্বর হইতে অমঙ্গলপ্রাপ্তির অপেক্ষা।

প্রথম ভাগ। ভয়ের বিষয়।

১। ভয়ের মূল।

(১) ঈশ্বরের স্বভাব বিষয়ক জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা।

(২) মানুষের আপন দুর্ব্বলতা জ্ঞাত হওন।

(৩) মানুষের আপন পাপ বিষয়ে বিবেচনা করণ।

২। ভীত লোকদের বির্ণয়।

(১) চেতনা প্রাপ্ত পাপি লোক ও ধর্ম্মচ্যুত লোক।

(২) বিশ্বাসি লোকও কখন ২ ভীত হয়।

প্র°, যখন পাপেতে পতিত হয়।

দ্বি°, যখন প্রার্থনাদিদ্বারা ঈশ্বরের সহিত আলাপ করে না।

তৃ°, শরীরের কিম্বা মনের দুর্ব্বলতা সময়ে।

৩। ভয় দূর করণের বিষয়।

(১) ভয় যে দূরীকৃত হয়, ইহা বাঞ্ছনীয় বটে, কারণ ভয়েতে যন্ত্রণা থাকে, ও ধর্ম্মভাব দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত ফলবান হয় না।

(২) ভয় দূর করণের অনুপযুক্ত উপায়হইতে সাবধান থাকা আবশ্যক। সেই অনুপযুক্ত উপায় এই ২।

প্র°, মনকে কঠিন করা।

দ্বি°, সুখভোগে মগ্ন হওয়া।

তৃ°, আপনার কোন গুণে কিম্বা ধর্ম্মকর্ম্মে নির্ভর দেওয়া।

(৩) ভয় দূর করণের উপযুক্ত উপায়।

প্র°, খ্রীষ্টের প্রেম বিষয়ক বিবেচনা ও জ্ঞানপ্রাপ্তি।

দ্বি°, দয়ালু খ্রীষ্টের প্রতি প্রেম করা ও সেই প্রেমে বর্দ্ধিষ্ণু হওয়া।

দ্বিতীয় ভাগ। প্রেমের বিষয়।

১। প্রেমের মূল খ্রীষ্টদ্বারা প্রকাশিত ঈশ্বরের প্রেমে মনের আকর্ষিত হওন।

২। প্রেমের সার।

(১) ঈশ্বরেতে সন্তুষ্ট হওয়া ও তাঁহার সন্তোষ জন্মাইতে চেষ্টা করা।

(২) প্রার্থনাদিদ্বারা ঈশ্বরের সহিত আলাপ করা, এবং তাঁহার সহবাসার্থে স্বর্গে যাইতে আকাঙ্খা করা।

৩। প্রেমের চিহ্ন।

(১) ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন।

(২) ঈশ্বরের লোকদিগকে প্রেম করণ।

৪। ভয় নিবারণার্থে প্রেমের গুণ।

(১) প্রেম করিয়া ঈশ্বরের সহিত পুনঃ পুনঃ আলাপ করিলে তিনি বন্ধুর ন্যায় আমাদের পরিচিত হন। অপরিচিত লোককে দেখিলে বালক ভয় করে, কিন্তু বন্ধুকে দেখিলে ভয় করে না।

(২) ঐ উপায়দ্বারা ঈশ্বর কেমন বিশ্বস্ত ও দয়ালু, ইহা ক্রমে২ বুঝা যায়।

(৩) ঈশ্বরকে প্রেম করিলে পাপাচরণ ত্যাগ করা হয়, তাহাতে পাপের দণ্ড বিষয়ক ভয় করিবার কারণ পূর্ব্ববৎ বার২ উপস্থিত হয় না।

৫। প্রেমে বৃদ্ধি পাইবার উপায়।

(১) খ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যুর ও তাহার ফলের বিবেচনা।

(২) খ্রীষ্টের স্বভাবের বিবেচনা। খ্রীষ্ট স্বয়ং ঈশ্বর, অতএব তাঁহার যে স্বভাব সে ঈশ্বরের স্বভাব আছে। আর অদৃশ্য ঈশ্বরের স্বভাব

আমাদের বড় বোধগম্য নহে। কিন্তু নরাবতার খ্রীষ্টের স্বভাব আমাদের বোধগম্য বটে।

(৩) আমাদের প্রার্থনাশ্রবণে এবং উপকার ও সান্ত্বনা করণে ঈশ্বর আমাদের সহিত যে ব্যবহার করেন ও করিয়াছেন তাহার বিবেচনা।

(৪) প্রার্থনা।

(৫) ঈশ্বরের আজ্ঞাপালন ও তাঁহার লোকদের প্রতি প্রেম করণ। শিশুর চলনদ্বারা তাহার চলৎশক্তি যেমন বৃদ্ধি পায়, তদ্রূপ ঈশ্বরের প্রতি প্রেম প্রকাশ করণদ্বারা সেই প্রেম বৃদ্ধি পায়।

---

(৭০) ১ যোহন ৫; ১৮।

যে জন ঈশ্বরহইতে জাত, সে পাপাচরণ না করিয়া আপনাকে রক্ষা করে, এবং পাপাত্মা তাহার হানি করিতে পারে না, ইহা আমরা জানি।

আমি ঈশ্বরহইতে জাত কি না? ইহা যদি কেহ জানিতে চাহে, তবে এই পদের বাক্যদ্বারা আপনার পরীক্ষা লইলে তাহা জানিতে পারিবে।

প্রথম ভাগ। পুনর্জাত লোক পাপাচরণ করে না।

১। ইহার কারণ এই যে নূতন জন্মদ্বারা সে পবিত্র আত্মাহইতে পবিত্র স্বভাব পাইয়াছে।

২। যেমন স্থলে থাকিলে মৎস্য ক্লেশ পায়, তদ্রূপ পাপের মধ্যে পড়িলে পুনর্জাত লোক ক্লেশ পায়।

৩। সে প্রকাশরূপে পাপ করিতে শীঘ্র ক্লান্ত হয়।

৪। সে গুপ্ত পাপ টের পাইবামাত্র ত্যাগ করে।

৫। যে পাপ মৃত্যুজনক অর্থাৎ যাহার মার্জনা হইতে পারে না, এমন পাপ করে না।

দ্বিতীয় ভাগ। পুনর্জাত লোক আপনাকে রক্ষা করে।

১। যেখানে পাপের ভয় আছে, সেখানে যায় না।

(১) সে দুষ্ট লোকদের সঙ্গ ত্যাগ করে।

(২) অধার্ম্মিক লোকের সহিত বন্ধুতা করে না, এবং এমন লোককে বিবাহ করে না।

(৩) মন্দ স্থান ও তামাসা ও দুষ্ক্রিয়াহইতে দূরে থাকে।

(৪) যাহাদ্বারা পূর্ব্বে তাহার পাপ হইয়াছিল, তাহার বিষয়ে ভীত ও সাবধান থাকে।

২। সে আপন মনকে রক্ষা করে।

(১) সে প্রতিদিন আপন মনের বাঞ্ছা ও রাগাদি ভাবের এবং আপন বাক্যের ও ক্রিয়ার পরীক্ষা করে।

(২) সে নিত্য প্রার্থনাদ্বারা আপনাকে ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করে।

৩। সে খ্রীষ্টের ও তাঁহার লোকদের নিকটে থাকে, কারণ খ্রীষ্ট তাহার দুর্গস্বরূপ।

(১) খ্রীষ্ট আপন ক্রূশীয় মৃত্যুদ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর গুণে বিশ্বাস করিলে পাপের মার্জনা হয়, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ করে।

(২) সে পাপ করিলে একেবারে তাহা স্বীকার করে।

(৩) খ্রীষ্ট নিকটবর্ত্তী, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ করে।

(৪) সে খ্রীষ্টাশ্রিত লোকদের সঙ্গ ছাড়ে না।

তৃতীয় ভাগ। শয়তান তাহাকে স্পর্শ করিতে অর্থাৎ ধরিতে পারে না। শয়তান তাহাকে ভয় দেখাইতে ও ভুলাইতে পারে, কিন্তু নষ্ট করিতে পারে না। যীশুর হস্তহইতে তাঁহার কোন মেষ কাড়িয়া লওয়া শয়তানের অসাধ্য।

চতুর্থ ভাগ। নানা প্রকার শিক্ষা।

(১) যে কেহ ধর্ম্মপথ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে, তাহার পুনর্জ্জন্ম কখনো হয় নাই।

(২) যে কেহ জানিয়া বুঝিয়া গুপ্তরূপে পাপাচরণ করে, সেও পুনর্জ্জাত নহে।

(৩) যে কেহ আপনাকে রক্ষা করে না, সে যে পুনর্জ্জাত লোক, ইহার কোন প্রমাণ নাই।
